পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 26 Thursday, 26 December, 2024 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা ✱ ১০ পৌষ ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

রাজ্যকে সতর্কবার্তা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদের জের। পদ্মাপারের জঙ্গি গোষ্ঠীর নিশানায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বড়দিনের পরদিন অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বর তাঁর উপর হামলার আশঙ্কা করে রাজ্যকে সতর্ক করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তার ভিত্তিতে তৎপরতা বাড়িয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। জানা গিয়েছে, গত ১৬ ডিসেম্বর গোয়েন্দা সংস্থার তরফে রাজ্যকে একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, হারকাতুল-মুজাহিদিন-বাংলাদেশ ও হিজবুত তাহিরি-র জঙ্গিদের নিশানায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। হামলার ছক কষে ইতিমধ্যেই ৩ জঙ্গি বাংলায় ঢুকে পড়েছে বলে খবর। প্রতিমুহূর্তে শুভেংদু অধিকারীর উপর চলছে নজরদারি। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জনসভা বা যাতায়াতের পথে হামলা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমনিতেই জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান শুভেন্দু। তাতে যাতে কোনও ফাঁক না থাকে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। গত কয়েকমাস ধরে উত্তাল বাংলাদেশ। দিনে দিনে বাড়ছে মৌলবাদীদের অত্যাচার। চরমে হিন্দু নির্যাতন। একাধিকবার হিন্দু নির্যাতন নিয়ে মুখ খুলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই কারণেই এই হামলার ছক বলে খবর। এ বিষয়ে এক বিজেপি নেতা বলেন, তাঁরা এই আশঙ্কা আগেই করেছিলেন। তবে এভাবে ভয় দেখানো যাবে না। শুভেন্দু অধিকারী হিন্দুদের জন্য লড়াই করবেন।

অগ্নি নির্বাপন সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ পরপর কয়েকটি আগুন লাগার ঘটনায় রাজ্য সরকার কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন ঘিঞ্জি ও বস্তি এলাকায় অগ্নি নির্বাপনে সেখানকার সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে সমাধানের পথ বার করার পরে বাসিন্দাদের সচেতন করে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই জন্য সমস্যাগুলি সমাধানে একটি বিশেষ ম্যাপিং প্রক্রিয়া চালু করার বিষয়. অগ্নি নির্বাপন দপ্তর চিন্তাভাবনা করছে বলে জানা গিয়েছে। এর মাধ্যমে বস্তি এলাকার সংকীর্ণ রাস্তা, জলের উৎস এবং অন্যান্য সমস্যা গুলি নথিভুক্ত করা হবে। পাশাপাশি দমকল ও পুলিশ বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ আরো মজবুত করতে ডিভিশন স্তরে প্রতিমাসে একটি বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জরুরি তথ্য দ্রুত ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হবে বলে জানা গিয়েছে। বড়দিন এবং বর্ষবরণে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য রাজ্য পরিবহন দপ্তর বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করেছে। মূলত ইকোপার্ক ছুঁয়ে চলা ছাড়াও বিভিন্ন রুটের ওইসব বাস নিকো পার্ক, সাইন্স সিটি, ময়দান, চিড়িয়াখানা, আলিপুর জেল মিউজিয়াম হয়ে চলাচল করবে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। ২৯ এবং ৩১ শে ডিসেম্বর ছাড়াও পয়লা জানুয়ারি এই বিশেষ বাসগুলি পাওয়া যাবে।

কর্মসংস্থানে জোর, বাজেট-রূপরেখা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে বৈঠক মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় বাজেটের জন্য মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশে কীভাবে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যায়, এই বৈঠকে সে বিষয়েও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনও। মঙ্গলবারের নীতি আয়োগের দপ্তরে রুদ্ধদ্বার এই বৈঠকে বাজেটের বিষয়ে পরামর্শ করেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া কীভাবে কৃষি, ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পক্ষেত্র (এমএসএমই) এবং উপাদন ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করে তোলা যায় এবং এই ক্ষেত্রগুলি থেকে কীভাবে আরও বেশি মাত্রায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে সে বিষয়েও দেশের অর্থনীতিবিদের কাছ থেকে বৈঠকে পরামর্শ চাওয়া হয় বলেই জানা গিয়েছে। যা তাপর্যপূর্ণ। দেশে যে বেকার সমস্যা ক্রমবর্ধমান এবং কেন্দ্র সরকারের এই সমস্যার মোকাবিলা করতে এখনও সক্ষম নয় বলেই অভিযোগ রয়েছে নানা মহল থেকে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, কেন্দ্রীয় বাজাটের আগে প্রথামাফিক হলেও এদিনের বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, এদিনের বৈঠকে ২০৪৭

সালের মধ্যে ভারত কীভাবে উন্নত দেশ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারবে সে বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে খবর মিলেছে। তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পরে মোদি দেশকে ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য নানা পদক্ষেপের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। তা নিয়ে এদিনের বৈঠকে বিশদে আলোচনাও হয়েছে। পাশাপাশি ১৫ জন অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কৃষি অর্থনীতিবিদ অশোক গুলাটি-সহ সুরজি ভাল্লা, ডি কে যোশীসহ একাধিক বিশিষ্টজন এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি বৈঠকে অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান সুমন বেরি, প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনন্ত নাগেশ্বরণও উপস্থিত ছিলেন। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখ, শনিবার সংসদে বাজেট পেশ করবেন নির্মলা।

পিছিয়ে পড়া পরিবারের পড়ুয়াদের সুলভে খাতা সরবরাহ করবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের পড়ুয়াদের সুলভে খাতা সরবরাহ করতে উদ্যোগই হয়েছে রাজ্য সরকার। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্প দফতর শিক্ষাসাথী ব্র্যান্ডের আওতায় খাতা তৈরি করছে। তিন রকম আকার ও মানের এই খাতা তৈরি করা হবে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দফতরের নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থাতে এই খাতাগুলি তৈরি হবে। আপাতত তিন ধরনের খাতা বাজারে আনা হচ্ছে বলে ক্ষুদ্র শিল্প দফতর জানিয়েছে। তার মধ্যে দু'টি খাতা ১৬০ পৃষ্ঠার। সেগুলির দাম ৭০ টাকা করে। ১০০ পাতার একটি খাতার দাম ৩৭ টাকা। উন্নত গুণমাণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ সাধারণ মানুষের সুবিধায় ও আর্থিক উন্নতিতে রাজ্যের সড়ক পরিবহন পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিতে সহযোগিতা চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। জমি অধিগ্রহণ, বনাঞ্চল সংক্রান্ত ছাড়পত্র, মাটির নিচ দিয়ে জলের পাইপলাইন, ইলেকট্রিক লাইন এর মতো কারণে রাজ্যে যে সব সড়ক প্রকল্পের কাজ আটকে আছে তা দ্রুত সমাধানের কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরি সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কে চিঠি দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কাছে মন্ত্রক সব ধরনের সহযোগিতা পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছে।

ঐক্যের চেতনা উৎসবের মরসুমে গভীরভাবে অনুরণিত হয়, মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ বড়দিন উপলক্ষে এক্সবার্তায় শুভেচ্ছাবানী দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্যরাতের উপাসনার ভিডিয়ো-সহ তিনি লিখেছেন, যা বাংলাকে সত্যিই অসাধারণ করে তুলেছে তা হল 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'। এটা শুধুমাত্র একটি আদর্শ নয.যা আমরা লালন করি এটা আমাদের অনুভব করাতে চায়, আমরা কারা? এই ঐক্যের চেতনা উৎসবের মরসুমে গভীরভাবে অনুরণিত হয় আমাদের মধ্যে। আমি কলকাতার আর্চবিশপ রেভারেন্ড টমাস ডি'সুজার উপস্থিতিতে ' ক্যাথেড্রাল অফ দ্য মোস্ট হোলি রোজারী'-তে মধ্যরাতের গণসংবর্ধনায় যোগ দিয়েছিলাম। ক্রিসমাসের আলো আপনার হৃদয়কে উষ্ণতায় এবং আপনার ঘরগুলিকে আনন্দে পূর্ণ করুক। আপনি এবং আপনার প্রিয়জন সর্বশক্তিমানের পছন্দের আশীর্বাদে অনুগ্রহশীল হন।

প্রতিটি পঞ্চায়েতে সমবায় কোনও না কোনও রূপে কাজ করা উচিতঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার নতুন দিল্লিতে ১০ হাজার নতুন প্রতিষ্ঠিত বহুমুখী প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি, দুগ্ধ ও মস্য সমবায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। সমবায়ের জাতীয় সম্মেলনে নবগঠিত সমবায় সমিতিগুলিকে নিবন্ধিত শংসাপত্ররূপে কিষান ক্রেডিট কার্ড এবং মাইক্রো এটিএম বিতরণ করা হয়। পঞ্চায়েতগুলিতে সহজে ক্রেডিট পরিষেবা প্রদান ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে উন্নত করার লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থাপনা। এর ফলে গ্রামের মানুষ যেমন বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করতে পারবেন, তেমনই দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতেও তারা অংশ নিতে পারবেন। অমিত শাহ এদিন বলেছেন, প্রতিটি পঞ্চায়েতে সমবায় কোনও না কোনও রূপে কাজ করা উচিত এবং যদি কেউ আমাদের দেশের ত্রি-স্তরীয় সমবায় কাঠামোকে সর্বাধিক শক্তি দিতে পারেন, তবে এটি আমাদের প্রাথমিক সমবায় সমিতি হতে পারে এবং তাই আমরা প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ২ লক্ষ পিএসিএস গঠন করা হবে...আমরা পিএসিএস বহুমাত্রিক করেছি, স্টোরেজের সাথে যুক্ত করেছি, সার বিতরণের সাথে যুক্ত করেছি এবং গ্যাসের সাথে যুক্ত করেছি। বিতরণ, তাদের সার বিতরণের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

পুলিশে 'অনাস্থা' মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি তৃণমূল নেতার স্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, মন্দারমণি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ মন্দারমণির হোটেলে তৃণমূল নেতার রহস্যমৃত্যুর পর কেটে গিয়েছে চারদিন। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টও হাতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তাতে আত্মহত্যার ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু ওই ময়নাতদন্ত রিপোর্ট মানতে নারাজ নিহতের পরিবারের লোকজন। তৃণমূল নেতার স্ত্রী তথা আমডাঙা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুরাইয়া পারভিনের দাবি, পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করছে না। পরিবর্তে অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। সে কারণে খুনকে আত্মহত্যা বলে দাবি করেছেন তদন্তকারীরা। তাই তদন্তকারী পুলিশদের বিরুদ্ধে অনাস্থার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছেন সদ্য স্বামীহারা উপপ্রধান। আমডাঙা ব্লকের আধহাঁটা পঞ্চায়েতের কাছারিয়া গ্রামের বাসিন্দ ছিলেন বছর চৌত্রিশের আবুল নাসার। তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া পারভিন আধহাঁটা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। দুই ছেলে, মেয়ে এবং বাবা মাকে নিয়ে তাঁর সংসার। উপপ্রধান স্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এলাকায় কাজ করার পাশাপাশি, আবুল জেসিবি মেশিন ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করতেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এলাকার এক বন্ধুকে নিয়ে সমুদ্র সৈকত মন্দারমণিতে ব্যবসার ১০ লাখ টাকা আনতে গিয়েছিলেন আবুল। এরপরই গত ২১ ডিসেম্বর সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর আসে আমডাঙার বাড়িতে। মন্দারমণির এক হোটেল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। হোটেল কর্তৃপক্ষের দাবি, দুই মহিলা এবং এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান তৃণমূল নেতা। এই ঘটনায় পুলিশ তৃণমূল নেতার বান্ধবীকে আটক করে।

সংসদ ভবনের সামনে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের, কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ বুধবার দুপুরে দিল্লির সংসদ ভবনের সামনে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক যুবক। ওই যুবকের শরীরের অনেকটা অংশ পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে দ্রুত রামমোহন লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কী কারণে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন যুবক তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। খবর পাওয়ার পরেই ঘটনাস্থলে পৌছায় পুলিশ। যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি ঘটনাস্থল ঘিরে তদন্ত শুরু হয়েছে। যেখানে গায়ে আগুন দেন যুবক, সেখানে থেকে পেট্রল উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরেনসিক দল। এই ঘটনা কি নিছক আত্মহত্যার চেষ্টা নাকি নাশকতার ছক ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। একটি সূত্রে দাবি, যুবকের নাম জিতেন্দ্র। ছাব্বিশ বছর বয়স। তিনি উত্তরপ্রদেশের বাগপতের বাসিন্দা। ঘটনাস্থল থেকে দুপাতার একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। যদিও সেই নোটের অর্ধেক পুড়ে গিয়েছে। বাকি অংশে পুলিশের বিরুদ্ধে মুর্দাবাদ লেখা আছে।

সন্দেহভাজনদের ল্যাপটপ, মোবাইল থেকে তথ্য কপি নয়', ইডিকে কড়ি নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেল তদন্তকারী সংস্থা ইডি। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট চাইলেই কোনও সন্দেহভাজনের ল্যাপটপ বা মোবাইল থেকে কোনও তথ্য কপি করতে পারবে না। বা অনুমতি ছাড়া কোনও তথ্য ব্যবহার করতে পারবে না। সাফ জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালতে ইডির তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে মামলা করেছিলেন লটারি কিং স্যান্টিয়াগো মার্টিন্স। তাঁর দাবি ছিল, তদন্তকারী সংস্থা তাঁর এবং তাঁর সংস্থার একাধিক বৈদ্যুতিক গ্যাজেট বাজেয়াপ্ত করেছে। এবং সেই ল্যাপটপ এবং মোবাইলগুলি থেকে তথ্য কপি করা হচ্ছে। স্যান্টিয়াগো মার্টিন্সের দাবি, যেভাবে ইডি তাঁর ল্যাপটপ বা মোবাইলের তথ্য কপি করছে, সেটা নাগরিক হিসাবে তাঁর গোপনীয়তার অধিকারে হস্তক্ষেপ। 'লাটারি কিং' তাঁর সাংবিধানিক এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার আর্জি জানান সুপ্রিম কোর্টে। 'লটারি কিং'য়ের সেই আর্জি মেনে নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, ইডি বাজেয়াপ্ত করা কোনও ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের তথ্য বা নথি কপি করতে পারবে না। এমনকী, অনুমতি ছাড়া ল্যাপটপ বা মোবাইলে থাকা তথ্য প্রকাশও বা ব্যবহার করতে পারবে না। যা যে কোনও আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত মামলার তদন্তের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে মোদি সরকারের আমলে ইডির সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ইডির তদন্ত অদ্ভুতভাবে গতি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, স্রেফ সন্দেহের বশে বিরোধী নেতাদের বা সংবাদমাধ্যমের বা ব্যবসায়ীদের ল্যাপটপ বা মোবাইল বাজেয়াপ্ত করার প্রবণতাও লক্ষনীয়। এবার থেকে ইডি সেই গ্যাজেটগুলি থেকে কোনও নথি নকল করতে পারবে না।

ভোট নয়, হাসিনার 'বিচারই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ইউনুস সরকারের!

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ পাঁচ মাস পেরিয়ে গেল। কিন্তু এখনও বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানাতে পারেনি মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। কখনও ২০২৫, কখনও আবার ২০২৬-এ ভোট হওয়ার কথা বার বার উঠে আসছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টা ইউনুসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানালেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তই অন্তর্বর্তী সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ফলে প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচন নয়, মুজিবকন্যাকে 'বিচার' দেওয়াই কি সব থেকে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ইউনুস সরকারের কাছে? শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ২১ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আটটি প্রকল্পে দুর্নীতির তথ্য চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে চিঠিও পাঠিয়েছে দুদক। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এটাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। হাসিনা একটা চোরতন্ত্র এখানে জারি করেছিলেন। এই চোরতন্ত্রে কারা কারা তাঁর সঙ্গে মহাচুরিতে জড়িত ছিলেন, এটা বাংলাদেশের মানুষ জানতে চান। এটা জানানো সরকারের একটা নৈতিক দায়িত্ব। উনি কী পরিমাণ চুরি করেছেন, সেটা অবশ্যই জানানো হবে। সরকারও এটার তদন্ত করছে। এছাড়া শেখ হাসিনার অপরাধগুলো ভয়াবহ বলে অভিযোগ করেছেন ইউনুসের প্রেস সচিব। এদিন তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে যে ধরনের অপরাধগুলো হয়েছে বাংলাদেশে, সেটা তো চিন্তা করা যায় না। প্রায় সাড়ে তিন হাজার গুমের ঘটনা হয়েছে। বিচারবহির্ভূত খুন হয়েছে কয়েক হাজার। জুলাই-আগস্টে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ১৫০০। তারপর শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যুর পরও ব। একটা হত্যাকাণ্ড হয়েছে। বিএনপির ৫০

থেকে ৬০ লক্ষ লোকের বিরুদ্ধে হিংসার মামলা হয়েছে। প্রায় সব মামলাই ভুয়ো। মামলা দেওয়া মানে তাঁদের অধিকার কেড়ে নেওয়া। দেখা গিয়েছে, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা বিসিএস পরীক্ষা দিতে পারছেন না। হাসিনার আমলে ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, যা আঁতকে ওঠার মতো। উল্লেখ্য, গত ৫ আগস্ট গণ অভ্যুত্থানে দেশ ছাড়া হন শেখ হাসিনা। তিনি দেশ ছাড়ার পর ৮ আগস্ট মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে শপথ নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। তার পর থেকেই দ্রুত সাধারণ নির্বাচনের দাবি তুলছিল বিএনপি, জাতীয় পার্টির মতো একাধিক দল। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ভোটপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক সরকার গঠনের দাবি সরব হয় ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামি লিগও। কিন্তু নির্বাচনের থেকে রাষ্ট্র সংস্কারের উপরেই বেশি জোর দিচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস। তবে সেই সংস্কার কবে শেষ হবে তার কোনও সুস্পষ্ট সময় জানাতে পারেনি তিনি। এদিকে, ইউনুসের শাসনকালে অশান্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। চরমে হিন্দু নির্যাতন। হামলা হচ্ছে মন্দিরেও। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র নির্বাচিত সরকারই শান্তি ফেরাতে পারে বলে মনে করছে সবমহল। ইউনুস ভোট প্রক্রিয়া বিলম্বিত করতে চাইছেন বলেও অভিযোগ উঠছে।

বড়দিনে আনন্দ-উৎসবে মেতেছেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা, মধ্যরাতে গির্জায় প্রার্থনা

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ বুধবার বড়দিন, যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে দেশ-বিদেশের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি আপামর জনগণ মেতে উঠেছেন আনন্দ-উৎসবে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে গির্জায় গির্জায় ঘণ্টা ধ্বনি, ক্যারল ও বিশেষ প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় বিশেষ উৎসবের। জিংগল বেল আলোকমালায় সুসজ্জিত গির্জাগুলির পাশাপাশি বাড়ি-ঘর, রাস্তা ঘাটও শপিং মলগুলিও সাজিয়ে তোলা হয়েছে ক্রিসমাস ট্রি, বেলস, স্টার দিয়ে। বড়দিন উপলক্ষে চলেছে উপহারের আদান প্রদানও। পোপ ফ্রান্সিস, সেন্ট পিটারসন ব্যাসিলিকায় ২০২৫-এর পবিত্র বর্ষের সূচনা করেন। যিশুর জন্মস্থান বেথলেহেমে অবশ্য গাজায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বড়দিনের উৎসব কিছুটা ম্লান।

জন্মবার্ষিকীতে বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ, সুশাসন দিবস হিসেবে পালিত দিনটি

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর বুধবার জন্ম শতবর্ষ। এই দিনটি সুশাসন দিবস হিসাবেও পালিত হচ্ছে। এদিন সকালে জাতীয় রাজধানীতে বাজপেয়ীর সমাধি ক্ষেত্র সদৈভ অটল-এ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ।জন্মবার্ষিকীতে বুধবার বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। ভারতরত্ন বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিলা, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ প্রমুখ।

ঠান্ডায় কাঁবু দিল্লি, কুয়াশা ও দূষণে দুর্বিষহ অবস্থা রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বরঃ হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি। শীতের দাপটে রীতিমতো জবুথবু অবস্থা রাজধানীজুড়ে। একইসঙ্গে ঘন কুয়াশা ও দূষণে দুর্বিষহ পরিস্থিতি রাজধানীতে। বুধবার সকালে দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে ৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।শীত থেকে রেহাই পেতে বহু মানুষকে এদিন সকালে আগুনের তাপ নিতে দেখা যায়। গৃহহীনদের জন্য থাকারও ব্যবস্থা করা হয়েছে দিল্লিতে। এই শীতের মধ্যেই দূষণের কারণে যথেষ্ট অস্বস্তিতে দিল্লীবাসী।

শ্রীনগর কাঁপছে মাইনাস ৭.৩ ডিগ্রিতে

শ্রীনগর, ২৫ ডিসেম্বর ঃ শীতের দাপট ক্রমেই বাড়ছে কাশ্মীরে, কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে ভূস্বর্গের প্রায় সর্বত্রই। ঠান্ডা এতটাই বেশি যে, জল জমে বরফে পরিণত হয়েছে। ঠান্ডায় জমে গিয়েছে শ্রীনগরের ডাল লেক। বুধবার সকালে দেখা যায়, ডাল লেকের জলের ওপর বরফের আস্তরণ পড়ে গিয়েছে। শ্রীনগরের তাপমাত্রা এখনও হিমাঙ্কের অনেক নীচেই রয়েছে। বুধবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শৈত্যপ্রবাহে কাঁবু গুলমার্গ, পহেলগাম, সোনমার্গ-সহ কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্ত।

মহিলা সম্মান ও সঞ্জীবনী যোজনায় বিজেপি বিরক্ত, নোটিশ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া কেজরির

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ মহিলা ও শিশুকল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে নোটিশ প্রসঙ্গে বিজেপির সমালোচনা করলেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার এক্স মাধ্যমে কেজরিওয়াল লিখেছেন, মহিলা সম্মান ও সঞ্জীবনী যোজনায় বিজেপি বিরক্ত। আগামী কিছু দিনের মধ্যে ভুয়ো মামলা করে অতিশীজিকে গ্রেফতার করা তাঁদের পরিকল্পনা।উল্লেখ্য, মহিলাদের জন্য মাসে ২১০০ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে এএপি, এছাড়াও প্রবীণদের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে সঞ্জীবনী যোজনা। অথচ, দিল্লি সরকারের মহিলা ও শিশু কল্যাণ দফতর জনিয়েছে, মিডিয়া রিপোর্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে তাঁরা জানতে পেরেছে, একটি রাজনৈতিক দল 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনা'-এর অধীনে দিল্লির মহিলাদের প্রতি মাসে ২১০০ টাকা দেওয়ার দাবি করছে। এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে দিল্লি সরকার এই ধরনের কোনও প্রকল্পকে অবহিত করেনি, মহিলা ও শিশু কল্যাণ বিভাগ এদিন জাতীয় সংবাদপত্রে জারি করা পাবলিক নোটিশে এমনটাই জানিয়েছে।

ফিরে দেখা ২০২৪ ঃজাতীয় স্তরে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ দেখতে দেখতে আরও একটি বছর শেষ হতে চলল, থেকে গেল বহু স্মৃতি। কিছু স্মৃতি ও প্রাপ্তি এমনও থাকে যে কারণে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকে কোনও একটি বছর। ২০২৪ সাল শেষ হতে আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি, তারপরই ২০২৫ সালকে নতুন করে বরণ করে নেবে ভারত তথা গোটা বিশ্ব। তার আগে ফিরে দেখে যাক ২০২৪ সালে কী কী ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী।প্রতিটি মাস অনুযায়ী জাতীয় স্তরে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী জানুয়ারি১ জানুয়ারি - মহাকাশে এক্স-রে উৎসের মেরুকরণ অধ্যয়নের জন্য ইসরোর প্রথম এক্স-রে পোলারিমিটার স্যাটেলাইট এক্সপোস্যাট সফলভাবে উৎক্ষেপণ। নতুন বছরের সূচনাতেই মহাকাশ গবেষণায় সাফল্যের মুখ দেখে ভারত। সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে দেশের প্রথম এক্স-রে পোলারিমিটার স্যাটেলাইট সফলভাবে পাড়ি দেয় মহাকাশে।২ জানুয়ারি - ভারতীয় ট্রাক চালকদের বিক্ষোভঃ হিট-এন্ড-রানের মামলা মোকাবিলার নতুন প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ট্রাকচালকদের দ্বারা বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।৩ জানুয়ারি - উত্তর প্রদেশের জৌনপুরের একটি আদালত ২০০৫ সালের জৌনপুর ট্রেন বোমা হামলায় ১৪ জনের মৃত্যুতে দুই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয।অসমের গোলাঘাট জেলায় ৪৫ জন যাত্রী বহনকারী একটি বাস একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ১২ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হন।১২ জানুয়ারি - প্রধানমন্ত্রী মোদী মুম্বই ট্রান্স হারবার লিঙ্ক উদ্বোধন করেন, ভারতের দীর্ঘতম সেতু যা মুম্বইকে নভি মুম্বইয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে।১৪ জানুয়ারি - রাহুল গান্ধী মণিপুরের ইম্ফল থেকে তার ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করেন।২২ জানুয়ারি - রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঃউত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।২৫ জানুয়ারি - ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ভারতে তাঁর দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরের অংশ হিসাবে জয়পুরে আসেন এবং যন্তর মন্তর থেকে সাঙ্গানারী গেট পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে একটি যৌথ রোড শো করেন।২৬ জানুয়ারি - ভারতের ৭৫তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপিত হয়, ফরাসি রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁ প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।২৮ জানুয়ারি - ২০২৪ বিহারের রাজনৈতিক সংকট ঃবিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার পদত্যাগ করেন, ইন্ডি জোটের জোটের অবসান ঘটান এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে যোগ দিয়ে নবমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।৩০ জানুয়ারি - ছত্তিশগড়ের তেকালগুদেম গ্রামের কাছে নকশাল হামলায় তিনজন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) নিহত হন এবং ১৪ জন আহত হয়।৩১ জানুয়ারি - ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) একটি জমি কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত একটি অর্থ তছরুপ মামলায় গ্রেফতার করে।ফেব্রুয়ারি২ ফেব্রুয়ারি - হেমন্ত সোরেনের গ্রেফতারের পর চম্পাই সোরেন ঝাড়খন্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।৬ ফেব্রুয়ারি - মধ্যপ্রদেশের হার্দায় একটি আতশবাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১১ জন প্রাণ হারান। ১০০ জনেরও বেশি আহত এবং ৬০টি আশেপাশের বাড়িগুলি পুড়ে যায়।জাতীয় নির্বাচন কমিশন অজিত পওয়ারের দলকে এনসিপি হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং শরদ পওয়ারের শিবিরকে একটি নতুন নাম তৈরির নির্দেশ দেয়।৭ ফেব্রুয়ারি - উত্তরাখন্ড বিধানসভা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) বিল ২০২৪ পাশ করে, যার ফলে উত্তরাখন্ড ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে ইউসিসি পাশ করে।৮ ফেব্রুয়ারি - ২০২৪ হলদওয়ানি হিংসাঃআদালতের নির্দেশের পর একটি বেআইনি মাদ্রাসা ধ্বংস করার পরে উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানিতে হিংসা এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে চারজন নিহত এবং ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়, স্কুলও বন্ধ থাকে। অনেক দিন উত্তেজনাপ্রবণ পরিস্থিতি থাকে।১২ ফেব্রুয়ারি - কাতারে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে প্রাথমিকভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পর মুক্তিপ্রাপ্ত আট ভারতীয় নৌসেনার মধ্যে সাতজন ভারতে পৌঁছন।ভারতীয় কৃষকদের প্রতিবাদ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এবং কৃষি ঋণ মকুবের দাবিতে পঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকদের দ্বিতীয় দফা বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধ শুরু হয়।১৫ ফেব্রুয়ারি - নির্বাচনী বন্ড নিয়ে যুগান্তকারী রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাচনী বন্ডকে সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাংবিধানিক, স্বেচ্ছাচারী এবং তথ্যের অধিকার লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করে।দিল্লির আলিপুরে একটি রঙের কারখানায় আগুন লাগে, অগ্নিকাণ্ডে ১১ জন মারা যান এবং ৪ জন আহত হন।১৭ ফেব্রুয়ারি - ইসরো ইনস্যাট-৩ডিএস আবহাওয়া উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে।২০২৪ বিরুধুনগর বিস্ফোরণঃতামিলনাড়ুর বিরুধুনগর জেলায় একটি আতশবাজি কারখানা বিস্ফোরণে ১০ জন নিহত এবং সাতজন আহত হন।২৩ ফেব্রুয়ারি - কৃষকদের প্রতিবাদঃচলমান বিক্ষোভের মধ্যে একজন কৃষক মারা যান, মৃতের সংখ্যা পাঁচ।২৪ ফেব্রুয়ারি - উত্তর প্রদেশের কাসগঞ্জ জেলায় হিন্দু পুণ্যার্থী বোঝাই একটি ট্রাক্টর উল্টে এবং একটি পুকুরে পড়ে ২৩ জন মারা যান। ৯ জন আহত হন এই দুর্ঘটনায়।২৫ ফেব্রুয়ারি - প্রাক্তন বিধায়ক এবং তকালীন আইএনএলডি রাজ্য সভাপতি নাফে সিং রাঠীকে হরিয়ানার ঝাজ্জার জেলার বাহাদুরগড়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।২৭ ফেব্রুয়ারি - রাজ্যসভা নির্বাচনঃরাজ্যসভার ২৪৫ সদস্যের মধ্যে ৬৫ জনকে নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।মার্চ ঃ১ মার্চ - বেঙ্গালুরু ক্যাফে বোমা বিস্ফোরণঃবেঙ্গালুরুতে একটি ক্যাফেতে একটি ইম্প্রোভাইজড বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণের পরে কমপক্ষে আটজন আহত হয়। এই ঘটনা অনেক দিন ধরেই আলোচিত হয়েছিল।৯ মার্চ - নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েল সাধারণ নির্বাচনের আগে পদত্যাগ করেন।১১ মার্চ - ভারত সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাস্তবায়নের ঘোষণা করে। এর ফলে ভারতের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ধর্মের (হিন্দু, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং পার্সি-সহ) ভিত্তিতে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়।১৪ মার্চ - নির্বাচন কমিশন স্টেট ব্যাঙ্কের জমা দেওয়া নির্বাচনী বন্ডের তথ্য প্রকাশ করে।১৬ মার্চ - মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার লোকসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।২১ মার্চ - অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারঃদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লি আবগারি নীতি মামলার সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দ্বারা গ্রেফতার হন।২৬ মার্চ -সোনম ওয়াংচুক লাদাখকে রাজ্যের দাবিতে তার ২১ দিনের অনশন শেষ করেছেন।এপ্রিল৩ এপ্রিল - ঔরঙ্গাবাদে একটি দর্জির দোকানে আগুনে দুই শিশু-সহ সাতজন নিহত হয়।১৪ এপ্রিল - বিজেপি ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের জন্য 'সংকল্প পত্র' নামে দলের ইস্তেহার প্রকাশ করে।১৬ এপ্রিল - শ্রীনগরের ঝিলম নদীতে একটি নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত ৬ জন নিহত এবং তিনজন নিখোঁজ হন।২০২৪ কাঙ্কের সংঘর্ষঃ ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলায় পুলিশ অভিযানের সময় ২৯ জন নকশাল নিহত এবং নিরাপত্তা বাহিনীর তিন সদস্য আহত হয়।১৯ এপ্রিল - ২০২৪ অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৪ সিকিম বিধানসভা নির্বাচন২৯ এপ্রিল - ভারতে তাপের দাপট ঃ ভারত জুড়ে তাপপ্রবাহের কারণে দক্ষিণ ভারতে আরও দু'জনের মৃত্যু হয়।মেঃ১ মে - বোমার হুমকি ঃদিল্লির প্রায় ১৫০টি স্কুল বোমার হুমকি পেয়েছিল, যা জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।১০ মে - সুপ্রিম কোর্ট অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দিল্লির আবগারি নীতি মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেয়, তাকে লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়।ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তা বাহিনী ১২ জন মাওবাদীকে হত্যা করেছে।১৩ মে - ১ জুন - ২০২৪ ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনঃমুম্বই হোর্ডিং ভেঙে বিপত্তিঃ মুম্বাইয়ের ঘাটকোপার শহরতলিতে একটি অবৈধ হোর্ডিং একটি গ্যাস স্টেশনে ধসে পরে ১৭ জন নিহত এবং ৭৪ জন আহত হন।২০২৪ অন্ধ্র প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন।১৯ মে - পুনে পোর্শে গাড়ি দুর্ঘটনায় দুই আইটি পেশাদারের মৃত্যুর পর বিতর্ক শুরু হয়।২১ মে - হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুর পর ভারত সরকার দেশে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করে।২৩ মে - থানে বিস্ফোরণঃ ডোম্বিভলিতে একটি রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরিত বয়লারের কারণে আগুন লেগে কমপক্ষে ৯ জন নিহত এবং ৬৪ জন আহত হয়।২৫ মে - রাজকোট গেমিং জোন আগুনঃগুজরাটের রাজকোটে একটি গেমিং জোনে আগুনে নয় শিশুসহ অন্তত ৩৩ জন নিহত হয়।পূর্ব দিল্লির শাহদারায় একটি হাসপাতালে শিশুর পরিচর্যা কেন্দ্রে আগুনে অন্তত সাত শিশুর মৃত্যু হয়।৩০ মে - পুণ্যার্থীদের একটি বাস জম্মু ও কাশ্মীরে একটি খাদে পরে যায়, ২১ জন মারা যান এবং ৩৫ জন আহত হন।৩১ মে - প্রজ্জ্বল রেভান্না, জনতা দল (সেকুলার) প্রতিনিধিত্বকারী কর্ণাটকের সাংসদ যৌন নিপীড়নের অভিযোগে বেঙ্গালুরুতে গ্রেফতার হন।জুনঃ৪ জুন - লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রে সরকার গঠন করে এনডিএ জোট।২০২৪ নিট বিতর্কঃ নিট পরীক্ষায় অস্বাভাবিক ফলাফল এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ সহ অসঙ্গতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৭ তম লোকসভা ভেঙে দেন।৬ জুন - উত্তরাখণ্ড তুষারধস বিপর্যয়ঃ উত্তরাখণ্ডে তুষারধসে কর্ণাটকের ৯ জন ট্রেকার মারা যান।৯ জুন - রিয়াসি সন্ত্রাসী হামলাঃজম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি কাছে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিরা পুণ্যার্থীদের বাসে হামলা চালায়, বাসে হামলার পর ৯ জন নিহত এবং ৩৩ জন আহত হন।নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয় মেয়াদে শপথ গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরাও শপথ নেন।১১ জুন - কন্নড় সিনেমার অভিনেতা দর্শনকে একটি হত্যা মামলায় কর্ণাটক পুলিশ গ্রেফতার করে।১৪ জুন - উত্তর-পূর্ব ভারতে বিপর্যয়ঃ ভারী বর্ষণ এবং ভূমিধসে সিকিম জুড়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়।১৭ জুন- পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের সঙ্গে একটি মালগাড়ির সংঘর্ষে ১৫ জন নিহত এবং ৬০ জন আহত হন।২২ জুন - সুবোধ কুমার সিংকে নিট বিতর্কের কারণে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির মহাপরিচালক পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়।২৭ জুন - রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৮তম লোকসভার সূচনা করেন।২৮ জুন - ভারী বৃষ্টির মধ্যে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এর ছাদ ধসে একজনের মৃত্যু হয়।২৯ জুন - বিরুধুনগর বিস্ফোরণঃ তামিলনাড়ুর বিরুধুনগর জেলায় একটি আতসবাজির কারখানায় বিস্ফোরণ, ৬ জন নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন। জুলাইঃ১ জুলাই - ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং ২০২৩ সালে পাস করা অন্যান্য দুটি আইন দেশের ফৌজদারি কোড হিসাবে কার্যকর হয়, ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং ঔপনিবেশিক যুগে প্রণীত সম্পর্কিত আইনগুলি প্রতিস্থাপন করে।২ জুলাই - উত্তর প্রদেশে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানিঃউত্তর প্রদেশের হাথরাস জেলার সিকান্দ্রা রাউ এলাকার মধ্যে রতি ভানপুর গ্রামে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে ১২৩ জন মারা যান।২-৩ জুলাই - ভারত-বাংলাদেশ বন্যাঃঅসম এবং অরুণাচল প্রদেশে বন্যা ও ভূমিধসের কারণে কমপক্ষে ১৬ জন নিহত হয়েছে এবং আরও বহু গৃহহীন হয়ে পানে।৬ জুলাই - সুরাট বহুতল ভেঙে বিপর্যয়ঃগুজরাটের সুরাটে একটি আবাসিক ভবন ভেঙে কমপক্ষে ৭ জন নিহত এবং ১৫ জনেরও বেশি আহত হন।৭ জুলাই - জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় দু'টি পৃথক এনকাউন্টারে দুই সেনা এবং ছয় জঙ্গি নিহত হয়।৮ জুলাই - জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় জঙ্গিদের অতর্কিত হামলায় পাঁচ সেনা নিহত হয়।১০ জুলাই - উত্তর প্রদেশে একটি দুধের ট্রাকের সঙ্গে একটি ডাবল ডেকার বাসের সংঘর্ষে ১৮ জন নিহত হয়।১৪ জুলাই - ইসরো সফলভাবে চন্দ্রযান তিন উৎক্ষেপণ করে।উত্তরপ্রদেশের গোন্ডায় ডিব্রুগড়-চন্ডিগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের বারোটি বগি লাইনচ্যুত হয়, যার ফলে কমপক্ষে চারজন নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়।ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় মাওবাদীদের হামলায় দুই জওয়ান নিহত ও চারজন আহত হন।৩০ জুলাইঃওয়ানাড ভূমিধস - কেরলের ওয়ানাড জেলায় ভূমিধসের ফলে কমপক্ষে ২৩১ জন নিহত, ৩৯৭ জন আহত এবং ১১৮ জন নিখোঁজ।ঝাড়খণ্ডের বারাবাম্বুর কাছে একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়, এতে দুইজন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছে।আগস্টঃ১ আগস্ট - দিল্লি এবং উত্তর ভারতে প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় ১১ জন নিহত হন এবং হিমালয় ও এর আশেপাশে ২৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ হন।৯ আগস্ট - কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দেশজুড়ে ক্ষোভের জন্ম নেয়।১২ আগস্ট - বিহারের জেহানাবাদ জেলার বাবা সিদ্ধনাথ মন্দিরে একটি ফুল বিক্রেতা এবং হিন্দু উপাসকদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে পদপিষ্ট হয়ে সাতজন নিহত এবং ১০ জন আহত হন।২১ আগস্ট - অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকাপল্লি জেলায় একটি ওষুধ কারখানায় বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১৮ জন নিহত এবং ৩৭ জন আহত হন।২৯ আগস্ট - গুজরাটে বন্যা সংক্রান্ত কারণে ২৮ জন মারা যান।সেপ্টেম্বরঃ৭ সেপ্টেম্বর - মণিপুরের জিরিবাম জেলায় কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত পাঁচজন নিহত হন।লখনউতে একটি বাড়ি ভেঙে অন্তত আটজন নিহত হন।১০ সেপ্টেম্বর - জাতিগত হিংসার কারণে মণিপুরে পাঁচ দিনের কারফিউ এবং ইন্টারনেটে ব্ল্যাকআউট আরোপ করা হয়।১৩ সেপ্টেম্বর - জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ারে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই সেনা নিহত হয়।১৫ সেপ্টেম্বর - অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পদত্যাগের ঘোষণা করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন অতিশী মারলেনা।১৮ সেপ্টেম্বর-৬ অক্টোবর - জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনঃকংগ্রেস এবং জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সের মধ্যে জোট ৯০টি আসনের মধ্যে ৪৮টিতে জয়লাভ করে।১৯ সেপ্টেম্বর - তিরুপতি মন্দিরে লাড্ডু বিতর্ক।অক্টোবরঃ৫ অক্টোবর - মাওবাদীদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর অভিযান ঃ ছত্তিশগড়ের আবুঝমারহ বনাঞ্চলে জেলা রিজার্ভ গার্ড এবং বিশেষ টাস্ক ফোর্স-এর অভিযানে ৩৬ জনেরও বেশি মাওবাদী নিহত হয়।২০২৪ হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনঃবিজেপি রেকর্ড তৃতীয় মেয়াদে রাজ্য বিধানসভার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে, ৯০টির মধ্যে ৪৮টি আসন জিতেছে।১২ অক্টোবর - মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্য মন্ত্রী বাবা সিদ্দিককে মুম্বইতে গুলি করে হত্যা করা হয়।১৮ অক্টোবর - জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সন্দেহভাজন জঙ্গিদের হাতে বিহারের একজন পরিযায়ী শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়।২০ অক্টোবর - জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিদের হামলায় একটি টানেল প্রকল্পের সাতজন শ্রমিক নিহত হন।২৫ অক্টোবর - ঘূর্ণিঝড় দানা ওড়িশায় আছড়ে পড়ে।২৭ অক্টোবর - মুম্বইয়ের বান্দ্রা টার্মিনাস রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে। তাতে অনেকে আহত হন।২৮ অক্টোবর - এয়ারবাস এবং টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমের মধ্যে যৌথ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ভাদোদরায়

বড়দিনের শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি, সমাজে ঐক্যের চেতনাকে জাগ্রত করার আহ্বান

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ সমগ্র দেশবাসীকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বিশেষ এই দিনে সাম্যের প্রচার এবং সমাজে ঐক্যের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুভেচ্ছা-বার্তায় জানিয়েছেন, সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা! এই বিশেষ দিনটি আমাদের যীশু খ্রীষ্টের প্রেম, দয়া এবং সমবেদনার নিরন্তর শিক্ষার কথা মনে করিয়ে দেয়। এই আনন্দের উপলক্ষ্যে, আসুন আমরা সুখ ছড়িয়ে দিতে, সাম্যের প্রচার করতে এবং সমাজে ঐক্যের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হই।

ভারতীয় অর্থনীতিকে মজবুত করার ক্ষেত্রে অটলজির অবদান অনস্বীকার্যঃরাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃজন্মবার্ষিকীতে ভারতরত্ন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, অটল জির জন্মশতবার্ষিকী সমগ্র দেশে পালিত হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, অটল জি ভারতীয় রাজনীতির একজন মহান চিন্তাবিদ এবং ভারত মাতার একজন সত্যিকারের সন্তান ছিলেন, যিনি নিজের সমগ্র জীবন, প্রতিপত্তি, সেবা এবং উৎসর্গ করেছিলেন।রাজনাথ আরও বলেছেন, অটলজি শুধু নিজের দলেরই নয়, অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও সম্মান পেয়েছেন। তার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, তার সাথে দীর্ঘদিন কাজ করার সুযোগও পেয়েছি। রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, তিনি ভারতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সবাই জানেন, সেই সময়ে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৮ শতাংশের বেশি। আমি মনে করি এটি একটি খুব বড় অর্জন ছিল।

কুয়াশায় আচ্ছন্ন দিল্লি, দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় দেরিতে চলল ২০টি ট্রেন

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ প্রবল শীতের মধ্যেই ঘন কুয়াশার জনজীবন বিপর্যস্ত রাজধানী দিল্লিতে। বুধবার বড়দিনের সকালে জমজমাট ঠান্ডা ছিল রাজধানী দিল্লিতে। সেই সঙ্গে ছিল কুয়াশা ও দূষণ। কুয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে, দিল্লিগামী ২০টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করছে।দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দিল্লিগামী ২০টি ট্রেন এদিন সকালে দেরিতে চলাচল করেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে দুরন্ত এক্সপ্রেস, ভোপাল এক্সপ্রেস, গোয়া এক্সপ্রেস প্রভৃতি।

কেজরিওয়াল ও এএপি নেতারা দিল্লির জনগণের সঙ্গে লাগাতার মিথ্যে বলছেনঃহর্ষ মালহোত্রা

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তাঁর দল আম আদমি পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হর্ষ মালহোত্রা। তাঁর কথায়, কেজরিওয়াল ও এএপি নেতারা দিল্লির জনগণের সঙ্গে লাগাতার মিথ্যে বলছেন। হর্ষ বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং এএপি নেতারা দিল্লির জনগণের সামনে ক্রমাগত মিথ্যাচার করে চলেছেন। তারা ২০১৫ সালে ৫০০ স্কুলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু খোলেনি। ২০টি হাসপাতাল এবং ২০টি কলেজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেটিও মিথ্যা প্রমাণিত হযেছে।হর্ষ মালহোত্রা আরও বলেছেন, জনগণ আবারও প্রতারিত হচ্ছে...সবকিছু অনলাইন হয়ে গেছে। যদি তাদের এটি করতেই হয়, তাদের উচিত দিল্লি সরকারের ওয়েবসাইটে স্কিম সম্পর্কে অবহিত করা এবং লোকেদের অনলাইনে ফর্মগুলি পূরণ করতে বাধ্য করা।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে,অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির জনতার সঙ্গে লাগাতার প্রতারণা করছেন, কটাক্ষ করলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। দিল্লির মহিলাদের জন্য এএপি-এর প্রস্তাবিত ২১০০ টাকা মাসিক ভাতা প্রকল্পের বিষয়ে বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, দিল্লির জনগণ এই খবরে হতবাক যে, দিল্লি সরকারের বিভাগই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করছে, এটি প্রতারণা এবং দিল্লির জনগণকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অতিশী কেন নীরব, তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী।

সুশাসন বিজেপির পরিচয়, খাজুরাহে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও সূচনায় বার্তা মোদীর

খাজুরাহ, ২৫ ডিসেম্বর ঃপ্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বুধবার মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন-বেতওয়া নদীর সংযোগকারী জাতীয় প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। এটি দেশের প্রথম দুই নদীর সংযোগকারী প্রকল্প। মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলার লক্ষাধিক কৃষক পরিবার এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের সুবিধা পাবেন। ওই অঞ্চলে পানীয় জলের সুবিধাও এই প্রকল্পের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হবে। অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মশতবর্ষের স্মরণে প্রধানমন্ত্রী ডাক টিকিট এবং মুদ্রা প্রকাশ করেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিনের অনুষ্ঠানে বলেছেন, মধ্যপ্রদেশে গত এক বছরে উন্নযনে নতুন গতি এসেছে। আজ কোটি কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হযেছে। কেন-বেতওয়া নদী সংযোগ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও এখানে স্থাপন করা হয়েছে। আমি এই প্রকল্পগুলির জন্য রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানাতে চাই। ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। এটা সুশাসনের উৎসবও...সুশাসন হল বিজেপির পরিচয়।

'অপারেশন প্রঘাত', অসমে এসটিএফ-এর হাতে ধৃত আনসারউল্লা বাংলা টিম-এর আরও দুই সদস্য, উদ্ধার অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ

গুয়াহাটি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ' অপারেশন প্রঘাত' শীর্ষক অভিযান চালিয়ে আনসারউল্লা বাংলা টিম-এর আরও দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। এর সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ।গত (মঙ্গলবার) রাতে কোকরাঝাড় জেলা পুলিশের সহায়তায় কোকরাঝাড় জেলায় পৃথক দুই অভিযানে ' গ্লোবাল টেররিস্ট অর্গানাইজেশন' (ডিটিও)-এর দুই জিহাদিমৌলবাদীকে গ্রেফতার করে বড়সড় সম্ভাব্য নাশকতার পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে এসটিএফ। কোকরাঝাড় সদর থানাধীন জয়পুর এলাকার নামাপাড়ায় অভিযান চালিয়ে জনৈক মুর্তাজ আলির বছর ৩০-এর ছেলে জিহাদি আবদুল জাহের শেখকে গ্রেফতার করা হয়েছে।এর পর কোকরাঝাড় জেলারই অন্তর্গত শেরফাংগুড়ি থানাধীন কাচিপাড়া বাজারে জনৈক ওসমান আলির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে রামফিল বাজারের বাসিন্দা জনৈক বাসিত মির্ধার ছেলে সাব্বির মির্ধাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।উভয়ের হেফাজত থেকে এসটিএফ বিপুল পরিমাণের অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবরুদ সহ বহু নথিপত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

''ভারতে শিক্ষার পথিকৃৎ ছিলেন'', পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যকে শ্রদ্ধা নরেন্দ্র মোদীর

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।বুধবার প্রধানমন্ত্রী ভিডিয়ো-সহ এক্সবার্তায় লিখেছেন, মহামনা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যজিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে অনেক শ্রদ্ধা জানাই। একজন সক্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী হওয়ার পাশাপাশি তিনি সারা জীবন ভারতে শিক্ষার পথিকৃ ছিলেন। দেশের জন্য তাঁর অতুলনীয় অবদান সবসময় অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।প্রসঙ্গত, মদন মোহন মালব্য (২৫ ডিসেম্বর ১৮৬১ - ১২ নভেম্বর ১৯৪৬) কট্টর জাতীয়তাবাদী, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, আইনজীবী, রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষাবিদ এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পণ্ডিত মহামনা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য জাতির ইতিহাসে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এক অনন্য সমন্বয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

আবহাওয়া

বড়দিনেও জমজমাট শীত উপভোগ করতে পারল না মহানগরী। তাপমাত্রা এদিনও স্বাভাবিকের ওপরেই। উত্তুরে হাওয়া বাধা পাচ্ছে বলে ডিসেম্বরেও জাঁকিয়ে পড়ছে না শীত। ।বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৭ ডিগ্রি বেশি। আগামী সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। তবে কিছু জেলা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ কুয়াশাচ্ছন্ন থাকতে পারে। তবে, সতর্কতার মতো পরিস্থিতি নেই। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৬ মিনিট। ভাটা- সকাল ৯ টা৫৬মনিট এবং রাত ১ টা ৫৬মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৭মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫২মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৯ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১০ পৌষ, চান্দ্রঃ ২৫ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ১০ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৪ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৫ পোইনু, আসামঃ৯ পুহ, মুসলিমঃ ২৩-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।বড়দিন । যিশু খ্রীষ্টের জন্মদিবসসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ ৩৮ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫৬ঃ ৩০।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০১ঃ৫৬ঃ ২৫(২৫) এবং অস্তঃদুপুর ০১ঃ১৬ঃ ০৮(২৬)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃদশমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৯ঃ১৭ঃ৪৪ দং ৩৭৩২৩০ পর্যন্তনক্ষত্রঃচিত্রা বিকাল ঘ ০৩ঃ০০ঃ৪৮ দং ২১৫০১০ পর্যন্ত পরে স্বাতীকরণঃবিষ্টি রাত্রিঃ০৯ঃ ১৭ঃ৪৪ দং ৩৭৩২৩০ পর্যন্ত পরে ববযোগঃঅতিগণ্ড রাত্রিঃ০৯ঃ৫৮ঃ ৪৬ দং ৩৯১৫৫ পর্যন্ত পরে সুকর্মাঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ১৬ঃ৪৪ থেকে - ০৬ঃ৫৯ঃ২৩ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪২ঃ০৩ থেকে - ০৮ঃ২৪ঃ৪২ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ৩২ঃ৪০ থেকে - ১২ঃ৪০ঃ৩৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪৯ঃ৫৬ থেকে - ০৬ঃ৪৩ঃ১৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ২৯ঃ৫৭ থেকে - ০৩ঃ৩৬ঃ৪২ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ দিন ০৬ঃ৫৯ঃ২৩ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৩ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ২৩ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৩১ঃ১৬ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ১৫ঃ২০ থেকে - ১১ঃ৫৭ঃ৫৯ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ১৬ঃ৩৯ থেকে - ১১ঃ০৯ঃ৫৯ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১১ঃ৩৬ঃ৩৯ থেকে - ১২ঃ৫৬ঃ৩৮ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৮ঃ৫৬ঃ৪২ থেকে - ১০ঃ১৬ঃ৪০ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০২ঃ৫৬ঃ৪২ থেকে - ০৪ঃ৩৬ঃ৪৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮১০৮২৮ (১৯) ৪ পদচন্দ্রঃ ৬১৩৩৯২৩ (১৫) ৩ পদমঙ্গলঃ৩৯৩২৩১ (৮) ২ পদবুধঃ৭১৬৪৩৫২ (১৮) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২০৪০৩৬ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯২৫৫৯১৪ (২৩) ১ পদশনিঃ১০১৬৪৭৫৪ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯৫৪৪ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯৫৪৪ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৭ঃ৪১ঃ৪৫ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ২৮ঃ৩৯ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১১ঃ০২ঃ ০২ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১২ঃ ৩৩ঃ০৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০২ঃ ১৩ঃ৪০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৪ঃ১২ঃ০২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ২৫ঃ২৩ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৪১ঃ০৫ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১০ঃ৫২ঃ২৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০২ঃ৩৭ পর্যন্ত। তুলা

ভাঙড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মাটি বোঝাই গাড়ি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,ভাঙড়, ২৫ ডিসেম্বরঃ ভাঙড়ে রাজ্য সড়কে রাত নামলেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মাটি বোঝাই ডাম্পার। মাঠির গাড়ির দাপাদাপিতে আতঙ্কের আর এক নাম বাসন্তী রাজ্য সড়ক।মাটি বোঝাই ডাম্পার গাড়ির অবাধ যাতায়াতে মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছে বাসন্তী রাজ্য সড়কের ভোজেরহাট থেকে মিনাখাঁ এলাকা। যে বাসন্তী হাইওয়েতে দূর্ঘটনা প্রায় সময়ই লেগে থাকে। সেই রাজ্য সড়কে মাটির গাড়ির দাপাদাপি নিয়ে সরব হয়েছেন শাসক দলের বিধায়ক সওকাত মোল্লা থেকে বিরোধী দলের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। এ ব্যাপারে বিধায়ক সওকাত মোল্লা বলেন,আমি অবিলম্বে মাটি মাফিয়াকে গ্রেফতার এবং গাড়ি সিজ্ করার জন্য পুলিশকে বলেছি। বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি বিস্ফোরক দাবি করে বলেন, পুলিশের একাংশ কে টাকা দিয়ে এই সমস্ত অবৈধ কাজকর্ম চলছে। ভাঙড়ের বাসন্তী রাজ্য সড়কে

শতাধিক মাটি বোঝাই ডাম্পার চলাচল করছে। সেই মাটি দিয়ে জাতীয় সড়ক লাগোয়া জমি গুলি ভরাট করা হচ্ছে। বিভিন্ন মহলে এর বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিছু প্রভাবশালী বাইরে থেকে এভাবে মাটি বহন করে এনে জমি ভরাট করাচ্ছেন বলেওঅভিযোগ। আর দিনভর মাটি বোঝাই ডাম্পার চলাচল করায় মাটি রাস্তায় ছড়িয়েও পড়ছে। উল্লেখ্য, বাসন্তী রাজ্য সড়কে প্রতিনিয়ত ছোটো বড় দূর্ঘটনা লেগেই আছে। তার উপর মাটির দাপাদাপিতে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। তবে বিষয়টি প্রশাসনের কর্তারা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,ভাঙড় ১ নং ব্লকের জাগুলগাছী অঞ্চলের চন্ডিপুর সহ বেশকিছু এলাকায় কৃষি জমি ও ফিসারি থেকে মাটি কাটা হচ্ছে। সেই মাটি ডাম্পার বোঝাই করে বিভিন্ন এলাকায় পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দারা বলেন, মাটি বোঝাই ডাম্পার বাসন্তীরাজ্য সড়ক ধরে ভাঙড় ১ নং ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে ঢুকছে। প্রশাসন এত ডাম্পার চলাচলের অনুমতি দিয়েছে কিনা, তা তাঁদের অজানা। তবে অতীতে কখনও এভাবে ডাম্পার চলাচল করতে তাঁরা দেখেননি। প্রতিনিয়ত জাতীয় সড়কের ধারে মাটি বোঝাই ডাম্পার পারাপার হচ্ছে। এনিয়ে প্রশাসনের কোনও নজরদারি নেই। খোদ কলকাতা পুলিশ সামনে দিয়েই অবাধেই চলছে মাটির গাড়ি। সম্প্রতি মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য লাগামছাড়া পর্যায় পৌঁছেছে। শুধু রাতের অন্ধকার নয় এখন মাটি কেটে পাচারের কাজ চলছে দিন রাত ২৪ ঘণ্টা ধরে। এ ব্যাপারে স্থানীয় পথচারীরা বলেন, অবৈধভাবে বহু ডাম্পার চলাচল করছে বাসন্তী হাইওয়ে রাস্তার লেদার কমপ্লেক্স থেকে কোন লাইটের ব্যবস্থাও নেই বড় বড় ডাম্পার দাপিয়ে চলে বাসন্তী হাইওয়েতে। বৃষ্টি হলেই পিচ্ছিল কাদার ফলে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়।

ভাঙ্গড় এলাকা কলকাতা পুলিশ আসার পর এই বাসন্তী হাইওয়েতে দুর্ঘটনা ঘটেছে প্রায় ৫০টি মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের। আবারও যদি এই বাসন্তী হাইওয়েতে এই মাটি ভর্তি ডাম্পার চলাচল করে রাস্তাতে মাটি পড়ে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পথচারীরা। যে ডাম্পার গুলি বাসন্তী হাইওয়েতে চলছে বেশ কয়েকটি গাড়ির ইন্সুরেন্স, ফিটনেস, পলিউশন, সবই ফেল কিভাবে চলছে এই গাড়িগুলি বাসন্তী হাইওয়েতে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।এবিষয়ে বিজেপি নেতা অবনি মন্ডল বলেন, রাজ্য সড়কে মাটির গাড়ি চলাচল বিপদজনক, অবিলম্বে এই গাড়ি বন্ধ হওয়া উচিত। আর বারবার দূর্ঘটনা ঘটার পরেও কেন প্রশাসন সজাগ হচ্ছে না কেন তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলি,২৫ ডিসেম্বরঃ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। বেতন না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। যার জেরে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, মঙ্গলবার বেতন মিটিয়ে দেওয়ার কথা বললেও সেই টাকা ঢোকেনি অ্যাকাউন্টে। তাই বড়দিনের দিনই নামলেন ময়দানে। পুরসভার কাছেই পিপুলপাতি পাঁচমাথা মোড়ে ফের অবরোধ শুরু করে তাঁরা। এ দিকে, অস্থায়ী কর্মীরা কাজ শুরু না করার খবর বিধায়ক অসিত মজুমদারের কাছে। তিনি পিপুলপাতিতে পৌঁছন। অস্থায়ী কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর বিধায়ক বলেন, ‘‘ব্যাঙ্কের সার্ভারে সমস্যা থাকায় গতকাল টাকা ঢোকেনি। আজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। এই আশ্বাস মেলার পরই উঠে যায়

বিক্ষোভ। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ দুমাস ধরে টাকা পাননি পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। এরপর বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপধ্যায়। তিন কোটি টাকা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তা দিয়েই চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের দুমাসের বেতন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। একই সঙ্গে এও বলেছিলেন, রাজ্য সরকার এই টাকা অগ্রিম হিসেবে দিয়েছে। পরে তা শোধ করতে হবে।

পাশাপাশি ডিসেম্বর মাসের বেতন দেওয়া হবে জানুয়ারি মাসে। কিন্তু তারপরও বেতন না মেলায় এই ঘটনা।

কচ্ছপ উদ্ধার

বনগাঁ, ২৫ ডিসেম্বরঃ শীত পড়তেই বাজারে রমরমিয়ে বেআইনি ভাবে বিক্রি হচ্ছে কচ্ছপ। বনদপ্তরের কাছে খবর আসতেই অভিযান চালালো বনগাঁ সোশাল ফরেস্ট রেঞ্জ।বুধবার সকালে গাইঘাটার পাঁচপোতা বাজার, বনগাঁ থানার টবাজার এবং বনগাঁ নিউমার্কেট বাজারে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০০ টি জীবিত কচ্ছপ এবং প্রচুর পরিমাণে মৃত কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়। বনদপ্তর সূত্রে খবর বাজারে বসে বিক্রি করার সময় কচ্ছপ গুলিকে উদ্ধার করা হয়।

পাশাপাশি বাজারের বিভিন্ন ঘরে প্রচুর পরিমাণে কচ্ছপ মজুদ রাখার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে বনদপ্তর।ধৃতদের নাম তাপস হালদার বাড়ি বনগাঁ, সুব্রত হালদার বাড়ি বনগাঁ,অঞ্জলি মাঝি গাইঘাটার পাঁচপোতা এলাকার বাসিন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে বনদপ্তরের আধিকারিকরা গাইঘাটার পাঁচপোতা বাজারে অভিযানে চালাতেই বস্তা ভর্তি করে কচ্ছপ লুটিকে ফেলা হয়।

বড়দিনের ছুটিতে ভীড়ের ছবি দেখা গেল বেলুড় মঠেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ বড়দিনের ছুটিতে বুধবার সকাল থেকে ভীড়ের ছবি দেখা গেল বেলুড় মঠেও।

এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই দর্শনার্থী পর্যটকেরা আসেন বেলুড় মঠে। সারাদিন মঠ চত্বরে থাকা এবং দুপুরে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করে ছুটির মেজাজে কাটান সকলে। বেলুড় মঠের তরফ থেকে এদিন মঠ চত্বরে সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সকালের দিকে হালকা বৃষ্টি এবং আকাশ মেঘলা থাকলেও বেলুড় মঠে এদিন কার্যতই ছিল মানুষের ঢল। বড়দিনের ছুটিতে এদিন বেলুড় মঠে ঘুরতে আসা এক দর্শনার্থী সায়না ঘোষ বলেন, বেলুড় মঠে এসে খুব ভালো লাগছে। সকালে প্রথমে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়েছিলাম। এরপর আদ্যাপীঠে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বেলুড় মঠে এসেছি। সারাদিনটা খুব আনন্দেই কেটেছে। সন্ধ্যের দিকে পার্ক স্ট্রিটে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে। পুরো পরিবার নিয়ে বড়দিনের ছুটি উপভোগ করতে এসেছি। আরেক দর্শনার্থী বলেন, সাঁইথিয়া থেকে বড়দিনের ছুটিতে বেলুড় মঠে এসেছি। সারাদিন ঘোরার পরে বাড়ি ফিরব। একটা দিন ছুটি খুব মজা হচ্ছে। বেলুড় মঠে এবারই প্রথম আসা। প্রথম অভিজ্ঞতা।

বেশ ভালো লাগছে। আবার অন্য কোনও সময়েও বেলুড় মঠে আসার ইচ্ছে আছে।

সাইবার প্রতারণা নিয়ে কর্মশালা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি, ২৫ ডিসেম্বরঃ হরিপাল মেলা কমিটির সহযোগিতায় এবং হুগলি গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে সাইবার প্রতারণা নিয়ে এক কর্মশালা আজ হরিপালের গুরুদয়াল বিদ্যালয় ময়দানে চলা হরিপাল মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো। এই কর্মশালায় সাইবার নিরাপত্তা, সতর্কতা এবং সাইবার অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় মূল বক্তা হিসাবে হরিপাল মেলার অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি সুমিত সরকার বলেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এই উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োচিত।

হরিপাল মেলার মাঝে মানুষকে সচেতন করার এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে তিনি উল্লেখ করেন। এই কর্মশালায় সাইবার ক্রাইম রুখতে কিভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে হবে কিভাবে ভুয়া কল এড়িয়ে চলতে হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টাকা পয়সা লেনদেনের ক্ষেত্রে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা করা হয়।

ভুল চিকিৎসায় স্ত্রীর মৃত্যু

তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ মৃত দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৫ ডিসেম্বর ঃ ভুল অস্ত্রোপচারে স্ত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ তুলে দলীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানালেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী। অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় ওই চিকিৎসক তথা বিধায়ক অস্ত্রোপচার করার ফলেই মৃত্যু হয়েছে পঞ্চায়েত সদস্যার। অবিলম্বে ওই বিধায়কের চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের দাবি জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে নার্সিং হোমের পরিকাঠামো, এবং কর্মীদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তারাময় মুখোপাধ্যায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম সুজাতা মুখোপাধ্যায় (৪৩)। বাড়ি বীরভূমের তারাপীঠে। তিনি সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যা ছিলেন।

তাঁর স্বামী তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি। তাঁর স্ত্রী একমাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পরেন। কিন্তু দুই সন্তানের মা হওয়ায় তৃতীয় সন্তান নিতে চাননি সুজাতা। তাই রামপুরহাটের স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তথা হাঁসন কেন্দ্রের বিধায়ক তৃণমূলের অশোক চট্টোপাধ্যায়ের চেম্বারে যান। চিকিৎসকের পরামর্শে শনিবার সকালে বিধায়কের আশা নার্সিংহোমে স্ত্রীকে ভর্তি করান তারাময় মুখোপাধ্যায়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ভ্রূণ নষ্ট করেন চিকিৎসক অশোক চট্টোপাধ্যায়। অস্ত্রোপচারের পরেই সুজাতার মৃত্যু হয়। অভিযোগ, অবস্থা বেগতিক দেখে চিকিৎসক নিজেই নার্সিংহোমে পুলিশ ডাকেন।

এরপর নার্সিংহোমের পিছন দরজা দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যেতে বাধ্য করেন। এমনকি ময়নাতদন্তও করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘চিকিৎসক মদ্যপ অবস্থায় অস্ত্রোপচার করেছিলেন। তার ফলেই ভুল চিকিৎসায় স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পরও হাসপাতালের এক মহিলা কর্মী আমার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে যায়। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পাই। শুধু আমার স্ত্রী নয়, ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে রোগী মৃত্যুর একাধিক অভিযোগ রয়েছে। অধিকাংশ সময় মস্তান দিয়ে মৃতদের পরিবারকে ভয় দেখিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য করেন। আমরা ওই চিকিৎসক তথা বিধায়ককে বয়কট করছি। তাঁর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি জেলা শাসক, মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক, মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। আমরা চাই ওই নার্সিংহোমের পরিকাঠামো তদন্ত করে দেখা হোক। যে সব কর্মীরা কাজ করছেন তাদের যোগ্যতাও পরীক্ষা করা হোক। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার তারাপীঠ মন্দিরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সেবাইতরা।

তাদের দাবি অবিলম্বে চিকিৎসকের শাস্তি দিতে হবে। চিকিৎসক অশোক চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ছোট্ট একটা অস্ত্রোপচার। কিন্তু রোগিণী নিতে পারেনি। ফলে বার বার হৃদরোগে আক্রান্ত হন। বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। তবে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন। মদ্যপ অবস্থায় চিকিৎসা করার অভিযোগ উড়িয়ে অশোকবাবু বলেন, ‘‘যিনি বলছেন তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন তো।?

বিধানসভায় সন্তানের জন্মের খরচ হিসেবে ৬ লক্ষ টাকার বিল জমা দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৫ ডিসেম্বরঃ বিধানসভায় সন্তানের জন্মের খরচ হিসেবে ৬ লক্ষ টাকার বিল জমা দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। অভিনেতা-রাজনীতিককে নিয়ে এমনিতেই চর্চা আর বিতর্কের শেষ নেই। তার মধ্যে আবার ৬ লাখি বিল। সেই বিল জমা পড়ার আগে থেকেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে, সন্তানের জন্মের খরচ এত টাকা? আর সেই টাকা মেটাবে সরকার? কাঞ্চন অবশ্য আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে বিধায়ক হিসেবে যে সুবিধা পাওয়া যায়, তার আওতাতেই পড়ে এটি। সন্তান জন্মের খরচের টাকা পান তাঁরা। সেই অনুযায়ীই বিল দিয়েছেন। এবার একে একে তৃণমূল নেতারা দাঁড়াচ্ছেন কাঞ্চনের পাশে। যে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল সাংসদ) ভোট প্রচার চলাকালীন নিজের গাড়ি থেকে কাঞ্চনকে নামিয়ে দিয়েছিলেন, সেই কল্যাণও এই ক্ষেত্রে কাঞ্চনের কোনও দোষ দেখছেন না। কল্যাণ বলছেন, আসলে সব দোষ ডাক্তারদের। কাঞ্চন কোনও অন্যায় করেননি। বুধবার সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে কাঞ্চন বলেন, ‘‘এব্যাপারে আমি কাঞ্চনের কোনও অন্যায় দেখছি না। নার্সিংহোম বিল করেছে। এতে কাঞ্চনের দোষ কোথায়? ডাক্তাররা আন্দোলন করছেন করুন, কিন্তু এত বিল করছেন কেন। এই প্রশ্ন তো তুলতেই হবে। শুধু কল্যাণ নন, একই যুক্তি কুণাল ঘোষেরও। তৃণমূল নেতা বলছেন, বিল নিয়ে অযথা আলোচনা না করে চিকিৎসকদের নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘‘কাঞ্চনকে সমালোচনায় বিদ্ধ করা অনুচিত। কেন মেডিক্যাল বিল এত বেশি হবে, তা নিয়ে আলোচনা হওয়াটা জরুরি। উল্লেখ্য, দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে কয়েক মাস আগেই কন্যা সন্তানের জন্ম দেন কাঞ্চনের স্ত্রী শ্রীময়ী। তারই খরচ ৬ লক্ষ টাকা। জানা গিয়েছে, ছ'লক্ষের মধ্যে চিকিৎসক নিয়েছেন চার লক্ষ টাকা। আর বাকি খরচ হয়েছে ২ লক্ষ টাকা।

চুঁচুড়ার ডিউক ক্লাবে লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ঘিরে উন্মাদনা

সুজিত দত্ত, ২৫ ডিসেম্বরঃ হুগলীর চুঁচুড়ার ডিউক ক্লাবের উদ্যোগে দুই দিন ব্যাপি লন টেনিস প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর। বিগিনার -১, বিগিনার -২, ইন্টারমিডিয়েট ও অ্যাডভান্স এই চারটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার অমিত পি. জাভালগি (আইপিএস), ক্লাবের জেনেরাল সেক্রেটারি অসীম কুমার দত্ত, টেনিস কোচ সপ্তর্ষি সেন সহ অন্যান্যরা। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার সম্মানে পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় চুঁচুড়া ডিউক ক্লাবের পক্ষ থেকে। চুঁচুড়া ডিউক ক্লাব, শ্রীরামপুর সাব ডিভিশন টেনিস ক্লাব, চন্দননগর বয়েস ক্লাব ও পূর্ব বর্ধমান পুলিশ টেনিস ক্লাব থেকে প্রায় ৭০ জন প্রতিযোগি এই লন টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে। এই প্রতিযোগিতাটির সহযোগিতায় ছিলেন বিশ্বজিৎ সান্যাল, সুমন সেন, সুদর্শন বোস সোমনাথ মিত্র, রাণা প্রতাপ সরকার, রুমকি মন্ডল, টুম্পা সাহা, রাজু দত্ত, সঞ্জীব দত্ত, অনির্বান সিংহ রায়, শুভজিৎ হালদার, ধ্রুবজিৎ হালদার সহ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীদের অভিভাবকরা। লন টেনিস কোচ সপ্তর্ষি সেন জানিয়েছেন, একসময়ে মেট্রো সিটিগুলিতেই টেনিস খেলার একটা রেওয়াজ ছিল। জেলাস্তরে টেনিস খেলার কোর্ট খুব একটা না থাকায় এই খেলার জনপ্রীয়তা বাড়েনি। কিন্তু বর্তমানে আইএস ও আইপিএসদের মত উচ্চ প্রশাসনিক আধিকারিকদের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় বিভিন্ন জেলায় টেনিস কোর্ট করা হচ্ছে যাতে মফঃস্বলের ছেলেমেয়েরা সুলভে খেলার সুযোগ পায়। প্রথম দিকে পরিকাঠামো না থাকায় লন টেনিস খেলার আগ্রহ তেমন একটা দেখা না গেলেও বর্তমানে এই খেলার প্রতি শিশু থেকে কিশোর কিশোরীদের আগ্রহ বেশ বাড়ছে। আগামি দিনে জেলাস্তর থেকে প্রচুর সম্ভাবনময় টেনিস খেলোয়ার উঠে আসবে বলেই তিনি আশাবাদী। উল্লেখ্য দুদিনের প্রতিযোগিতায় বিগিনার্স ১ বিভাগে বিজয়ী হয় নীলাদ্রি ঘোষ, রানার আপ হয় অয়ন দাস। বিগিনার্স ২ বিভাগে বিজয়ী হয় অর্পন ঘোষ, রানার আপ হয় অরন্য সরকার। ইন্টারমিডিয়েটে বিজয়ী হয় রাশেষ সিনহা ও রানার আপ হয় অর্কজিৎ সাহা এবং অ্যাডভান্স বিভাগে বিজয়ী হয় আরিয়মান সিং রানার আপ হয় স্বপ্ননীল দত্ত। অ্যাডভান্স গ্রুপের সেমিফাইনালে ওঠে স্পর্শনীল দাস ও সৌরদীপ দাস। শেষ দিনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক গোপাল দাস। দুই দিনের এই টেনিস প্রতিযোগিতা স্থানীয়দের উন্মাদনা ছিল লক্ষ্যনীয়।

সেজে উঠেছে হুগলির ৩ শহর

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ২৫ ডিসেম্বর ঃ বড়দিনের উৎসবের মেজাজে সেজে উঠেছে হুগলি জেলার গঙ্গা পারের ৩ শহর। একদিকে ডেনিস নগরী শ্রীরামপুর হয়ে উঠেছে যেন দ্বিতীয় পার্ক স্ট্রিট। উৎসবের আলোয় মোড়া হয়েছে গোটা শহরকে। অন্যদিকে প্রতিবছরের মতন এই বছরেও বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে পর্তুগিজ ব্যাসলিকা ব্যান্ডেল চার্চকে। উৎসবের আনন্দতে বাদ পড়েনি ফরাসডাঙ্গাও। চন্দননগরের সেক্রেট হার্ট চার্চ চত্বরও উৎসবের আলোর ছোঁয়া। বড়দিনে একেবারে জমজমাট হুগলির গঙ্গা তীরবর্তী তিন শহর শ্রীরামপুর চন্দননগর ও ব্যান্ডেল।

ক্রিসমাস ইভ থেকেই সেখানে নেমেছে মানুষের ঢল। রাত বারোটার সময় মিড নাইট মাস আয়োজন হয়েছিল তিন- চার্চেই। মানুষের ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য ২৫ ডিসেম্বর সকাল থেকে বন্ধ রাখা হয় ব্যান্ডেল চার্চ এর গর্ভ গৃহ। তবে দর্শনার্থীরা চার্চের সামনে পর্যন্ত আসতে পারেন। সেখানে যীশুর জন্ম বৃত্তান্ত দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা দেখে উপভোগ করতে পারেন।

বড়দিনে সাতসকালেই দুয়ারে সভাপতি সাফল্য, শারীরিক প্রতিবন্ধী পড়ুয়াকে পৌঁছে দিলেন হুইল চেয়ার

নববারাকপুর, ২৫ ডিসেম্বরঃ অভাবের সংসার। বাবা পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ।ছেলে শারীরিক প্রতিবন্ধী। ২০১২ সাল থেকে অস্থি ও পেশীর সমস্যা। হাঁটাচলা অসুবিধা। শ্বাসকষ্ট সমস্যা। আগামী শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষা। গত নভেম্বরে লেনিনগড় জি ব্লকে সাতসকালে পরিষেবায় দুয়ারে পঞ্চায়েত সভাপতি হাজির হলে তার বাবা স্থানীয় সভাপতিকে বলেছিলেন ছেলের অসুবিধায় একটি হুইল চেয়ার এর সুবন্দোবস্ত জন্য। সভাপতি কথা দিয়েছিলেন। নিজে উদ্যোগ নিয়ে সুব্যবস্থা করে দেবেন। বুধবার বড়দিনে শারীরিক প্রতিবন্ধী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বিক্রম রায় এর বাড়িতে সাতসকালেই হুইল চেয়ার পৌঁছে দিলেন।শুধু তাই নয় তার হাতে কেক ফল মিষ্টি তুলে দিলেন। সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন ভাস্কর রায় ওরফে খোকন সর্বক্ষণের সাথী। সন্তানের অসুস্থ হওয়া মানে ও যতটা মানসিক ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। ততটা আমরা ও সমব্যাথী। অসুবিধায় যখন যেভাবে পারব বলেছিলাম যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আজ বড়দিনে সত্যি গর্বিত। নিজে এসে হুইল চেয়ার তুলে দিলাম। খুব ভালো লাগছে । তার শারীরিক সুস্থতা কামনা করি। প্রশাসনের কাছে দরবার করব। চেষ্টা করব সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা যাতে বাড়িতে বসে দিতে পারে। সভাপতি র সাফল্যে খুশি এলাকাবাসী ও পরিবার। বড়দিনে ব্যারাকপুর ২ ব্লকের উওর ও দক্ষিণ যোগেন্দ্রনগর লোটাস ইয়ং সেন্টার ক্লাবের সামনে সাতসকালেই দুয়ারে পরিষেবায় হাজির ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী। এলাকার মানুষের আবাস যোজনার প্রাপ্য বাড়ি সহ পানীয় জল, নিকাশী অভাব অভিযোগ অসুবিধা কথা শুনলেন সভাপতি ।আশ্বাস ও দিলেন যথাসাধ্য প্রচেষ্টার। চাদঁপুর লেনিনগড় জি ব্লকে শারীরিক প্রতিবন্ধী (অস্থি ও পেশীর সমস্যা) এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দিলেন হুইল চেয়ার। তার সুস্বাস্থ্য কামনা করে বড়দিনে কেক ফল মিষ্টি তুলে দিলেন সভাপতি। ছিলেন সমিতির সদস্য গৌরাঙ্গ সাহা, লিলি দে সাহা, ময়না হালদার, স্বপন হালদার সহ একঝাঁক পঞ্চায়েত সদস্যরা।পরিবার ও পড়শিরা খুশি সভাপতির এহেন মানবিক উদ্যোগে।

বড়দিনে ঝড়খালিতে পর্যটকদের ঢল নামলেও কৈখালী কেল্লাতে পর্যটক কম হওয়ায় হতাশ স্থানীয় মানুষজন

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৫ ডিসেম্বরঃ বড়দিনে রেকর্ড।সুন্দরবন ভ্রমণে রেকর্ড করল ঝড়খালি। বড়দিনে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় এবারে। আনন্দে মাতলেন পর্যটকরা। তবে এবারে তুলনা মূলক কম পর্যটক হওয়ায় হতাশ হলো কুলতলির কৈখালী ও কেল্লা পর্যটন কেন্দ্রের সাথে যুক্ত মানুষ জন। বুধবার সকাল থেকে কলকাতার সবচেয়ে কাছাকাছি এবং আর্কষণীয় পর্যটন স্পট সুন্দরবনে পর্যটকদের ভিড় বাড়তে থাকে। আজকের এই দিনটাকে উদযাপন ও নতুন বছরকে বরণ করতে অনেকেই দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন সুন্দরবনে। সুন্দরবনের ঝড়খালি কলস দ্বীপ সহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রতে বিপুল সংখ্যক পর্যটকদের ভিড় মুখর হয়ে ওঠে। সারাদিন লঞ্চে চেপে নদী ও ম্যানগ্রোভের জঙ্গলের প্রাকৃতিক শোভা উপভোগের পাশাপাশি দেদার খাওয়া দাওয়ার মধ্যে দিয়েই দিনটি কাটান পর্যটকরা। মরসুমের সেরা ভিড় এ দিন হয়েছিল সুন্দরবনের ঝড়খালিতে। অনেক দিন পর এ দিন তাঁদেরও ব্যবসা ভাল হয়েছে বলে জানালেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে ঝড়খালির এক ব্যবসায়ী বলেন, প্রচুর মানুষজন ঝড়খালিতে বেড়াতে আসায় আজ বিক্রি ভালই হয়েছে। অনেকদিন পরে এত পর্যটক একসঙ্গে এলেন ঝড়খালিতে। বছরের শেষ দিকে পর্যটকদের এই ভিড় মুখে হাসি ফুটেছে সুন্দরবনের পর্যটন ব্যবসায়ীদের। তবে অন্য বছরের তুলনায় এবছর ভীড় কম হওয়ায় হতাশ হলেন কুলতলির কেল্লা ও কৈখালী পর্যটন কেন্দ্রের সাথে যুক্ত মানুষজন। এব্যাপারে এদিন কৈখালীর স্থানীয় কয়েকজন

ব্যবসায়ী বলেন, গত কয়েক বছরের তুলনায় এবছর এই দিনে ভীড় অনেক কম ছিলো। ফলে এবারে ব্যবসাটা ভালো গেল না।স্থানীয় লঞ্চের চালকরা বলেন,গত কয়েকদিন আগে কৈখালীতে একজন পর্যটক জলে পড়ে ডুবে যায়। আর মনে হয় এই কারনে এ বছর ভীড় খুব কম ছিল। অথচ স্থানীয় গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কৈখালী ঘাটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। তবে এ দিন কুলতলি থানার পুলিশের সামনেই কৈখালীতে পর্যটক ও পিকনিক দলের কাছ থেকে গাড়ি রাখার নাম করে জোর জুলুম বাজি করার অভিযোগ উঠলো।

২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে স্মরণ দিবস উদযাপন হাওড়ার উত্তর খুরুটে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ ডিসেম্বরঃ মধ্য হাওড়ার উত্তর খুরুট বারোয়ারির ৪৪তম স্মরণ দিবস উপলক্ষে ২৫শে ডিসেম্বর বুধবার সকালে এক মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির এবং হাওড়া জেলা হাসপাতালে রোগীদের বিতরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়। গত ১৯৮০ সালের ২৫ ডিসেম্বর ডায়মন্ড হারবারে পিকনিক করতে যাওয়ার পথে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় উত্তর খুরুট বারোয়ারির ৬ সদস্য প্রাণ হারিয়েছিলেন।

তাঁদের স্মরণেই প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে স্মরণ দিবস উদযাপন করে হাওড়ার এই বারোয়ারী। এবছরও শহীদ স্মৃতিতে বুধবার ২৫ ডিসেম্বর সকালে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির এবং হাওড়া জেলা হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, আইএফএর প্রাক্তন সহ সভাপতি তথা প্রাক্তন মেয়র পারিষদ শ্যামল মিত্র, তৃণমূল নেতা সমাজসেবী সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র শর্মা, হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন দেবাংশু দাস, বিশিষ্ট ক্রীড়া চিকিৎসক ডাঃ নিশীথ রঞ্জন চৌধুরী, বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ এন ব্যানার্জি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, আজ থেকে ৪৪ বছর আগে পিকনিক করতে যাবার পথে ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনায় মারা যান ক্লাবের ৬ সদস্য। দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মৃতিতে প্রতি বছরই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকেন উত্তর খুরুট বারোয়ারি। উল্লেখ্য, এদিনের রক্তদান শিবিরে ৭০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এছাড়াও হাওড়া জেলা হাসপাতালে ১৫০ জন রোগীকে ফল বিতরণ করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১০ পৌষ, ১৪৩১

ভারত ফাঁদে পা দিচ্ছে না

চিনকে পাশে রেখেই লড়াই চান মোদি। সেই কারণে চিন সফরে গিয়েছিলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। বাংলাদেশে যেভাবে ভারত বিরোধীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে তাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ভারতকে এখন খুবই মাথা ঠাণ্ডা করে এগোতে হবে। এদিকে আবার বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর আমেরিকা সফর করছেন। তিনি সেখানকার প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে কথা বলবেন। এরপরে বাইডেনের সঙ্গে আর কথা হবে না। বাইডেন এখন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট। সেই কারণে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী আমেরিকার ভারত নীতিকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্য নিয়ে আমেরিকা সফর করতে শুরু করেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে আসছেন ট্রাম্প। তাঁর আমলে ভারত নীতি কী রকম হবে তা বোঝা খুবই মুশকিল। তবে ভারত আশা প্রকাশ করছে যে ট্রাম্পের আমলে ভারত আমেরিকার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে না। সেই কারণে ভারত চিনের সঙ্গে কোনও রকম মতবিরোধ করতে রাজি হচ্ছে না। এদিকে আমেরিকা তাইওয়ানকে অস্ত্র বেচতে শুরু করেছে। তার ফলে চিন বেশ খানিকটা রাগত আমেরিকার ওপরে। তাইওয়ানের ব্যাপারে চিন কাউকে বেশি মাথা গলাতে দিচ্ছে না। এদিকে ইসরায়েলের ব্যাপারে ভারত খুবই নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেন ব্যাপারে ভারত মধ্য পন্থা অবলম্বন করেছিল। তার ফলে রাশিয়া ভারতকে সব ব্যাপারে সমর্থন করে চলেছে। এদিকে চিন লাদাখের কতখানি ভারতের জমি অধিকার করে রয়েছে তা নিয়ে কোনও রকম মন্তব্য করছেন না প্রধানমন্ত্রী। চিনের আগ্রাসন নীতি নিয়ে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি বলেছেন আগ্রাসন নীতি নিয়ে চলার এটা যুগ নয়। এটা হচ্ছে মৈত্রী এবং মেল বন্ধনের যুগ। সেই দিকে নজর দিয়েই চিন এখন ভারতের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। তবে চিনকে যে বিশ্বাস করা যায় না সেটা ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানে। চিন যেভাবে হঠাৎ করে ভারত আক্রমণ করেছিল এবং ভারতের বহু অঞ্চল তারা দখল করে রেখেছে এখন যা নিয়ে মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি। সেই সব দিকগুলোর দিতে ভারত চোখ খোলা রাখছে। তবে চিনের সঙ্গে একটি সত্যিকারের সমঝোতা করার ইচ্ছা ভারতের রয়েছে সেটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এদিকে ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ। প্যালেস্টাইন নীতি ভারতের ওপরে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে যুদ্ধ থামানোর প্রস্তাব এসে উপস্থিত হলে ভারত তাতে ভোট না দিয়ে নীরব থেকেছে। কাতারে ভারতীয় নৌ সেনাদের জীবন নিয়ে টানাটানি থেমেছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ভারত কোনও কথা বলেনি। হামাস যে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী তা ব্যক্ত করেছে। তুরস্ক আবার হামাসকে স্বাধীনতা সংগ্রামী দল বলেছে। ওদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। গোটা বিশ্ব এখন বলতে গেলে যুদ্ধের রণক্ষেত্র পরিণত হয়েছে। এদিকে যুদ্ধবাজরা ভারতেক কেন্দ্র করে আর একটি কি যুদ্ধের ফ্রন্ট তৈরি করার পরিকল্পনা নিতে শুরু করে দিয়েছে? তবে ভারত সেই ফাঁদে পা দিতে নারাজ।

নবদ্বীপের সেরা উৎসব

নবদ্বীপের সেরা উৎসব হচ্ছে রাসমেলা। এই মেলার আয়োজন করেচিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি এই রাসমেলাকে শুধু নবদ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর প্রদর্শিত রাসমেলা পরবর্তীকালে শান্তিপুরেও ছড়িয়ে দেন। কৃষ্ণনগরের রাসমেলা উৎসব হয়। তবে সেখানে ছোট করে হতে থাকে। নবদ্বীপের রাসমেলার প্রধান কারণ হচ্ছে এখানে সর্বদেবতার পুজোর আয়োজন। নবদ্বীপ এক সময়ে বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের সময় থেকে নবদ্বীপ ছিল বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। এই নবদ্বীপে বহু পণ্ডিতেরা এসে বসবাস করতে শুরু করেন। তারা পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবকে নিয়ে বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল চৈতন্য ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামমৃত। কবিরুগু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পদাবলী রচনা করেছিলেন। মাইকেল পদাবলী রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাসমেলা আয়োজন করেছিলেন শান্তিপুরে। এই রাসমেলা হচ্ছে বৈষ্ণব এবং অবৈষ্ণবদের উৎসব। সবাই যাতে উৎসব করে আনন্দে মেতে থাকে তার জন্য সব দেবতার পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। রাসমেলায় বহু দেব দেবীর পুজো হয়। আর্য অনার্যদের পুজো হয় এই রাসমেলায়। দূর্গা, জগদ্ধাত্রী থেকে শুরু করে দক্ষিণাকালী, চণ্ড কালী, শশ্মান কালীর পুজো হয়ে থাকে। তার সঙ্গে আবার কোনও কোনও পাড়ায় চৈতন্যদেবের পুজোর আয়োজন করা হয়। সারা নবদ্বীপ রাস পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে জাগতে শুরু করে। নবদ্বীপে রাস পূর্ণিমা আয়োজন করলে সেখানে সর্ব স্তরের ভক্তরা এসে উপস্থিত হয়। নবদ্বীপের রাসমেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর শান্তিপুরে রাস উৎসব শুরু হয়। শান্তিপুরে রাস উৎসব হওয়ার একট কারণ রয়েছে। চৈতন্যদেব স্বয়ং যেসব স্থানে গিয়েছেন সেখানে রাস পূর্ণিমার আয়োজন করা হয়ে থাকে। পুরিতেও রাস পূর্ণিমা হয়। তবে সেখানে ছোট করে রাস পূর্ণিমা হয়। প্রভু চৈতন্যদেব স্বয়ং রাস পূর্ণিমার উৎসব করার পক্ষে সায় দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন শুধু বৈষ্ণবেরা কেন নবদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করবে, সব দেবদেবীর ভক্তরা নবদ্বীপে বসবাস করুক। সেই কারণে নবদ্বীপকে বলা হয়ে থাকে মধুভক্ত স্থান। মধুর স্থান হচ্ছে নবদ্বীপ। সেই নবদ্বীপে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করে এই স্থানকে ভারত বিখ্যাত স্থানে পরিণত করে যান। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছিলেন। তিনি মিথিলার রাজসভার কবি ছিলেন। বাংলার কবি ছিলেন চণ্ডীদাস। তিনিও বহু পদাবলী রচনা করেছেন। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন কবি চণ্ডীদাস। তারপরে বহু কবিরা পদাবলী রনচা করে গিয়েছেন। সেই সব পদাবলী বাংলার খুবই খ্যাতি লাভ করেছিল। পরে এই সব পদাবলীকে অবলম্বন করে বহু গীতিকাররা সঙ্গীত নির্মাণ করেছেন। আবার বাংলা নাটকেও ব্যবহার করা হয়েছে পদাবলী। শাক্ত সঙ্গীতের সঙ্গে এবং পদাবলীর মিল রয়েছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

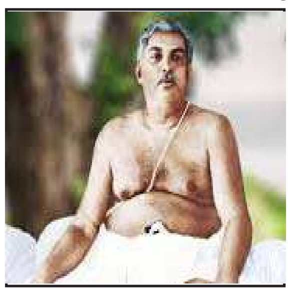

পুজো করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তিনি পুজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। দিনের পর দিন মায়ের নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। মায়ের মন্দিরে জবা ফুল দিয়ে পুজো সারতে হবে। মাকে ভক্তি রসে পুজো করতে হবে। যিনি নিজ মায়ের পুজো করেন তিনি সত্যিকারের সুসন্তান। তিনি কারো কাছে মাথা নত করেন না। মা হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনিই মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মায়ের মতো শক্তি আর কারোর থাকে না।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা কালীকে শুধু পুজো করলে হবে না। তার সাধনা করতে হবে। বেদ পড়লেই চলবে না। শাস্ত্র পাঠ করলেই চলবে না। পুজো অঞ্জলী দিলেই কালী সন্তুষ্ট হল না। মানুষের সেবা করতে হবে। তবেই মা কালী সন্তুষ্ট হন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ধর্মীয় দর্শনটা ছিল সেবা করা। তিনি মানব সেবায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি মানব সেবায় দীক্ষিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, শুধু ধর্ম শাস্ত্র পড়লেই দেবতার আরাধনা করা যায় না। তিনি মা ভবতারিণীকে নিজের কন্যার মতো দেখতেন বলেই তাঁকে সবাই পাগল ঠাকুর বলতো। রানী রাসমনি এই পাগল ঠাকুরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের সামান্য পুরোহিত। তিনি জগত বিখ্যাত হয়ে ছিলেন। তার একটি মাত্র কারণ মানব সেবা মানুষের সেবা। তিনি পতিতদের সেবা করেছেন। গিরিশ ঘোষকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। অভিনেতা গিরিশ ঘোষ যখন খুবই অসুবিধা পড়ে গিয়েছিলেন তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষকে সাহস দিয়েছিলেন। শক্তি দিয়েছিলেন।

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন যুগান্তর দলের সদস্য বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস

বিশেষ প্রতিবেদক

১৮৯৯ সালে নাথানেইল কার্জন ভারতের ভাইসরয় অভিসক্ত হলেন । কয়েক বছর পরেই মধ্য প্রদেশের লেফট গভর্নর অ্যান্ড্রু ফ্রেশার বাংলাকে দু'ভাগ করার এক মতলব আঁটলেন। অনেকে বলেন এক সুপরিকল্পনা হলো। কিন্তু উদ্দেশ্য হলো এই বুদ্ধিমান, সাহিত্য অনুরাগী, আপাত শান্ত বাঙালি জাতির আচরণে কেমন যেন এক বিরুদ্ধ স্বর, একে দমন করার উপায় কি? জাতি, ধর্ম, পরিবেশ বিশেষে বিভাজন । ধুরন্ধর কার্জনের সম্মতি আসতে দেরি হলো না। তখন সাল ১৯০১ । ওনারা সময় নষ্ট করার অভিলাষী নন । শুরু হয়ে গেলো পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের কাজ । ঠিক হলো চট্টগ্রাম ডিভিশন এবং ঢাকার দুই জেলা ও ময়মনসিংহ , আসামের সঙ্গে যুক্ত করে এক প্রদেশ তৈরী হবে যার নাম দেওয়া হবে পূর্ববঙ্গ ও অসম প্রভিন্স। আর পশ্চিমবঙ্গের ১১ টি জেলা , দার্জিলিং ,বিহার , ওড়িশা নিয়ে আর একটি প্রভিন্স । কার্জন তো আর ভারতের নাগরিক নন, তিনি এসেছেন রাজার নির্দেশে এদেশে ছড়ি ঘোরাতে এবং যেন এদেশের সম্পদ হাত ছাড়া না হয়। তার জন্য ছলে বলে কৌশলে দেশবাসীকে বিশেষত বাঙালি জাতিকে যদি কব্জায় রাখা যায়। তিন বছরের মধ্যেই খসড়া তৈরী হয় গেলো, এবার ঘোষণার পালা। কার্জন বাবু পৌঁছুলেন ঢাকায় ১৯০৪ , ফেব্রুয়ারী মাসে। প্রথমেই প্রস্তাব পারলেন মহারাজা সূর্যকান্তের কাছে। হিন্দু রাজা প্রমাদ গুনলেন, এতো এক সর্বনাশের শুরু, তিনি পত্রপাঠ না করলেন । আগের থেকে এক পরিকল্পনা করেই এসেছিলেন কার্জন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা আমন্ত্রণ জানালেন কার্জন কে ওনাব- আসনমঞ্জিল প্রাসাদে। আমোদ প্রমোদ অফুরন্ত বন্দোবস্ত, গন্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতি, কলকাতা পার্শবর্তি শ্রীরামপুর থেকে প্রখ্যাত রিং মাস্টার মোর্তাজা নানা ইন্দ্রজাল, তরোয়াল খেলা ইত্যাদি দেখে অভিভূত কার্জন। তিনি ঘোষণা করলেন— বংগো ভঙ্গ হবেই হবে । এবং রাজধানী ঢাকা কে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্মভুক্ত পারিপার্শিক যত জেলা আছে তার সংযুক্তিকরণ করা হবে । অনেক কথাই হয়ে বটে কিন্তু সাধারণ মানুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শান্তিতে সহবাসে থাকতে চায়। কার্জনের মতলব বেশ খেটে গেলো , সাংঘাতিক ধার্মিক সংকট উপস্থিত হলো। পারস্পরিক বিশ্বাস গেলো হারিয়ে। তার খেসারত আমরা আজ দিয়ে চলেছি । ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলো । ব্রিটিশ আধিপত্যকে সমূলে উৎখাত করতে একজোট হলো হিন্দু বাঙালিরা। কলকাতাতে বিদগ্ধ বাঙালিরা এটা আন্দাজ করেছিলেন আগেই। জাপানি পর্যটক ওকাকুড়ার আগমনে এবং বক্তৃতায় এইরকম আঁচ পেয়ে ছিলেন অনেকেই। সেইমতো ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের অধিনায়কত্বে তৈরি হলো "অনুশীলন সমিতি"। প্রাথমিক সভ্য হলেন ভগিনী নিবেদিতা , অরবিন্দ ঘোষ , ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই), এলেন বিপিন

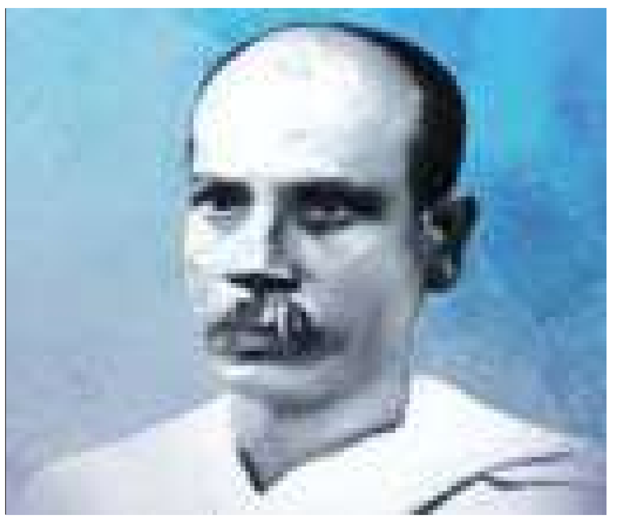

চন্দ্র পাল এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি । প্রতিটি বাঙালি স্বাধীনতা চেতনায় জাগ্রত হলো। সেই সময়ে কলকাতা থেকে সুরেন ব্যানার্জী ,হেরম্ব মৈত্র, গজনবী প্রভৃতি নেতা ঢাকায় এলেন। বহু জনতাপূর্ণ সভায়, সকলে এবং স্কুলের শিক্ষক হেদায়েত মাস্টার এবং কিছু মুসলিম জনতা উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'বঙ্গভঙ্গ চাই না , হিন্দু মুসলমান ভাই ভাইকে ভিন্ন হতে দেব না, বিলাতি ব্যবহার করবো না'। এর পরেই দূর্গা পুজো এসে গেলো। ঢাকার বাঙালিরা জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গনে বীরাষ্ঠমী উৎসব পালনে রত। প্রাথমিক ভাবে সভাপতি হলেন হেদায়েত মাস্টার পরে ওনারই সুপারিশে ডাক্তার পি সি সেন কে করা হলো। সেই দিনই বাঙালির হৃদয়ে আকাশে অংকিত হলো বীরত্বের পটচিত্র। প্রস্তাবনা এবং মূল আয়োজক, নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় এক কিশোর পুলিন বিহারি দাস । অল্প কিছদিন পরে ছাত্ররা প্রসিদ্ধ বক্তা বিপিন চন্দ্র পালকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানায়। দৈবক্রমে ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র মামলার কাজে ময়মনসিংহ যাচ্ছিলেন। বিপিন পালের অনুরোধে প্রমথ মিত্র সেই সভায় উপস্থিত রইলেন। কোথায় কোথায় হঠাৎ প্রমথ মিত্র গর্জে উঠলেন, ' ওসব স্বদেশী ফোদেশি, বিলাতি বর্জন - ফরজনে কিচ্ছু হবে না , ক্ষমতা থাকলে ব্রিটিশ তারাও , নয় তো মোরো। এই পরিস্থিতে আমরা আর ফিরতে পারি না। 'এই গর্জনে অনেকেই 'আমরা ভাই এসবের মধ্যে নেই বলে অন্তর্হিত হলো। হাজারহোক কবিতাপ্রিয় , ঝামেলাহীন পরিস্থিতিতে বড় হওয়া বাঙালি তো! মুসুলমান গণ কার্জনের দেওয়া আশ্বাস এবং নিজেদের সুখ সুবিধার কথা ভেবে রণে ভঙ্গ দিলো। তাদের পিছুনে আবার নবাব সলিমুল্লা আছেন। তারা একবার বলেছিলো, 'একবার আমাদের দাবিদাওয়াগুলো নিয়ে কিছু ভাবা যায় কিনা? প্রমথ মিত্র দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, ' ওসব দাবিটাবি কথা এখন কিছুই বোলো না। আগে দেশ স্বাধীন করার কথা ভাব। একে ওপরের বিরুদ্ধচারণ করে পরিণামে তোমরাই ঠকবে।' পরের দিন সকালে বিপিন পাল ও প্রমথ মিত্রের সমর্থনে বহু ছাত্র, যুবক, শিক্ষক উপস্থিত হলো, বেশ কিছু ঢাকার যশস্বী উকিলও ছিলেন। বিভিন্ন আলোচনা ও প্রস্তাবনায় ঠিক হলো ৩৯; দেশ উদ্ধারের এই মহান আহ্বানে এক নেতার অধীনে বিনা বাক্যবয়ে সকলে তার সর্বরূপ আদেশ প্রতিপালন করবে, তার জন্য প্রাণ ত্যাগ করতেও পিছপা হবে না ।'৭১ জন যুবক এগিয়ে এলো। কিন্তু সমিতির অধিনায়ক কে হবে? সকলের এক তরুণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে এগিয়ে এলেন সেই তিনি যার নাম পুলিন বেহারী দাস। প্রমথ মিত্র হয়তো বিশ্বাস করতেন বিপ্লবী হতে গেলে বুদ্ধি , সংগঠক , কৌশলবিদ , উদ্দম হওয়ার থেকেও বাহুবল ও শক্তিমান হওয়ার প্রয়োজন বেশি। ভুল ভাঙলো অচিরেই। তিনি বলে উঠলেন,' না না আমি একজন বলিষ্ঠ বীর্যবান পুরুষ চাই ।' সকলেই এনার থেকে ভালো আর কেউ জানা নেই বলাতে প্রমথ বাবু আমি যদি বড় বাঁশের লাঠি নিয়ে আক্রমণ করি বলেই;- এক বড় লাঠি নিয়ে পুলিন দাসকে মারতে উদ্দত হলেন। পুলিন দাস ওনার পাশে থাকা প্রমথ মিত্রের হাত ছড়িটা তুলে সজোরে ওনার কব্জিতে আঘাত হানলেন। গুরুতর আঘাত পেয়ে প্রমথ মিত্র বসে পড়লেন। সকলে বলে উঠলো, ' ওনার তুল্য যোগ্য ব্যাক্তি আর কেউ নেই । আমারও মত তাই, তবে সেই মতো শুরু করা যাক'। ঢাকা অনুশীলন সমিতির সূত্রপাত এখানেই। সাল ১৯০৬ । ৮০ জন বালক থেকে যুবক নিয়ে পুলিন বিহারি শুরু করলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির কাজ। একদিন কলকাতা গিয়ে পি মিত্রের বাড়িতে সম্পূর্ণ হলো স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রতিজ্ঞার।

এক দিন একবেলা হবিষ্যান্ন করে ধুপ , দীপ, নৈবেদ্য ,ফুল , চন্দন দিয়ে সাজিয়ে প্রথমে আলীরাসনে বসে , মাথায় গীতা তার ওপর তরবারি রেখে ছান্দোগ্ উপনিষদ থেকে পি মিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। তার ব্যাখ্যা স্বরূপ ৬ নম্বর ধারাটি এরকম 'যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে বিমুখ হই, কিংবা ইহার বিরুদ্ধাচারণ করি , তবে ব্রাম্ভন গণের , (মাতার) মাতৃভূমির, এবং সর্বদেশের দেশভক্ত মহাপুরুষগণের অভি সম্পাত আমাকে অচিরে ধ্বংস করবে' । সেই সময়তেই ওনার সঙ্গে আলাপ হয়ে অরবিন্দ ঘোষ , চিত্তরঞ্জন দাস , ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত , রাজা সুবোধ মল্লিক , কলকাতা অনুশীলন সভাপতি

সতীশ বসু এবং আরো অনেক অনুশীলন সমিতির সভ্যের সঙ্গে। ইতিমধ্যে পুলিন বিহারি কলকাতা অস্ত্রচর্চার গুপ্ত স্থানগুলোতে যান কিন্তু কোনো শৃখলাবোধ বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব অনুভব করলেন। ঢাকায় ফিরে তিনি সভ্যদের প্রশিক্ষণের তিন স্তর তৈরী করেন। প্রথম স্তর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লাঠি , তরোয়াল , ছোড়া ইত্যাদির প্রশিক্ষণ। তাতে পারদর্শী হলে বিশেষ বালকদের যারা শীলস্বভাব , সুধ্বংশজাত , ধৈর্যশীল, নির্ভিক , এদের কে নিয়ে দ্বিতীয় স্তর। প্রশিক্ষণ ছাড়াও কৃত্তিম যুদ্ধের পদ্ধতি শেখানো হতো , সঙ্গে ছিল ভারতীয় সভ্যতা , দর্শন, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা। এই বিষয়ে পারদর্শী হলে তবে যাওয়া যেত তৃতীয় স্তরে। তৃতীয় স্তরের যোগ্যতা ছিল পরিশ্রম ক্ষমতা , শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য ,মেধা , নিশ্চিত জ্ঞান ও কর্তব্যবুদ্ধি , অনুভব শক্তি , মতি ও চেষ্টা। এখানে তৈরী হতো বিপ্লব চেতনা , বৈপ্লবিক কার্যকলাপ এবং মন্ত্রগুপ্তি । পুলিন বিহারীর মন্ত্রশিষ্য বিপ্লবী নলিনী কিশোর গুহ লেখেন, ' পুলিনবাবুর মন্ত্রগুপ্তি সাধনা ও তার পরিকল্পনা ছিল আদর্শস্থানীয়, সমিতির সভ্যরাও সেভাবেই নিজেদেরকে গড়ে তোলে। এই স্তর বিন্যাস আর বিপ্লব চেতনাকে সংঘটিত করতে পুলিন বিহারি লেখেন তিনটি ম্যানুয়াল, উপক্রমণিকা , সম্পাদক মন্ডলীর কর্তব্য, পরিদর্শক। ' ইংরেজ গোয়েন্দারা তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় । ভারত উপমহাদেশে এইরকম কোনো ওয়ার ম্যানুয়াল লিখিত আকারে তাদের জ্ঞাতসারে নেই। পঞ্চম জর্জ এদেশে এলে এই সমস্ত কাগজপত্র দেখানো হয় । আমরা অনেকের কথাই জানি, পড়ি , ইতিহাসে দেখি, যাদের বীরত্বক বক্তৃতা , প্রবন্ধ , নির্দেশ , দেশের প্রতি ভাবনা দেখেছি। কিন্তু সংগঠন বিস্তার , মনের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য অন্তিম বাসনা জাগ্রত করা , যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয়ে যে ঘাম ঝরানোর প্রয়োজন তা হাতে গোনা কয়েকজনের মধ্যেই দেখা গেছে। বাঘাযতীন, রাসবিহারি বোস, নেতাজি সুভাষ এই দলভুক্ত হবেন। অগ্রভাগে থাকবেন পুলিন বিহারি দাস। তিনি একাধারে দুর্দান্ত সংগঠক , অস্ত্র গবেষণায় অগ্রগণ্য , নিজে অস্ত্র চালনায় পটু, স্বাধীন ভারত রূপায়নে স্বপ্নদর্শী এবং যুদ্ধ চালনায় এক অনন্য কৌশলী। ইংরেজ গোয়েন্দাদের সাবেক ফাইল থেকে জানা যে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম হাতে বোমা পাওয়ার বেশ আগেই পুলিন বিহারি বোমা তৈরী করেন ও ব্যবহারও করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নাগারে গোপনে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের সহায়তায় বোমার মসলা বানানো শেখেন তিনি। আচার্যের নিজের কথায়,'পুলিন যদি তুমি চাও বিপ্লবীদের জন্য বোমা বানানোর এক কর্মশালা করা যেতে পারে'। Information has been received that long before the Mozaffarpore outrage Pulin and his followers imported stores of chemicals for making bombs and that Pulin himself is an expert hand " H L Salkaid– Sedition committee report. পুলিন বিহারীর প্রতিজ্ঞা বদ্ধ নির্দেশ নামায় ঢাকা অনুশীলন সমিতি দাবানলের মতো দেশ ব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যা শুরু হয়ে ৮০ জন যুবক কে নিয়ে, মাত্র দুবছরের মধ্যে অনধিক ৫০০০০ অস্ত্র পারদর্শী, দেশব্রতী, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যুবক দেশের জন্য প্রস্তুত হয়ে। এশিয়া মহাদেশে সেযুগে এইরূপ সংঘটন বিস্তার আর কোথাও হয়েছিল কিনা সাবেক ইংরেজ দের তো বটেই আজ পর্যন্ত আমাদের জানা আছে কি? কিংসফোর্ড হত্যা মামলা যা ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীকে কিংবা আলিপুর বোমা মামলা যে মাত্রা পেয়েছে, সেই তুলনায় পুলিন বিহারীর নেতৃত্বে ডি সি অ্যালেন হত্যা, বড়রা , নাড়িয়া ডাকাতি, রাজেন্দ্র পুর ট্রেন ডাকাতি, এবং আরো অনেক বৈপ্লবিক ঘটনা যা সেরকম ভাবে ইতিহাসের পাতায় আসেনি। হতে পারে কলকাতা রাজধানী হওয়াতে সাংবাদিকরা সেই ভাবে গুরুত্ব দেন নি। রমেশ মজুমদার ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে বেশ কিছু তথ্য পান কিন্তু সেটা সামনে আস্তে পারেনি তার কারণ অনেকেরই জানা। দ্বিতীয়ত বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসেস যে তথ্য সংগ্রহ করে তার সিংহভাগ নষ্ট করে ফেলা হয়। যতটুকু পাওয়া গেছে তার থেকে পুলিন বিহারীকে বীর বাঙালি বিপ্লবী, যিনি এক গর্বিত, উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন সহজেই অনুমান করা কঠিন নয়। সে সময়ে ঢাকা অনুশীলন সমিতির কার্যকলাপ তার কলকাতার প্রধান দপ্তরকেও ম্লান করে দেয়। Dacca Branch which was organised by exdeportee– Pulin Das

ক্যান্সার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং শরীরের ওপরে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া

ডা ঃ শঙ্কর কুমার নাথ

গত ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে বিশ্বে ক্যান্সার রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত তার থেকে বাদ পড়ছে না। ভারতেও ক্যান্সার লোগের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করেছে। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান

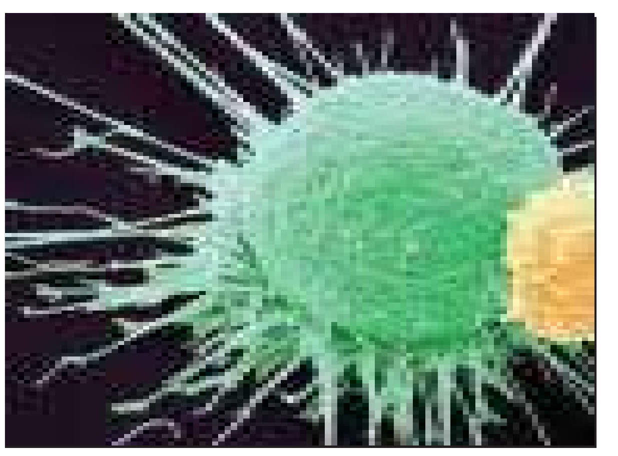

বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ 'চরকসংহিতা'কেও ক্যান্সার সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। ভারতের অসামান্য শল্য চিকিৎসক ছিলেন তাঁর নাম সুশ্রুত। 'সুশ্রুত-সংহিতা' পুস্তকেও রয়েছে ক্যান্সার টিউমারের উল্লেখ। তিনি শুধু উল্লেখই করেনি টিউমারের চিকিৎসার ওষুধের নাম উল্লেখ করেছেন। সবচেয়ে প্রাচীনতম ক্যান্সারের নিদর্শন মেলে মিশরে। এডুইন স্মিথ প্যাপিরাসে আমরা দেখতে পাই তিনটি স্তন টিউমারের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলিকে পরে শরীর থেকে স্তনকে বাদ করে দেওয়া হয়েছে। এই সব তথ্য আনুমানিক তিন হাজার খ্রিষ্টপূর্বের ঘটনা। ক্যান্সার শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'কারকিনোস'। যার অর্থ হল টিউমার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পাঁচটি পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে ক্যান্সার চিকিৎসা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে -কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, হরমোনথেরাপি এবং ইমিউনোথেরাপি। এর ফলে ক্যান্সারের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পেতে শুরু করেছে। ক্যান্সারের ওষুধ শরীরে প্রবেশ করা মাত্র ক্যান্সার কোষগুলিকে ধ্বংস করতে থাকবে। এই সব কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। যে কোন রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হল রোগ তাড়ানো এবং রোগ সারানো। ট্রিটমেন্ট অব ডিজিস এবং প্রিভেনস অব ডিজিস। ক্যান্সারে রোগের মৃত্যুরা হাত থেকে হৃদরোগে মৃত্যুর হার বেশি। এখন দেখতে হবে কী কী কারণে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথম, তামাকজাত পদার্থের ব্যবহার। আমরা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে থাকে। সিগারেট , বিড়ি, চুরুট, দোক্তা, খৈনি, পানমশলা, গুটকা, নস্যি, জর্দা ইত্যাদি। যারা পাইপে করে ধূমপান করেন তাদের ঠোঁটে ক্যান্সার হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে গ্রামাঞ্চলে চুরুটের জ্বলন্ত দিকটা মুখের ভিত রেখে নেশা করে। এটাকে বলা হয় ছুট্টা। এই রকম ধূমপায়ীদের টাগরায় ক্যান্সার হয়ে থাকে। ভারত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে যারা পান খান তাদের মুখের ভিতর ক্যান্সার দেখা দেওয়া সম্ভব। সূর্য কিরণ থেকে ক্যান্সার হতে পারে। অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে ঠোঁটে ক্যান্সার হতে পারে। পেশা থেকে ক্যান্সার হতে পারে। তুলো, উল, কাঠের আসবাসপত্র তৈরি করা শ্রমিকদের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মুখ গহ্বরে নিয়মিত আঘাত থেকে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে। কৃত্রিম দাঁত যদি ঠিক মতো মুখে খাপ না খায় তাহলে কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে। মুখের ভিতরে সাদা বা লাল প্যাচ থেকে ক্যান্সার হতে পারে। সাদা বা লাল প্যাচ থাকলে চিকিৎসা করার খুবই প্রয়োজন। নাহলে কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে। খাদ্য ঠিক মতো গ্রহণ না করলে ক্যান্সার হতে পারে। এ, সি,ই খাদ্য ঘাটতি থাকলে ক্যান্সার দেখা দেখা দিতে পারে। শাকসব্জী খেলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। বাইরাস থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হিউমান প্যাপিলোমা ভাইরাস নামক একটি জীবানু থেকে মুখের ভিতরে ক্যান্সার হয়ে থাকে। মুখের স্বাস্থ্য সঠিকভাবে রাখার খুবই প্রয়োজন। এক্স-রে থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মুখ গহ্বরের ক্যান্সারের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে একমাত্র উপায় হচ্ছে তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ না করা। সামুদ্রিক মাছ এবং ভাত ডালের মধ্যেই ভিটামিন রয়েছে। তাও খাওয়া যেতে পারে। মহিলাদের বেশি করে জরায়ু ক্যান্সার দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে ফুসফুস ক্যান্সার সৃষ্টি হয় ধূমপান থেকে। ফুসফুস ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র উপায় হল ধূমপান একেবারে বন্ধ করে দেওয়া। অ্যাসবেসটস সুতোর মতো ফাইবার সদৃশ পদার্থ। নিঃশ্বাস গ্রহণ কালে এই পদার্থ গ্রহণ করে থাকি। সেই কারণে উচিত কাজ হচ্ছে অ্যাসবেসটস থেকে দূরে থাকা। কারখানাজাত পদার্থ থেকে ফুসফুস ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে। আর্সেনিক, নিকেল, কয়লাজাত পদার্থ থেকে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফুসফুসে যক্ষ্মা হয়েছ এই রকম রোগের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে হালকা ব্যায়াম করা উচিত। রোজ এটা করতে হবে একেবারে ঘড়ি ধরে। নাহলে কিন্তু শরীরকে সুস্থ রাখা যাবে না। শরীরকে সুস্থ রাখতে গেলে স্বাস্থ্য চর্চা অতি অবশ্যই করার খুবই প্রয়োজন। শাকসবজি এবং ফলমূল গ্রহণ করুন। কুমড়ো, গাজর এবং টমেটোতে অতিরিক্ত পরিমান ক্যান্সার প্রতিরোধ করার মতো গুণ রয়েছে। রেড মিট খাওয়ার ইচ্ছা থাকলে মাসে মধ্যে একটি দিন দুই পিস খান। তার বেশি গ্রহণ করবেন না। গ্রিন টি ক্যান্সার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। রোজ এক কাপ করে গ্রিন টি খেলে শরীর সুস্থ থাকবে। ক্যান্সার নিয়ে সচেতনা শিবির তৈরি করা হচ্ছে। পথ নির্দেশিকা তৈরি করছে। কীভাবে ক্যান্সারের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবে তা নিয়ে চলছে গবেষনা। নিত্য নতুন ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে। তার ফলে জটিল ক্যান্সার রোগ নিরাময় হতে পারছে। ক্যান্সারকে আমরা ভয় পাই তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এটা দ্রুত শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। মানুষকে একেবারে অকেজো করে দেয়। শক্তিহীন করে দেয়। মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা ক্রমশ কমতে থাকে। ইচ্ছা আর নতুন করে জাগ্রত হয় না। নির্জীব পদার্থে পরিণত হতে শুরু করে। পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। প্রতিনি হালকা খাবার খান এবং খাবার গ্রহণ করা পরে বেশ খানিকক্ষণ নিজেকে বিশ্রাম দিন। রেড মিট খাওয়া চলবে না। তবে মাসে একবার করে মাত্র কয়েকটি রেড মিটের টুকরো খাওয়া যেতে পারে। বেশি করে শাকসবজি খান। তাতে ফ্যাট তৈরি হবে না।

লেখকদের পকেটথেকে নেওয়া লেখার প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

কলকাতার হেরিটেজ 'ঘড়ি মল্লিক 'বাড়ি

রাজারাম মল্লিক কলকাতায় চলে এসেছিলেন। কলকাতায় এসে পাথুরিয়া ঘাটাতে বসবাস করতে শুরু করেন। রাজারামের দাদা বৈদ্যনাথ দে মল্লিক তাঁদের বাড়িতে প্রথম সিংহ বাহিনী দেবতা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবতার প্রায় ১৫০০ বছরের ইতিহাস রয়েছে। শোনা যায় রাজা মান সিং এই দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুঘলদের হাত থেকে দেবতাকে রক্ষা করতে একজন পুরোহিত চট্টগ্রামে দেবতাকে নিয়ে পালিয়ে যান। রাজা রাম মল্লিকের পুত্র দর্পনায়ারণ মল্লিক ১৬৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭০৩ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। ১৭১৩ সালে তাঁর পুত্র নয়ন চাঁদ মল্লিকের জন্ম হয়। নয়ন চাঁদের পুত্র নিমাই চরণ ১৮৩৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। নিমাই চরণ একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংকটের সময় ইংরেজ সরকারকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন। ফলে ইংরেজ সরকার তাকে বেশি মান্যতা দিত। মল্লিক বাড়িটি তৈরি করেছিলেন ম্যাকিনটস বার্ন কোম্পানি। এখনও এই বাড়িটে নাচঘরে বেলজিয়াম কাচের ঝাড়বাতি দেখতে পাওয়া যায়। ঠাকুর দালানের বাতি স্তম্ভ গুলো কাস্ট লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কলকাতায় যতগুলো বনেদি পরিবারের বাড়ি রয়েছে তার মধ্যে মল্লিকদের বাড়িটি বেশ প্রাচীন এবং ঐতিহ্যময়। এই বাড়িতে এসেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। পাথুরিয়া ঘাটা একসময়ে ধনী বাঙালিদের আবাস ছিল। সেখানে কিছু সোনার বণিক সম্প্রদায় পরিবার ছিল যারা সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় ভুক্ত। পাথুরিয়া ঘাটা মল্লিক বাড়িটি আজও বাংলার ঐতিহ্যকে বহণ করে চলেছে। প্রবেশ পথের দরজাটি কাস্ট আয়রনের তৈরি। এখন সেখানে রয়েছে গাসের ল্যাম্প পোস্ট যা অতীতকে স্মরণ করায়। এখানে রয়েছে ঠাকুর দালান। সেখানে ঠাকুর

মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সিংহ বাহিনী দেবী মূর্তি। এখানে একটি আয়রন বুক রয়েছে যা ইংল্যাণ্ড থেকে আনা হয়েছিল ১৮১৮ সালে। পাঠান শাসন কালে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার সোনার খনিগুলোর উৎস আবিস্কার করেছিলেন। এ ব্যাপারে যাঁরা তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন সেই সব পরিবারকে মলিকস উপাধি দান করেন। তারপর থেকে মল্লিক উপাধিতে নিজেদের ভূষিত করতে শুরু করে কলকাতার মল্লিকেরা। কলকাতার বনেদি বাড়িগুলিতে তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার কারণ তিনি তখন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করা ব্রত পালন করতে শুরু করেছেন। হিন্দুরা যাতে ভিন ধর্ম গ্রহণ না করে এবং সনাতন ধর্মের ওপরে আস্থা স্থাপন করে তার জন্য তিনি তখন কলকাতার জমিদার বাড়িগুলিতে সফর করতে থাকেন

জঙ্গি আবহের মধ্যেই এবার মুর্শিদাবাদে উদ্ধার তাজা বোমা

দুরন্ত বার্তা, জলঙ্গি, ২৫ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশ আবহের মধ্যে জঙ্গি অনুপ্রবেশ নিয়ে তোলপাড় বাংলা। মুর্শিদাবাদ থেকে ইতিমধ্যেই জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছে দু'জন। এই আবহে এবার বোমা উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ঠিক পাশ থেকে উদ্ধার বোমাগুলি। কারা রেখেছে সেই বোমা? তা জানা যায়নি। তবে বড় কিছু ঘটনার আগেই বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করেছে পুলিশ। ঘটনাটি

ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার ইননাথপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ঘটনা। সেখানেই ২০০ মিটার দূরে আবারো তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। খবর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জলঙ্গি থানার পুলিশ। বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করেছে পুলিশ। সম্প্রতি, আশিকুল শেখ ও জয়নাল শেখ নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল। গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে আগেই খবর ছিল। সেই মতো রানিতলা থানার পুলিশ অভিযুক্তদের পাকড়াও করে। আগ্নেয়াস্ত্রগুলি উদ্ধার করে। ধৃতদের তোলা হয় লালবাগ মহকুমা আদালতে। সেই ঘটনার এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই উদ্ধার বোমা। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের বক্তব্য, ছোট ছোট বাচ্চারা ওই শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াশোনা করতে যায়। কোনওভাবে যদি বোমাগুলি ফেটে যেত তাহলে কী হত? পুলিশ-প্রশাসনকে আরও কড়া হওয়ার জন্য আবেদন করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

নিখোঁজ স্ত্রী-পুত্র, ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি, থানার দ্বারস্থ স্বামী

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ২৫ ডিসেম্বরঃ হঠাৎ বাড়ি থেকে নিখোঁজ স্ত্রী-পুত্র। এরপর একদিন বাড়িতে এল ফোন। নিখোঁজ স্ত্রী-ছেলেকে পেতে গেলে দিতে হবে ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু অদ্ভুত এল, হুমকি এল এক দরিদ্র ব্যক্তির কাছে। তাঁর স্ত্রী পুত্রকে কেন অপহরণ? কেনইবা মুক্তিপণ দাবি, তাঁর কাছে আছেটাই বা কী? ফোনে হুমকি পেয়ে বুধবার শান্তিপুর পুলিশ এর দ্বারস্থ অসহায় দরিদ্র ব্যক্তি। পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন ওই ব্যক্তি। সূত্রের খবর, শান্তিপুর থানার মালি পোতা এলাকার বাসিন্দা এক গৃহবধূ গত ৭ তারিখ তাঁর ছেলেকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। স্বামীর দাবি, তারপর থেকেই তাঁর স্ত্রী ও ছেলে নিখোঁজ হয়ে যায়। ওই গৃহবধূর স্বামী গত ১০ তারিখ শান্তিপুর থানায় স্ত্রী পুত্রের নিখোঁজ ডায়েরি নথিভুক্ত করেন। অভিযোগ, এতদিন হয়ে গেলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। অভিযোগ, এর পর ২৪ তারিখ রাতে ওই গৃহবধূর স্বামীকে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি ফোনে স্ত্রী ও পুত্রকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। ঘটনায় দিশেহারা ওই গৃহবধূর স্বামী বুধবার পুনরায় শান্তিপুর পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন।

ওঁদের 'টার্গেট' বড়দিন, সকাল থেকেই নেমে পড়লেন কাজে

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া, ২৫ ডিসেম্বরঃ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। বেতন না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। যার জেরে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, মঙ্গলবার বেতন মিটিয়ে দেওয়ার কথা বললেও সেই টাকা ঢোকেনি অ্যাকাউন্টে। তাই বড়দিনের দিনই নামলেন ময়দানে। পুরসভার কাছেই পিপুলপাতি পাঁচমাথা মোড়ে ফের অবরোধ শুরু করে তাঁরা। এ দিকে, অস্থায়ী কর্মীরা কাজ শুরু না করার খবর বিধায়ক অসিত মজুমদারের কাছে। তিনি পিপুলপাতিতে পৌঁছন। অস্থায়ী কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর বিধায়ক বলেন, ''ব্যাঙ্কের সার্ভারে সমস্যা থাকায় গতকাল টাকা ঢোকেনি। আজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। এই আশ্বাস মেলার পরই উঠে যায় বিক্ষোভ।'' প্রসঙ্গত, দীর্ঘ দুমাস ধরে টাকা পাননি পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। এরপর বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন কোটি টাকা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তা দিয়েই চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের দুমাসের বেতন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। একই সঙ্গে এও বলেছিলেন, রাজ্য সরকার এই টাকা অগ্রিম হিসেবে দিয়েছে। পরে তা শোধ করতে হবে। পাশাপাশি ডিসেম্বর মাসের বেতন দেওয়া হবে জানুয়ারি মাসে। কিন্তু তারপরও বেতন না মেলায় এই ঘটনা।

সামনে যা পাচ্ছে, সব সাবাড় করছে 'ও', না খেয়ে দিনের পর দিন বসে গ্রামবাসী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ ডিসেম্বরঃ গ্রামের গায়েই উঠে গেছে ভাঁড়ির পাহাড়। অনুমান করা হচ্ছে সেই পাহাড়েই লুকিয়ে রয়েছে বাঘিনি জিনাত। হামলা ঠেকাতে গ্রামের পাহাড়ের দিক ঘিরে ফেলা হয়েছে নাইলনের জাল দিয়ে। কিন্তু এখনো অরক্ষিত গ্রামের অপর পাশ। সেই অরক্ষিত দিকেই ভোর বেলায় দেখা মিলেছে বাঘিনির পায়ের ছাপ। আতঙ্কে কাঁটা গোটা রহমদা শবর পাড়া। এ দিকে, বাঘিনি নিজে একের পর এক গরু-ছাগল সাবাড় করে চলেছে। রহমদা শবর পাড়ায় সব মিলিয়ে বাস গোটা পাঁচেক শবর পরিবারের।

ভাঁড়ির পাহাড়ের ঢালেই অবস্থান এই গ্রামের। পাহাড়ের ঢালে জঙ্গলের ভিতরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভাঙাচোরা বাড়ি। সেই পাহাড়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘিনি জিনাত। গ্রামের অদূরেই থাকা নাপিত পুকুরের কাছে আজ সকালে স্থানীয়রা বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছেন। তাতে আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে জিনাতের হানা ঠেকাতে গ্রামের একটি দিক নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরেছে বন দফতর। কিন্তু অরক্ষিত অপরদিকেই বাঘিনির পায়ের ছাপ নতুন করে আতঙ্ক তৈরি করেছে গ্রামবাসীদের। মালতী সব্বর নামে এক বাসিন্দা বলেন, ''আজ কাজেও যেতে পারিনি বাঘের ভয়ে। বাঘ ঘুরছে। চাল নেই বাড়িতে। এদিকে বাঘের ভয়ে যেতে পারছি না। জঙ্গলে গেলে তবেই তো খাবার জোটে।'' অপরদিকে, আরও এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ''জঙ্গলে যাই। তারপর সেখানে কাঠ কাটি। সেই কাঠ বিক্রি করে তবেই তো পয়সা রোজগার হয়। কিন্তু বাঘের ভয়ে বেরতেই পারছি না। খাবার জুটছে না।''

আদালত চত্বরে স্ত্রীর পেটে ছুরি ঢোকালেন স্বামী

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ২৫ ডিসেম্বরঃ আদালতের সামনে স্ত্রীকে ছুরি মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কল্যাণী জহরলাল নেহেরু মেডিক্যাল হাসপাতালে। স্ত্রীর চিৎকারের আদালত চত্বরে ছুটে আসেন লোকজন। অভিযুক্তকে ধরে ফেলে জনতা। ঘটনাটি কল্যাণী মহকুমার আদালতের সামনে। জানা গিয়েছে, নদিয়ার চাকদার বাসিন্দা ওই দম্পতির মধ্যে পারিবারিক বিবাদ চলছিল। মঙ্গলবার তারা কল্যাণী মহকুমার আদালতে আসে। কয়েকদিন আগে তাঁর স্ত্রী পালিয়ে যায় অন্য এক পুরুষের সঙ্গে।। স্বামী অভিযোগ দায় করে থানায়। পুলিশ ওই মহিলাকে খুঁজে করে কল্যাণী মহকুমার আদালতে পাঠায়। আজ ওই মহিলা তাঁর পরিবারকে নিয়ে আদালতে ছেড়ে বাড়িতে ফেরছিলেন। সেই সময় আদালতের সামনে টোটোতে উঠতে গেলে তখন তাঁর স্বামী ছুরি ধরে গলায়। পরিবারের সবাই বাধা দিতে গেলে মহিলার পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় জহরলাল নেহেরু মেডিকেল হাসপাতালে। ওই মহিলা চিৎকার শুনে এলাকার মানুষ অভিযুক্ত স্বামীকে ধরে ফেলেন। কল্যাণী থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি ওই মহিলা।

মমতার পুলিশকে 'নপুংসক', 'হাতে চুড়ি পরাবো' বলে হুমকি তৃণমূল বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, মঙ্গলকোট, ২৫ ডিসেম্বরঃ সময় বদলেছে। তবু বদলায়নি একাংশ তৃণমূল নেতাদের ব্যবহার। একসময় বীরভূমের বাঘ অনুব্রত মণ্ডল বলতেন 'পুলিশের গাড়িতে বোমা মারুন'। আর এখন 'পুলিশকে নপুংসক' বলে অপমান তৃণমূল বিধায়কের। যা নিয়ে শুরু হয়েছে তরজা। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটে। সেখানে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যানার পোড়ানো নিয়ে গন্ডগোল চলছিল। সেখানেই শোনা গেল শাসক দলের বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী কৈচর ফাঁড়ির আইসি ও অন্য অফিসারদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, ''এই নপুংসক পুলিশ আমাদের দরকার নেই।'' এখানেই থামলেন না। আরও বললেন, ''ব্যানার পোড়ানো নিয়ে যদি পুলিশ ব্যবস্থা না নেয়। আমরা ব্যবস্থা নেব। এতদিন বলিনি কিছু।'' উর্দি পরিহিত পুলিশ আধিকারিক বললেন, ''স্যর সময় দিন অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।'' পাল্টা আবার বলতে শোনা গেল, ''একটা পর্যন্ত হাতে সময় থাকল তারপর চুড়ি পরিয়ে দেব।'' বিষয়টি নিয়ে তীব্র নিন্দা করেছে বিরোধীরা। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''পুলিশ তো আলাদা বলে কিছু নেই। পুলিশ আর তৃণমূল মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে। আর পুলিশের যদি কোনও বিচ্যুতি থাকে তাহলে

তৃণমূলের লোকজনই শাসন করবে।'' অপরদিকে, একই বক্তব্য সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর। তিনি বললেন, ''তৃণমূল বার্তা দিচ্ছে আমি দল। আমি বস। আমার কথা শুনতে হবে। অনুব্রত বোমা মারার মতো হুমকি দেওয়ার পরও যখন মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিতে পেরেছিলেন। সেখানেই তো পরিস্কার হচ্ছে সবটা।''

মন্দারমনির তৃণমূল নেতার মৃত্যুতদন্তে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি মৃতের স্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৫ ডিসেম্বরঃ মন্দারমনিতে বেড়াতে গিয়ে আমডাঙার তৃণমূল নেতার রহস্যমৃত্যুতে ক্রমেই বাড়ছে জট। সম্পর্কের টানাপোড়েন নাকি ব্যবসায়ীক লেনদেন? কী রয়েছে মৃত্যুর পিছনে, ভাবাচ্ছে পুলিশকে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, গঙ্গাসাগরের পাওনা টাকা আনতে যাচ্ছেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তারপর তিনি কীভাবে মন্দারমনি চলে গেলেন, এ সম্পর্কে পরিবারও ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে। সঠিক তদন্তের দাবিতে এবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন তৃণমূল নেতার স্ত্রী। পুলিশি তদন্তের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন তিনি। প্রয়োজনে থানার ওসি বদলেরও দাবি জানিয়েছেন মৃতের স্ত্রী। আমডাঙার উপপ্রধান সুমাইয়া পারভিনের স্বামী আবুল নাসার নামে বছর চৌত্রিশের ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় মন্দারমনির একটি হোটেল থেকে। আর তা ঘিরেই রহস্য। ঘটনার রাতে মন্দারমনি থেকে স্ত্রীর সঙ্গে রাত সাড়ে ১১টাতেও কথা হয়েছে তৃণমূল নেতা আবুল নাসারের। তাঁকে জানাননি যে তিনি মন্দারমনিতে রয়েছেন। পরবর্তীতে তাঁর স্ত্রী যখন ফোন করে মোবাইল সুইচড অফ পান। তাঁদের পরিবারের সন্দেহ, সোদপুরে যে জমি রয়েছে, তার আর জন পার্টনার মামু। সেই সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর ভাগ্নিকে ব্যবহার করে আবু নাসেরকে খুন করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের। আধহাটা পঞ্চায়েত জুড়ে সাধারণ মানুষ শোকের মধ্যে আছে। উপকার করবার জন্য রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এলাকার মানুষের কাছে ভালো মানুষ হিসাবে পরিচিতি রয়েছে দীর্ঘদিনের। রাত বিরেত গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়াতেন আবু নাসের। মৃত আবুলের মাও বলেন, ''পুলিশ বারবার বোঝানোর চেষ্টা করে যে, আমার ছেলে আত্মহত্যা করেছে। আমাকে দিয়ে কতগুলো কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওসি আমাদের কোনও কথা শুনতে চাননি।'' পূর্ব মেদিনীপুর ডিএসপি (ডিএনটি) আবনুর হোসেন বলেন, ''পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার পক্ষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। তদন্ত চলছে। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয়, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।''

বকেয়ার দাবিতে রাতভর ম্যানেজারের বাংলো ঘিরে বিক্ষোভ, বড়দিনে তপ্ত চা বাগান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বরঃ বড়দিনের উৎসবে সামিল না হয়ে রাতভর চা বাগানের ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন কিলকোট চা বাগানের শ্রমিকরা। মজুরি না মেলায় বিক্ষোভে সামিল হন চা শ্রমিকরা। মাটিয়ালি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের ঘটনা। মঙ্গলবার সারা রাত ধরে বাগানের ম্যানেজারের বাংলো ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বকেয়া মজুরির দাবিতে সোচ্চার হন। পরিস্থিতি সামাল দিতে যায় বিশাল বাহিনী। জানা গিয়েছে, কিলকোট চা বাগানের শ্রমিকদের ২৩ ডিসেম্বর অর্থাৎ সোমবার পাক্ষিক মজুরি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ মজুরি না দেওয়ায় মঙ্গলবার মজুরি দেওয়া হবে জানান। সেই অনুযায়ী এদিন শ্রমিকরা মজুরি নেওয়ার জন্য বাগানের ফ্যাক্টরিতে আসেন। কিন্তু বাগান ম্যানেজার অতুল রানা শ্রমিকদের জানান, সব শ্রমিকদের মজুরি

আসেনি। তাই সবাইকে দেওয়া যাবে না। ম্যানেজারের এই কথা শুনে হবে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকেরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রথমে বাগানের ফ্যাক্টরি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান, রাত নেমে এলেও বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে মুজুরি দেওয়ার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায়। শ্রমিকরা চলে যান বাগান ম্যানেজারের বাংলোয়। বাংলো ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। খবর পেয়ে বাগানে পৌঁছয় মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচা, মাল মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ, মাটিয়ালি ব্লকের বিডিও অভিনন্দন ঘোষ সহ বিশাল বাহিনী। পুলিশ শ্রমিকদের বাংলোতে ঢুকতে বাধা দেয়। এরপরও কিছু শ্রমিক বাংলোর ভিতরে ঢুকে পড়ে। পরে ম্যানেজারকে পুলিশি পাহারায় নিয়ে যাওয়া হয় বাংলোর দ্বিতীয় তলায়। একই মালিকানাধীন মাটিয়ালি ব্লকের নাগেশ্বরী চা বাগানে এদিন পাক্ষিক মজুরি দেওয়া হলেও কিলকোট চা বাগানে কেন দেওয়া হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শ্রমিকেরা। চলতি মাসের ১২ ডিসেম্বর পাক্ষিক মজুরি দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হন এই বাগানেরই শ্রমিকরা। এরপর ১৪ ডিসেম্বর শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয়। প্রতি মাসের ৯ ও ২৩ তারিখ পাক্ষিক মজুরি দেওয়ার কথা বাগানের শ্রমিকদের। এদিন দীর্ঘক্ষণ ম্যানেজার বাংলায় বিক্ষোভ দেখানোর পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে বাংলো থেকে চলে যান।

বাড়িতে ঢুকে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৫ ডিসেম্বরঃ নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক। অভিযুক্তের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায়। বুধবার ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত মুর্শিদাবাদ থেকে কাজের সূত্রে জামালপুরে এসেছিল। অন্যদিকে নাবালিকার বাড়ি জামালপুর থানা এলাকায়। জানা গিয়েছে, নাবালিকা ঘটনার দিন মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। সেদিন একাই ছিল সে। আর সেই সুযোগ কাজে লাগায় অভিযুক্ত যুবক। বাড়িতে ঢুকে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই নাবালিকা বাবা জামালপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে জামালপুর থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, তিলোত্তমার ঘটনার পর তোলপাড় হয়েছে গোটা রাজ্য। পথে নামেন শ'য়ে-শ'য়ে মানুষ। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চলে প্রতিবাদ কর্মসূচি। কিন্তু তারপরও হাল ফিরছে কি? পরিস্থিতি একই। কখনও নাবালিকাকে ধর্ষণ, কখন আবার শিশুকে ধর্ষণ, কখনও বা যুবতীর উপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠেই আসছে। তবে একই সঙ্গে পুলিশি নজরদারিও বেড়েছে। কোনও ঘটনা ঘটলে দ্রুত পুলিশ তার ব্যবস্থাও নিচ্ছে। এর অন্যতম উদাহরণ হল জয়নগর। সেখানে ঘটনার ৬২ দিনের মধ্যেই আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

দুষ্কৃতী ভাড়া করে নিজেরই দোকানের গয়না ছিনতাই!

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৫ ডিসেম্বরঃ কাস্টমারের টাকা ও সোনা-রুপোর গয়না হাতাতে অভিনব ছক কষলেন খোদ সোনার দোকানের মালিক। ভাড়া করা দুষ্কৃতীদের দিয়ে মার খেলেন। টাকা-গয়না ছিনতাইয়ের ঘটনাও সাজালেন মাথা খাটিয়ে। তবুও শেষরক্ষা হলো না। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ভেঙে পড়ে সবটা স্বীকার করে নিয়েছেন মন্তেশ্বরের কুলে দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা সোনার ব্যবসায়ী বছর ২৩-এর আলমগির শেখ ওরফে আলো। তাঁকে গ্রেপ্তারের পর মঙ্গলবার কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। এ দিন আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে আলমগির বলেন, ''একটু চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। তাই এই প্ল্যান করেছিলাম।'' কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী বলেন, ''কিছুটা সোনা ও রুপোর গয়না উদ্ধার হয়েছে। বাকিটা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।'' নাদনঘাট বাজার এলাকায় একটি সোনার দোকান রয়েছে আলমগিরের। ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কর্মচারী মুন্সি হাইবুল শেখকে নিয়ে মোটরবাইকে বাড়িতে ফিরছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল সোনা-রুপোর গয়না ভর্তি একটি ব্যাগ। মন্তেশ্বর থানা এলাকায় তিন দুষ্কৃতী তাঁদের পথ আটকায়। তারা প্রথমে হাইবুলকে মারতে মারতে একটি মাঠের দিকে নিয়ে যায়। দুষ্কৃতীরা চলে গেলে হাইবুল ঘটনাস্থলে এসে দেখেন, রাস্তার উপর পড়ে রয়েছেন আলমগির। গয়না ভর্তি ব্যাগ সেখানে নেই। আলমগির হাইবুলকে জানান, ওই ব্যাগ নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ২২ ডিসেম্বর মন্তেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন হাইবুল। অভিযোগে জানানো হয়, ৫০০ গ্রাম সোনা ও কিছু রুপোর গয়না ছিনতাই হয়েছে। তদন্ত শুরু করে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। আলমগির পুলিশকে জানিয়েছিলেন, তাঁকে দুষ্কৃতীরা মারধর করেছে। কিন্তু তাঁর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন না থাকায় পুলিশের সন্দেহ হয়। তদন্তে নেমে নাদনঘাটের কুশোগড়িয়ার বাসিন্দা শাহজামাল শেখ ও বাগবুল মল্লিক নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বর্ধমানে শুরু হল খাল বিল উৎসব

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৫ ডিসেম্বরঃ বাংলার হারিয়ে যেতে বসা প্রাণসম্পদকে খুঁজে পেতে বুধবার থেকে তিনদিন পূর্ব বর্ধমানের প্রত্যন্ত পূর্বস্থলীর বাঁশদহ বিল, চাঁদের বিলে চলবে খাল বিল উৎসব। বিলের মায়াবী জলরাশিকে সাক্ষী রেখে বিলের মাঝে আর পাড়ে মঞ্চ বেঁধে একেবারে গ্রামবাংলার কায়দায় বর্ষশেষের উদযাপন। বাংলার হারিয়ে যেতে বসা চুনোমাছ, পিঠেপুলি আর লোকসংস্কৃতিকে নতুন করে তুলে ধরতে ২৪ বছর আগে এই অভিনব উসবের সূচনা করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উৎসবের উদ্বোধন করতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, পুলিশ সুপার সায়ক দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট মানুষ। তিনদিন ধরে চলবে লোকজীবনের সঙ্গে যুক্ত নানা জিনিসের প্রদর্শন। সঙ্গে গ্রাম্য মেলার মজা। ২০০০ সালে নতুন ভাবনা নিয়ে শুরু হয়েছিল উৎসব। এখানে এলে প্রকৃতি আর লোকজীবনের ছোঁয়ায় মন ভরে যাবেই।

দিদিমা ও নাতনির থেকে মিলল ১০ কেজি গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ ডিসেম্বরঃ সুতির চাঁদের মোড়ে আর পাঁচজন সাধারণ যাত্রীর মতোই গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন এক বৃদ্ধা ও তার সম্পর্কিত নাতনি। পুলিশ এসে সেখান থেকেই পাকড়াও করল তাদের। ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হল ১০ কেজি গাঁজা। থানায় নিয়ে গিয়ে দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে গ্রেফতার করা হয়। বৃদ্ধার বাড়ি মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানা এলাকায়। ওই যুবতী থাকেন বীরভূম জেলার নলহাটি থানার লোহাপুর এলাকায়। অভিযোগ, তাদের দিয়ে গাঁজা পাচারের চেষ্টা করেছিল পাচারকারীরা। ধৃতদের জেরা করে কোথা থেকে ওই মাদক তারা পেয়েছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। বুধবার সকালে দু'জনকে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, সড়কপথে শিলিগুড়ি থেকে সুতির চাঁদের মোড়ে আসে তারা। সেখানেই কারও জন্য অপেক্ষা চলছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাদের চিহ্নিত করে। ব্যাগ খুলে পাওয়া যায় প্রায় ১০ কেজি গাঁজা। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের দেখে ব্যাগটি লুকোনোর চেষ্টা করেছিল দুজন। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য ব্যাগের ভিতরের কাপড় রাখা হয়েছিল। তবে সেগুলো সরাতেই পাওয়া যায় মাদক। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় বলেন, ''আগাম খবরের ভিত্তিতে নজরদারি রাখা হচ্ছিল। তল্লাশি চালিয়ে দু'জনের ব্যাগ থেকে ১০ কেজি গাঁজা পাওয়া গেলে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।''

জোড়া সেতুতে বড় বড় গর্তে প্রবল আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বরঃ ধূপগুড়ি মহকুমার দুই বেহাল সেতু নিয়ে চরম দুর্ভোগে এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। মন্ত্রী-নেতা থেকে আমলারা পরিদর্শন করলেও আজও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। দই খাওয়া এবং কুমলাই নামে ধূপগুড়ির এই দুই সেতুতে যে কোনও সময়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা। দু'টিতেই তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। খসে পড়ছে চাঙড়। তবু হেলদোল নেই প্রশাসনের বলে ক্ষোভ স্থানীয় বান্দিাদের। ধূপগুড়ির গধেয়ার কুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুর্শামারি, বেতগাড়া-সহ আরও কয়েকটি এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা দই খাওয়া সেতু। তিনটি গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দা এই সেতু ব্যবহার করেন। কিন্তু একটি ছোট পিকআপ ভ্যান গেলেই সেতু দুলতে শুরু করে। সেতুর দুই দিকের পিলারগুলোর অবস্থা বেহাল। বেরিয়ে গিয়েছে সেতুর জং ধরা রড। ভেঙে গিয়েছে সেতুর পাশে থাকা পিলারগুলি। সেতুর মধ্যে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ হলেও দিব্যি বড় বড় গাড়ি বালি বোঝাই করে সেতুর উপর দিয়ে চলাচল করছে। যার ফলে বিপদ আরও বেড়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত সেতু সংস্কার না হলে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন। এলাকার বাসিন্দা ধজেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ''জলঢাকা নদীর তীরে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ এই সেতু ব্যবহার করেন। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে জরুরি পরিষেবাও পাবেন না এলাকার

মানুষ।'' স্কুল পড়ুয়া দ্বীপায়ন মল্লিক বলে, ''ভাঙা ব্রিজে মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। ১৫০০ ছাত্রছাত্রী এই ব্রিজের উপর দিয়ে যাতায়াত করে। প্রশাসনের গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখা উচিত।'' টোটোচালক প্রসেনজিৎ সরকার বলেন, ''এমনিতেই সেতুর খারাপ অবস্থা। তারই মধ্যে বড় বড় ডাম্পার-লরি চলাচল করে। যে কোনও সময়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'' ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য উত্তমকুমার রায় লেন, ''সেতুর বেহাল দশার কথা প্রশাসনের আধিকারিকরা জানেন, কিন্তু কেউ কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না।'' অন্যদিকে, একই অবস্থা ধূপগুড়ির রায়পাড়া এবং সূর্য সেন কলোনির মাঝে কুমলাই নদীর উপরে থাকা সেতুটির। কঙ্কালসার চেহারা হয়েছে সেতুটির। মাঝেমধ্যে সেখানেও দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। কিছুদিন আগে সেতুর অবস্থা পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরাও। কিন্তু তারপরও এই সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি। যে কোন সময় সেতু ভেঙে বড় বিপদ ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা এলাকার মানুষদের। এই সেতু হয়ে এই খগেনহাট, ঝালটিয়া-সহ বেশ কিছু এলাকার মানুষ কখনও হাসপাতাল কখনও সুপার মার্কেটে আসেন। কয়েক হাজার মানুষ এই সেতুর উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় বলেন, ''দই খাওয়া সেতুর বেহাল অবস্থার কথা আমি আগেই শুনেছি। সেতুটি পরিদর্শনও করেছি। জেলা পরিষদের তরফে তৈরি করা হয়েছিল সেতুটি। তাই তারা যাতে উদ্যোগে নিয়ে সেতুটিকে সংস্কার করে সেটা দেখব। তবে কুমলাই সেতুর বেহাল অবস্থার কথা আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।'' দুই সেতুর বেহাল অবস্থার প্রসঙ্গে প্মহকুমা শাসক পুস্পা দোলমা লেপচা বলেন, ''দু'টি সেতুর ব্যাপারেই বিস্তারিত খোঁজ নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।''

'কোনও সরকারি আধিকারিক এসে টাকা চাইলে দেবেন না', শেষে রাস্তায় নামতে হল বিডিও-কে

দুরন্ত বার্তা, চন্দ্রকোনা, ২৫ ডিসেম্বরঃ '২০ হাজার দিলে পিছন ফিরে তাকাতে হবে না' মুর্শিদাবাদে তৃণমূল নেত্রীর কাটমানি চাওয়ার একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি পোস্ট করেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই ভিডিয়ো নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। আবাস যোজনার বাড়ির বিনিময়ে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। তবে এই ঘটনা শুধু মুর্শিদাবাদ নয়। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এমন অভিযোগ উঠছে। কখনও বাড়ির তালিকা প্রস্তুত নিয়ে দুর্নীতি তো কখনও সরকারি আধিকারিকের নাম করে উপভোক্তাদের কাছ থেকে টাকা চাওয়ার গুচ্ছ-গুচ্ছ অভিযোগ উঠে এসেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। এবার এই সব বিতর্ক এড়াতে নয়া পন্থা চালু করল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুরের জেলা প্রশাসন। রাস্তায় নেমে প্রচার করলেন বিডিও থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধানরা। প্রথম দফায় ৯২৮ জন উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের টাকা। ইতিমধ্যে অধিকাংশ

উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা ঢুকে গিয়েছে। এখনও সার্ভের কাজ চলছে ধাপে ধাপে। আর প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকতেই উপভোক্তাদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন জায়গায় বিশেষ আলোচনা সভা করল ব্লক প্রশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েত। উপস্থিত ছিলেন ব্লকের বিডিও উপল পাইক, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দোয়াল লোহার, উপপ্রধান মনাজুর মোল্লা সহ ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য আধিকারিকরা। 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প নিয়ে যাতে কোনও দুর্নীতির বা অভিযোগ না ওঠে, সঠিক সময়ে সরকারের দেওয়া গাইডলাইন মেনে উপভোক্তারা যাতে বাড়ির কাজ শুরু করে সেসব নিয়েই এই আলোচনা সভা হয়। সেখানেই দেখা যায়, বিডিও উপল পাইক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনাজুর মোল্লা রীতিমতো মাইক হাতে বলছেন, ''কোনও সরকারি অফিসার বা কর্মী, তা সে গ্রাম পঞ্চায়েত হোক বা বিডিও অফিসের। কেউ যদি টাকার দাবি করে আপনারা দেবেন না। কেউ এসে যদি বলে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছি বা টাকা পাইয়ে দিয়েছি তার জন্য আমাকে এতো টাকা দিন, এরকম কেউ দাবি করলে সরাসরি বিডিওকে জানাবেন।'' এ প্রসঙ্গে বিডিও বলেন, ''টাকা ইতিমধ্যেই ঢুকতে শুরু করেছে। আমরা উপভোক্তাদের বুঝিয়েছি এই টাকা দিয়ে শুধু বাড়িই করা যাবে। অন্য কোনও কাজে এই বাড়ির টাকা ব্যবহার করা যাবে না। এরপর সার্ভে করব যে সত্যিই তাঁরা বাড়ি বালাতে শুরু করেছেন কি না। সঙ্গে এও জানালাম কেউ যদি তাঁদের থেকে টাকা চায় আমায় জানালে আমি ব্যবস্থা নেব তাঁদের বিরুদ্ধে।''

টলি-বলি

বাংলার পাশাপাশি অসমিয়া, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার ছবিতে নায়ক বা ভিলেন চরিত্রে ছিলেন

২০১৯ সালের কথা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হঠাৎ ভাইরাল'অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় আর নেই'! ফেসবুক ভরে গেল 'আর.আই.পি' কামনায়। এ খবরে ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন ভিক্টর। মারা যাননি সে খবর নিজেকেই দিতে হয়েছিল সেদিন। নিজেই ফেসবুকে বলেন, 'আই অ্যাম অ্যালাইভ। বিলিভ ইট অর নট।' তিনি আমাদের মধ্যে আজও আছেন। বড় পাওয়া, গুণী এই শিল্পী অভিনয় করেন বাংলা চলচ্চিত্রে। সত্যজিৎ রায় থেকে

মৃণাল সেন, রোমান পোলান্স্কি, জেমস আইভরি, শ্যাম বেনেগাল, ডেভিড লিন, রোনাল্ড নিয়েম, নীতিশ রায়, রামগোপাল ভার্মার পরিচালনায় সমৃদ্ধ করেছেন চলচ্চিত্র ভুবনকে। তিনি অবশ্য বলতেন, 'আমি একজন ভিতু লোক। বাংলা, ইংরেজি, অসমিয়া, হিন্দি বলতে পারি সাবলীলভাবে। আমার প্রথম সিনেমা উর্দু ভাষায়, অথচ আজ পর্যন্ত আমি উর্দু বলতে পারি না।' ভিক্টরের ৭৮তম জন্মদিন। তাঁর আসল নাম পার্থসারথি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্র জগতে তিনি ভিক্টর ব্যানার্জি বা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার পাশাপাশি অসমিয়া, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার ছবিতে নায়ক বা ভিলেন চরিত্রে তাঁকে পাওয়া গেছে। ক্ল্যাসিক বা বাণিজ্যিক, সব ধরনের ছবিতে অভিনয় করেই তিনি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন। ১৯৪৬ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহের চাঁচলের এক জমিদারবাড়িতে তাঁর জন্ম। জীবনের বড় একটা সময় তিনি কাটিয়েছেন পাহাড়ে। শিলংয়ের সেন্ট অ্যাডমান্ড স্কুল শেষে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে স্কলারশিপ পান। ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈশব কাটে বোর্ডিং স্কুলে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'স্কুলে টাই আর ব্লেজার পরাই ছিল রীতি। চাকরি করতাম এমন এক বিলেতি সংস্থায়, যেখানে সন্ধ্যাবেলা থিয়েটার বা সিনেমা দেখতে যাওয়ার সময়ও স্যুট পরতে

হতো। কিন্তু ওই দমবন্ধ বছরগুলোতেও আমি মনে মনে ছিলাম হিপি আন্দোলনের অনুসারী। সেই পাঁচ বছর বয়সে শুরু করে, চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো বিরতি ছাড়াই মঞ্চে অভিনয় করে গেছি। অবশেষে ১৯৭৬ সালে, ৩০ বছর বয়সে, নিউইয়র্কের চাকরি ছেড়ে মানিকদার (সত্যজিৎ রায়) দরজায় কড়া নাড়ি।' ভারত ও ভারতের বাইরের অনেক পরিচালকের সঙ্গে কাজ করলেও সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' তাঁর ক্যারিয়ারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। সত্যজিতের 'ঘরে বাইরে' ও 'পিকু'তেও অভিনয় করেছেন তিনি। বাংলা 'আগুন', 'দেবতা', 'লাঠি' ছবিগুলোতে ছিল তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। গত শতকের আশির দশকে তিনি কলকাতার বাংলা ছবির পাশাপাশি হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছেন।'ভূত', 'জগার্স পার্ক', 'হোম ডেলিভারি', 'আপনে', 'সরকার রাজ', 'গুণ্ডে', 'ফেভার'র মতো ব্যবসাসফল বেশ কিছু ছবিতে অভিনয় করেন তিনি। শ্যাম বেনেগালের 'কলিযুগ' ছবিতে তাঁর অভিনয় আলোচিত হয়। ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় জীবনের শুরুটা মসৃণ ছিল না। তিনি বলেছিলেন, 'সত্যজিৎ রায়, ডেভিড লিন, মৃণাল সেন এবং শ্যাম বেনেগালের মতো বিশ্বমানের নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। তবে আমি এমন এক বাঙালি পরিবারে জন্মেছিলাম, যেখানে সিনেমা দেখাকে নিরুৎসাহিত করা হতো, আর তাতে অভিনয় করা! ভাবতেই পারতাম না। 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' যেহেতু সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম, তাই তাতে কাজ করতে পেরেছিলাম। ১৯৭৭ সালের এই ক্ল্যাসিকের জন্য অনুমতি পেয়েছিলাম আর আমার পরিবার তখন উপলব্ধি করে যে অভিনয় একটি সম্মানজনক পেশা।' ভিক্টরকে বলা হয় অ্যাংরি ইয়ং ম্যান অব টলিউড। খ্যাতির কেন্দ্রবিন্দু হয়েও নিজেকে কখনো ইন্ডাস্ট্রির অংশ মনে করতেন না তিনি। বরাবরই ছিলেন প্রচারবিমুখ। কোনো প্রকাশ্য আয়োজন, রাজনীতি বা উৎসবে দেখা যায় না তাঁকে। খুব বেশি সাক্ষাৎকারও পাওয়া যায় না তাঁর। একটা সময় নিজেকে টলিউড থেকে গুটিয়ে নেন। কলকাতা ছেড়ে চলে যান ত্রিপুরায়। এখন থাকেন ভারতের উত্তরাখন্ড রাজ্যের মুসৌরিতে। তার আগে কিছুদিন ছিলেন কেদারনাথে। তাঁর অন্যতম সেরা বাণিজ্যিক ছবি 'লাঠি'র পরিচালক প্রভাত রায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ভিক্টর নিজের ভেতর থাকেন। ইচ্ছা না হলে যোগাযোগ রাখেন না।'
কয়েক বছর আগে 'থিঙ্কিং অব হিম' ছবিটি দিয়ে আবার আলোচনায় এসেছিলেন ভিক্টর। এই ছবিতে তাঁকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গেছে। ছবিতে তাঁর মেকআপ, সাজসজ্জায় অবিকল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!

বলিউডের সুলতান ও বাদশার মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলেছিল বাবা সিদ্দিকের মধ্যস্থতায়

গত শনিবার দশেরার রাতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এনসিপি নেতা (অজিত পাওয়ারের দল) তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বাবা সিদ্দিককে। বাবা সিদ্দিক রাজনীতিবিদ হলেও বলিউডের সঙ্গে তাঁর সংযোগের কথা কারও অজানা নেই। বিশেষ করে বলিউডের দুই খান সালমান ও শাহরুখের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। এমনকি বলিউডের সুলতান ও বাদশার মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলেছিল বাবা সিদ্দিকের মধ্যস্থতায়। এই রাজনীতিবিদকে হত্যার দায়ভার নিয়েছে গ্যাংস্টার লরেন্স

বিষ্ণোইয়ের দল। আর এই দলের পক্ষ থেকে সালমানকে ক্রমাগত প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাই পুলিশের অনুমান, সালমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে বাবা সিদ্দিককে প্রাণে মেরে ফেলা হয়েছে। প্রাক্তন এই মন্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করে আততায়ীরা ভাইজানের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছে বলে মনে করছে মুম্বাই পুলিশ। লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দল এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে জানাতে চেয়েছে যে সালমানের সঙ্গে এ রকম ঘটনা যেকোনো সময় ঘটতে

পারে। তাই এই বলিউড সুপারস্টারের বাসার বাইরে পুলিশি নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। তবে বিটাউন তারকাদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া নতুন কথা নয়। এর আগে একাধিক সুপারস্টারকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে অন্ধকার জগতের কুখ্যাত গ্যাংস্টাররা। দেখা যাক কোন কোন বলিউড তারকাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

সালমান খান

কৃষ্ণকায় হরিণ মামলার কারণে একাধিকবার প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলিউড সুপারস্টার সালমান খানকে। গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দল থেকে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এমনকি এই বলিউড সুপারস্টারের বাবা তথা নামজাদা লেখক সেলিম খানকেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। সালমানের বাসা বান্দ্রার গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে আততায়ীরা একবার কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। এরপর তাঁর নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয়েছিল। বাবা সিদ্দিকের হত্যাকাণ্ডের পর ভাইজানের সুরক্ষাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। মুম্বাই পুলিশ সালমানকে বাসার মধ্যে থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

শাহরুখ খান

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানকেও প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। মুম্বাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে বারবার তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। আন্ডারওয়ার্ল্ডের কুখ্যাত মাফিয়ারা কিং খানকে তাদের সঙ্গে কাজ করার ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিল। এমনকি শাহরুখ খানের আয় থেকে কিছু অংশ দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছিল মাফিয়ারা। এর জবাবে কিং খান বলেছিলেন, 'গুলি মারতে হলে মারো, তোমাদের জন্য কাজ করব না।' শাহরুখ বলেছিলেন যে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' ছবির আয় থেকে গ্যাংস্টার পুজারি কিছু অংশ দাবি করেছিলেন।

আমির খান

সত্যমেব জয়তে-র শুটিংয়ের সময় হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলিউডের আরেক খান আমির খানকে। আর আমির তাই নিজের সুরক্ষার জন্য বুলেটপ্রুফ মার্সিডিজ কিনেছিলেন।

রাকেশ রোশন

বলিউড অভিনেতা, চিত্র নির্মাতা এবং হৃতিক রোশনের বাবা রাকেশ রোশনকেও প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এমনকি এই বলিউড তারকার ওপর বেশ কয়েকবার গুলি চালানো হয়েছিল। একবার রাকেশের হাতে গুলি লেগেছিল। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

অক্ষয় কুমার

বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমারকে গ্যাংস্টার রবি পুজারা ধমক দিয়েছিল। অক্ষয় তাঁর বাড়ির এক কর্মচারীকে কাজ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। এই বিটাউন সুপারস্টারকে বলা হয়েছিল যে কর্মচারীকে কাজ থেকে বরখাস্ত করে তিনি মোটেও ভালো কাজ করেননি।

সঞ্জয় দত্ত

বলিউড তারকা সঞ্জয় দত্তকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কারণ, সঞ্জয়ের সঙ্গে অন্ধকার জগতের বন্ধুত্ব বেশ গভীর ছিল। মাঝে খবর ছিল যে দুই কুখ্যাত মাফিয়া দাউদ ইব্রাহিম ও আবু সেলিমের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল সঞ্জয়কে।

মহেশ ভাট

চিত্র নির্মাতা তথা পরিচালক মহেশ ভাটকে বেশ কয়েকবার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। জানা গিয়েছিল যে ১২-১৩ জনের এক গ্রুপ তাঁর ওপর হামলা করার পরিকল্পনা করেছিল।

অতিক্ষুদ্র ওয়াশিং মেশিন

দৈনন্দিন জীবনে ওয়াশিং মেশিনের গুরুত্ব কারও অজানা নয়। বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ নানা কোম্পানির ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করেন। সেগুলো বিভিন্ন আকারের, থাকে নানান সুবিধা। তাই বলে মাত্র শূন্য . ৮৮ আউন্স (২৫ গ্রাম) ওজনের ওয়াশিং মেশিন! এই ওয়াশিং মেশিনের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ১ .২৮ ইঞ্চি, ১ দশমিক ৩২ ইঞ্চি ও ১ . ৫২ ইঞ্চি! অতিক্ষুদ্র হলেও এটি মোটেও খেলনা ওয়াশিং মেশিন নয় বরং একটি সাধারণ ওয়াশিং মেশিনের মতো এতে কাপড় কাচা যায়, ধোয়া যায়, এমনকি শুকানো পর্যন্ত যায়। ওয়াশিং মেশিনটি তৈরি করে মিনিয়েচারশিল্পে নিজের দক্ষতা দেখিয়েছেন তরুণ সেবিন সাজি। সেবিন গত ১৯ এপ্রিল কেরালা রাজ্যের কাঞ্জিরাপলিতে নিজের তৈরি এই ওয়াশিং মেশিনটি জনসমক্ষে আনেন। সেবিনের স্বপ্ন ছিল, গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নিজের নাম লেখানো। সেই স্বপ্ন বাস্তব করতে তিনি ওয়াশিং মেশিনের এই মিনিয়েচার বা অতিক্ষুদ্র সংস্করণটি তৈরি শুরু করেন। এই তরুণ নিজেই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষকে এ কথা বলেছেন। সেবিন প্রথমে ওয়াশিং মেশিনটির নকশা করেন, এ জন্য তাঁকে বিশেষ এক ধরনের কলিপার (ব্যাস মাপার যন্ত্র) ব্যবহার করতে হয়েছে। সেই নকশা ধরে তিনি নিজেই সেটি তৈরি করেন। একটি সাধারণ ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাচা, ধোয়া ও শুকানো সবই হয়। প্রদর্শনের দিন সেবিন তাঁর তৈরি ওয়াশিং মেশিনে সবই করে দেখিয়েছেন। প্রদর্শনের দিন বহু মানুষ ভিড় করে সেবিনের লিলিপুট ওয়াশিং মেশিনের কাজ দেখেন। সেদিন সেবিন প্রথমে তাঁর ওয়াশিং মেশিনে এক চিমটি গুঁড়া সাবান দেন। তারপর জল ভরে সেটির মুখ বন্ধ করে চালিয়ে দেন। মেশিনটি ধাপে ধাপে কাজ করে যায়। কাপড় কাচা, ধোয়া ও শুকানোর পর শুরু হয় মেশিনের মাপজোখ। মাপামাপি শেষে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ওয়াশিং মেশিনের স্বীকৃতি দেওয়া হলে উপস্থিত সবাই হাততালি দিয়ে ওঠেন।

পেনসিলভানিয়ার ওকসে একটি অনুষ্ঠানে দর্শকদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্প

নির্বাচনী প্রচারে যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। পেনসিলভানিয়ায় স্থানীয় সময় শনিবার রাতে এক সমাবেশে তিনি অবৈধ অভিবাসীদের কৃষ্ণাঙ্গ এবং লাতিন আমেরিকানদের জন্য ক্ষতিকর বলেছেন। আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। শেষ সময়ের নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন ট্রাম্প। সাউথ ডাকোটার রিপাবলিকান গভর্নর ক্রিস্টি নোয়েমের আয়োজনে পেনসিলভানিয়ার ওকসে একটি নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দেন ট্রাম্প। ওকস টাউন হলে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে দর্শকেরা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তিনি উত্তর দেন। সেখানে অভিবাসীদের নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার ও হিস্পানিক পরিবার এবং শেষ পর্যন্ত বলতে গেলে আমাদের সবার ওপর এখন যাঁরা আমাদের দেশে আসছেন, তাঁদের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।' নির্বাচনে জয়ী হলে এর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছেন, সে বিষয়েও স্পষ্ট করে বলেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, 'আমরা ওই সীমান্ত শক্তভাবে বন্ধ করতে যাচ্ছি। এটা বন্ধ করা হবে।' তবে 'বৈধভাবে' লোকজন যুক্তরাষ্ট্রে আসতে পারবেন বলে যোগ করেন ট্রাম্প। নির্বাচনে জিততে কৃষ্ণাঙ্গ ও লাতিন আমেরিকা বংশোদ্ভূত ভোটারদের নিজের পক্ষে টানতে চাইছেন ট্রাম্প। তিনি গর্ব করে বলেন, এই দুই পক্ষের ভোটারদের মধ্যে 'তাঁর পক্ষে সমর্থন অনেক বেড়েছে'। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে যত অনুপ্রবেশ ঘটছে সেটাকে তিনি 'একটি আক্রমণ' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'এই উগ্র বাম পাগলেরা চায় সবাই দেশে আসুক এবং তাঁদের (অবৈধ অভিবাসীদের) মধ্যে অনেকেই অপরাধী।'যেসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন, তার মধ্যে অবৈধ অভিবাসী অন্যতম। ২০১৬ সালের নির্বাচনী প্রচারেও তিনি অবৈধ অভিবাসীর বিষয়ে একই অবস্থানে ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণের কথা বলে আসছেন। প্রেসিডেন্ট থাকার সময় তিনি প্রাচীর নির্মাণসংক্রান্ত উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন। এ দিন অনুষ্ঠানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিসহ আরও নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন। অর্থনীতি প্রসঙ্গে ভোটাররা ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিসের চাইতে ট্রাম্পের ওপর বেশি আস্থা রাখছেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে অটল বিহারী বাজপেয়ী ছিলেন ভীষ্মপ্রতীম এক আদর্শ পুরুষঃ মন্ত্রী টিংকু রায়

কৈলাসহর, ২৫ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় রাজনীতিতে অটল বিহারী বাজপেয়ী ছিলেন ভীষ্মপ্রতীম এক আদর্শ পুরুষ। যিনি দেশের গ্রামীণ মানুষের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নের জন্য অন্ত্যোদয় যোজনা চালু করেছিলেন। যার সুফল ভোগ করছেন এখন গোটা দেশের মানুষ। শৈবতীর্থ কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে বুধবার দুদিনব্যাপী দ্বিতীয় অটল কবিতা ও সাহিত্য উৎসব এর উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, অটলবিহারী বাজপেয়ীর কবি প্রতিভাও ছিল অনন্য। তিনি তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে এক সুন্দর ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে গেছেন। অটলবিহারী বাজপেয়ী যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী হন তখন দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে এক নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রদর্শিত পথেই এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত প্রতিষ্ঠার দিকে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, দুদিনব্যাপী এই অটল কবিতা ও সাহিত্য উৎসব ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর উনকোটি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে দুদিন বহুভাষী কবিতা পাঠ এবং দ্বিতীয় দিন সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে অটলবিহারী বাজপেয়ী আজীবন স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন কবি মিলন কান্তি দত্ত। পুরস্কার স্বরূপ কবিকে শাল চাদর, ১ লক্ষ টাকা ও মানপত্র দেওয়া হয়। জনগণ যাতে প্রশাসনের সমস্ত সুযোগ সুবিধা সহজে ও স্বচ্ছতার সাথে পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে ত্রিপুরায় প্রশাসনকে গণমুখী করে তোলা হচ্ছে। বুধবার আগরতলায় প্রজ্ঞাভবনে সুশাসন দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সুশাসনের লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও পরিষেবাগুলি সমাজের প্রান্তিক জনপদের অন্তিম ব্যক্তির কাছে স্বচ্ছতার সাথে পৌঁছে দেওয়া। রাজ্য সরকার জনকল্যাণে সুশাসনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ স্বচ্ছতার সাথে প্রান্তিক জনপদের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিবসকে আজ দেশব্যাপী সুশাসন দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন একাধারে একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, কবি ও সাহিত্যিক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্ন ছিল দেশ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করা। সেই লক্ষ্যে তিনি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ী ভারতকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে অক্লান্ত অবদান রেখেছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য সুশাসন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, অতিরিক্ত মুখ্য বনসংরক্ষক চৈতন্য মূর্তি প্রমুখ।

বিস্তর পরিমাণে গাঁজা বাগিচা ধ্বংস

বক্সনগর , ২৫ ডিসেম্বর ঃ ত্রিপুরার যাত্রাপুর থানা এলাকার পশ্চিমাঞ্চলে শাল বাগানের ভেতর দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি গাঁজা চাষের খবর পেয়ে বুধবার একটি বড় অভিযান চালায় পুলিশ। যাত্রাপুর থানার ওসি সুব্রত দেবনাথের নেতৃত্বে ২৫ সদস্যের একটি দল দুপুর ১২টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত টানা অভিযান চালিয়ে চারটি প্লটের কয়েক হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে। অভিযান চলাকালীন সাব-ইন্সপেক্টর অমর কিশোর দেববর্মা, টিএসআর জওয়ান এবং এসপিও জওয়ানরা উপস্থিতি ছিলেন। অভিযানের বিষয়ে ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী গাঁজা চাষের অবস্থান নিশ্চিত করে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় জনগণের মধ্যে কিছু লোক দূর থেকে পুরো অভিযান প্রত্যক্ষ করলেও কেউ বাধা দেওয়ার সাহস করেনি। গাঁজা গাছগুলি কয়েকদিনের মধ্যেই কেটে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। ফলে এই অভিযানে গাঁজা চাষীদের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর দিয়ে অননুমোদিত অতিক্রম প্রতিরোধ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পদক্ষেপ

মালিগাঁও, ২৫ ডিসেম্বরঃ রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর দিয়ে অননুমোদিতভাবে অতিক্রম করার স্থানগুলিতে ব্যারিকেডিং ও ট্রেঞ্চিংঙে করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। প্রতি বছরই এই অননুমোদিত স্থানগুলি দিয়ে রেলওয়ে ট্র্যাকঅতিক্রমের চেষ্টা করার সময় বহু মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়। অধিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার অভিযানের অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ইতিমধ্যে সমস্ত মানববিহীন লেভেল ক্রসিং গেট লুপ্ত করেছে।

এর পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে পরিগণিত তথা রেলওয়ে ট্র্যাকের অননুমোদিত অতিক্রম নিষিদ্ধ করারও যথাসম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে। যে সমস্ত স্থানে ঘন ঘন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় সেই সমস্ত স্থান উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে চিহ্নিত করেছে এবং দুর্ঘটনা কম করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মোট ৯৫০টি চিহ্নিত অননুমোদিত অতিক্রমের স্থানগুলির মধ্যে ৮০৯টি স্থানে ইতিমধ্যে ব্যারিকেড স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে তিনসুকিয়া মণ্ডলের ২৩৫টি, লামডিং মণ্ডলের ২২১টি, রঙিয়া মণ্ডলের ৮৮টি, আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ১৭১টি এবং কাটিহার মণ্ডলের ৯৪টি স্থান রয়েছে। মারাত্মক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে অননুমোদিত স্থানগুলিতে রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রম যাতে পরিহার করা যায় তার জন্য সাধারণ জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে স্কুল, কলেজ, পঞ্চায়েত ইত্যাদিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা নিয়মিতভাবে সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের একটি অনুষ্ঠানে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দ্বারা ডিফু ও দলদলির মধ্যে ওয়ালিংডিসা এবং দলদলি গ্রামের নিকটে একটি অননুমোদিত অতিক্রম স্থানে ব্যারিকেড লাগানো হয়েছে। আরপিএফ অফিসাররা ইঞ্জিনয়ারিং অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে দেখা করেন এবং রেলওয়ের কাজে বাধা দেওয়া ও রেলওয়ে ট্র্যাক অবৈধভাবে অতিক্রম করার জন্য আইনি পরিণতি সম্পর্কে তাঁদের বুঝিয়ে বলেন।

আরপিএফ এবং স্পেশিয়াল ইন্টালিজেন্স ব্রাঞ্চ স্থানীয় গ্রামবাসী ও ওয়ালিংডিসা ও দলদলি গ্রামের প্রধানদের সাথে দেখা করে বার্তালাপ করেন এবং অননুমোদিত অতিক্রম করার স্থানগুলি বন্ধ করারজন্য তাঁদের সমর্থন আদায়ে রাজি করিয়েছেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, রেলওয়ে পরিসরে (রেলওয়ে ট্র্যাক সহ) অননুমোদিত অতিক্রম ও প্রবেশের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করছে এবং রেলওয়ে সুরক্ষা নিয়মগুলি মেনে চলার জন্য জনগণকে সর্বদাই পরামর্শ দিচ্ছে। অননুমোদিত স্থানে ও রেলওয়ে পরিসরে প্রবেশ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রেলওয়ে দ্বারা এই ধরনের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়।

Name Change

I, Atul Chandra Biswas (old name) S/O Monindra Nath Biswas, residing at Krishnapally, Korachandigarh, Madhyamgram (M), Madhyamgram Bazar, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700130, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Atul Biswas (new name) as declared before the Notary public at Kolkata on 24/12/2024. Atul Biswas (new name) and Atul Chandra Biswas (old name) both are same and identical person

Name Change

I, Modhumita Das (old name) W/O Biplab Das, residing at 45A, Shyampukur Street, Shyambazar, Kolkata- 700004, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Modhumita Kundu (new name) as declared before the Notary public at Kolkata on 24/12/2024. Modhumita Kundu (new name) and Modhumita Das (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Arif Ahmed (old name) S/O Late Farque Ahmed, residing at 11, Rajab Ali Lane, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Arif Ahmed Farque (new name) as declared before the Notary public at Kolkata on 24/12/2024. Arif Ahmed Farque (new name) and Arif Ahmed (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Lakshman Shaw (old name) S/o Bachan Shaw (father) and Sita Devi (mother), residing at 23 K Motilal Basak Lane Kolkata, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Lachman Shaw (new name) as declared before the Notary public at Kolkata on 23/12/2024. Lachman Shaw (new name) and Lakshman Shaw (old name) both are same and identical person.

Name Change

I KHITISH BAIDYA MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY INTERNATIONAL PASSPORT AS KHITISH BAIDYA AFFIDAVIT BY J.M. 1ST CLASS LD A.C.J.M BONGAON COURT ON 13-12-24. KHITISH BAIDYA AND KSHITISH BAIDYA IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS KHITISH BAIDYA. R/O VILL PAIRADANGA P.O MAYURHAT DIST-NADIA.

Name Change

I, Ankita Das (old name) S/O Sadhan Chandra Das (father) and Alpana Das (mother), residing at 304/1, ANJANGARH, PO-SHYAMNAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743127, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Ankita Saha Das (new name) as declared before the Notary public at Kolkata on 23/12/2024. Ankita Saha Das (new name) and Ankita Das (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Soumadeep Sukumar Ghosh, son of Sukumar Kalipada Ghosh my minor child name is Divisha Soumadeep Ghosh, Divisha (old name), residing at Aaiid/2634, Pre No-08-0690, New Town, P.O.- New Town, North 24 Parganas, Pin- 700156, West Bengal, INDIA shall henceforth be known as my minor child name is Divisha Ghosh (new name) as declared before the Notary public at Kolkata on 24/12/2024. Divisha Ghosh (new name) and Divisha Soumadeep Ghosh, Divisha (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bijoy Chakraborty (old name) S/o Khagendra Nath Chakraborty (father) and Durga Rani Chakraborty (mother), residing at Ramkrishna park, Bandipur, North 24 Parganas, West Bengal - 700119, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Bijay Chakraborty (new name) as declared before the Notary public at Kolkata on 23/12/2024. Bijay Chakraborty (new name) and Bijoy Chakraborty (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, PAUSHALI GHOSH & PAUSALI SOUMADEEP GHOSH, W/O SOUMADEEP SUKUMAR GHOSH,RESIDING AT AAIID/2634, PRE NO 08-0690,NEW TOWN PO-NEW TOWN, NORTH 24 PARGANAS - 700156,WEST BENGAL.SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS PAUSHALI SOUMADEEP GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/12/2024.THAT PAUSHALI GHOSH & PAUSALI SOUMADEEP GHOSH ALSO PAUSHALI SOUMADEEP GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Hemalata Sathyam (old name) D/O Sathyam Mamidisetti (father) and Lakshmi Mamidisetti (mother), residing at 158 East Road, Santoshpur , Kolkata - 700075, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Hemlata Kar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata on 24/12/2024. Hemlata Kar (new name) and Hemalata Sathyam (old name) both are same and identical person.

বড়দিন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছে সবচেয়ে বড় উৎসব, বাঙালির জাতীয় উৎসব হয়ে উঠেছে

মধুসূদন দে,বাঁকুড়া, ২৫ ডিসেম্বর ঃ ইংরেজি বছরের ২৪ ডিসেম্বর রাত বারোটায় শুরু হয় যায় বড়দিন উৎসব। আজ থেকে প্রায় ২০০০ বছর আগে ২৫ শে ডিসেম্বর দিনটিতে খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে বড়দিন উৎসব উদযাপিত হয়।২৫শে ডিসেম্বর মানব প্রেমিক যীশুর জন্মদিন কে ঘিরে সারা বিশ্বের সঙ্গে বাঙালি ও বড়দিন উৎসবে শামিল হন। বড়দিনের উৎসবের পিছনে যীশুর জন্ম কাহিনীটি সমুজ্জ্বল। তখন প্যালেস্টাইন দেশের রাজা ছিলেন হেরড। সমস্ত দেশের লোক গননার জন্য তিনি সকলকে রাজধানীতে হাজির হতে বলেছেন। যীশুর বাবা যোসেফ এবং মা মেরি রাজধানীতে এসেছেন। দরিদ্র মানুষ। ঠাঁই হল শহরের বাইরে এক পরিত্যক্ত গোয়ালে। সেখানেই শীতের রাতে জন্ম হয় মানব ত্রাতা যীশুর। খড়ের স্তুপ হল তার শয্যা। যীশু যেন সব দু ঃখের বোঝা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। শিশু যীশুর আবির্ভাব কে কেন্দ্র করে মহামিলনের মহোৎসবে উজ্জীবিত হয় আপামর জনতা। ২৪ শে ডিসেম্বর মধ্য রাত হলেই গির্জায় গির্জায় ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। খ্রিস্টানরা যীশুর মূর্তি কে সাজিয়ে চারিদিকে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেন। সারারাত চলে প্রার্থনা ও ধর্ম সংগীত। সেজে ওঠে ঘর -বাহির। সেজে ওঠে গির্জার প্রাঙ্গণ। মেতে ওঠে মিশন স্কুল আর হোস্টেল। সাজানো হয় ক্রিসমাস ট্রি। ঝলমলে আলো ,সান্তা ক্লজ আর ক্রিসমাস ট্রি তে সেজে উঠে চারপাশ। বড়দিনের রাতের বেলা সান্তা ক্লজ আসে লাল পোষাক পরে। সে কী উপহার আনবে সে কথা আমরা ভাবি সারা বছর ধরে। আর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল গোশালা সাজানো। যেখানে শিশু যীশু শুয়ে আছে খড়ের স্তুপের উপর। একদিকে পালক পিতা যোসেফ অন্যদিকে মমতাময়ী মা মেরি। রাখাল বালক সহ তিনজন পূর্ব দেশের পন্ডিত। যাঁদের হাতে উপহার। রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইন ২৫ শে ডিসেম্বর দিনটি যীশুর জন্মদিন হিসেবে পালন করার প্রথম নির্দেশ দেন। পোপ জুলিয়াস সেই নির্দেশ মেনে নেন। সেই থেকে ২৫ শে ডিসেম্বর ক্রিসমাস ডে হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে বড়দিন একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই দিন তারা যীশু খ্রীষ্ট কে স্মরণ করে। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় তাঁর চূড়ান্ত আত্মত্যাগ স্মরণ করা হয়। আজকাল বড়দিন বাঙালির জাতীয় উৎসব হয়ে উঠেছে। প্রায় ৪০০ বছর ধরে বড়দিন পালিত হচ্ছে বাঙালির মন ভুবনে। বড়দিন তাই বাঙালির কাছে জাতীয় উৎসব। বাঙালির ঘরে ঘরে কমলালেবু আর কেক সমান আদৃত হয়। বাঙালির রসনার রসবাগে তৃপ্ত হয় বিদেশি কেক আর স্বদেশী কমলালেবু। বাঙালি তাই সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে কবে আসবে শীতের প্রধান উৎসব বড়দিন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা চলার সময় ২৫ শে ডিসেম্বরে উদযাপিত হয় খ্রিস্টোৎসব। বেলুড়- সহ সব রামকৃষ্ণ মঠে পালিত হয় যীশু দিবস। আকাশবাণী- দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয় বড়দিনের মর্মকথা। এশিয়া মহাদেশের যীশু খ্রীষ্ট আর ইউরোপের যেশাস ক্রাইস্ট বাঙালির কাছে এক আধারে শিশু যীশু আবার অন্য আধারে দেবতার দূত। তার জন্মের চেয়ে মৃত্যুর বেদনা আমাদের বিষণ্ণ করে। রামমোহন রায় থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ,স্বামী বিবেকানন্দও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ভাবে বিভোর হন। বড়দিন হয়ে উঠেছে বাঙালির এক নয়া পার্বণ। আজ মা মেরি আর শিশু যীশু বাঙালির একান্ত আপনজন। মেরি ও যীশুকে বাংলার সংস্কৃতি একান্ত আপন করে নিয়েছে।আজ বড়দিন। পরিতাপ করবার দিন। আজও যীশু খ্রীষ্ট মানুষের ইতিহাসে প্রতি মুহূর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন। আজও মানুষের লজ্জা সারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করে রয়েছে। বড়দিন নিজেকে পবিত্র করবার দিন।

শ্রীভূমির হাতিখিরায় উদ্ধার প্রায় ৭.৫০ কোটি টাকার ইয়াবা, গ্রেফতার এক

বাজারিছড়া (অসম), ২৫ ডিসেম্বর ঃ শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়া থানাধীন হাতিখিরায় পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৭.৫০ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে ত্রিপুরার খোয়াই জেলার বাসিন্দা লরিচালক সুশান্ত রুদ্রপালকে। জানা গেছে, শ্রীভূমির পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাসের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাত ১১টা নাগাদ বাজারিছড়া থানার ওসি নিলভজ্যোতি নাথ দলবল নিয়ে হাতিখিরা চা বাগানের বিশ নম্বর লাইন লাগোয়া ৮ নম্বর জাতীয় সা।কের পাশে ও পেতে বসেছিলেন। এক সময় শ্রীভূমি থেকে মিনারেল ওয়াটার বোঝাই ত্রিপুরাগামী একটি লরির গতিরোধ করেন পুলিশের অভিযানকারীরা।

তাঁরা লরিতে তালাশি চালিয়ে বিভিন্ন গোপন চেম্বার থেকে ১.৫০ লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেন। উদ্ধারকৃত ইয়াবাগুলির কালোবাজারি মূল্য প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছেন ওসি নিলভজ্যোতি নাথ। তিনি জনান, লরি সহ চালক সুশান্ত রুদ্রপালকে নিয়ে আসা হয় থানায়। পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

মুর্শিদাবাদ জুড়ে ছানা, মোয়া কেকে সেজে উঠেছে রঙিন পসরা

এজাজ আহম্মেদ , কাঃিদ মুর্শিদাবাদ জেলার মিষ্টি পাশাপাশি কেক তৈরি রমরমা মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এখন বড় দিনের কেক তৈরির জন্য চু।ান্ত ব্যস্ততা কাঃিদ, বহরমপুর রাধারঘাটে । সমগ্র জেলা বাসির চাহিদা আগ্রহ মতো কেকের অর্ডার নিযে.দিন রাত তৈরি করা হচ্ছে এই কেক। পাইকারি অর্ডার নিয়ে.এই বছর অন্যান্য বছর থেকে বেশি ব্যাবসা হচ্ছে বলে দাবি বিক্রেতাদের তাই ছোট থেকে বড় সকলেই ফলে এই কেকের চাহিদা এখন তুঙ্গে। বড় দিনে সেজে উঠেছে শহরের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল। কাঃিদ, জীবন্তিতে জমে উঠেছে কেকের পসরা। বড় দিন মানেই মুখ মিষ্টি কেক। নামী দামী কোম্পানির কেকের দোকান থেকে শুরু করে পাড়ার মোড়ে মোড়ে স্থায়ী-অস্থায়ী দোকানে এখন রঙিন কেকের পসরা। এবছর কেকের রকমারি আছে বেশ। কেকের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে পুতুল, আবার তৈরি করা হয়েছে সান্তাক্লজ। তবে জোর কদমে চলছে এখন নাওয়া. খাওয়া ভুলে কেক তৈরির কাজ। স্নাক্স বেকারি কেকের কারখানা মালিক সঞ্জয.সাহা জানান, এবছর মার্কেটের চাহিদা বেশি। ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ চলছে। আমাদের কারিগররা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করছে । এবছর নলেন গুড়ের কেক থেকে মোযার কেক আছে। প্রায.১৫ রকমের নানান কেক তৈরি করা হযে.থাকে। আমাদের কেক নদীযা. জেলা সহ গোটা মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত জাযগায.যায। চাহিদাও বেশ ভালো। বহরমপুর শহরে পাশাপাশি কাঃিদর বিভিন্ন এলাকায় কেকের চাহিদাও অনেকটাই বেশি। জীবন্তি লাল চা কেকের স্টলের মালিক জসীমউদ্দীন বলেন স্থানীয.কেক থেকে শুরু করে নামীদামি কোম্পানির ছানা, মোয়া, এমনকি নলেন গু।রেসহ একাধিক ভ্যারাইটিজ কেক পাওয়া যায় তাই দূর দূরান্তের ক্রেতা এখানে কেক কিনতে আসেন। স্থানীয় বেকারির তৈরি কেকের চাহিদা বাড়ায় খুশি বেকারি মালিকরা। বহরমপুরের রাধারঘাট বেকারি জানান,'বড়দিনের জন্য এখন পর্যন্ত ৮ হাজার পাউন্ড কেক বিক্রি হয়েছে। এ বছর চাহিদা ইকটু বেশি থাকায় ফের নতুন করে কেক বানাতে হচ্ছে।'' আর এক বেকারি কারবারী নিল মাধব দাস বলেন- ''আমাদের ভরসা গ্রামের নিম্নবিত্ত মানুষ। যাদের ১০০ টাকা বা ২০০ টাকা দিয়ে চকচকে মো।কের ২০০ গ্রাম কেক কেনার ক্ষমতা নেই। এখনও ৪০ বা ৫০ টাকায় তিনশো বা সা।ে তিনশো গ্রাম ওজনের কেক শুধু বেকারিই দিতে পারে। ফলে বড় দিন উপলক্ষ্যে ব্যবসা বাড়ায় মুখে চওড়া হাসি মুর্শিদাবাদের স্থানীয় বেকারিদের

আইআরসিটিসি টেন্ট সিটিতে তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত

আইআরসিটিসি তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত মহাকুম্ভ গ্রাম - প্রয়াগরাজে আইআরসিটিসি টেন্ট সিটিইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন লিমিটেড (আইআরসিটিসি) - ভারতীয় রেলের পেশাদার ভ্রমণ, পর্যটন এবং আতিথেয়তা শাখা এবং একটি শিডিউল 'ক' মিনিরত্ন পিএসইউ প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ গ্রাম -আইআরসিটিসি টেন্ট সিটিতে তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। নৈনির সেক্টর-২৫ আরাইল রোডের ত্রিবেণী সঙ্গম থেকে মাত্র ৩.৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, কুম্ভ গ্রাম স্নানের ঘাট এবং অন্যান্য আকর্ষণগুলিতে অতুলনীয় অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। কুম্ভ গ্রাম হল একটি অত্যাধুনিক আবাসন সুবিধা যা পর্যটকদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এবং সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সজ্জিত। ত্রিবেণী ঘাটের সাথে তাঁবুর শহরের নৈকট্য স্নান পেতে ইচ্ছুক অতিথিদের জন্য একটি অতিরিক্ত সুবিধা। সুপার ডিলাক্স টেন্টস এবং ভিলা তাঁবু সহ নিশ্চিত বাথরুম, চব্বিশ ঘন্টা গরম এবং ঠান্ডা জলের সুবিধা, সারাদিন আতিথেয়তা দলের অ্যাক্সেস, রুম ব্লোয়ার, বিছানার চাদর, তোয়ালে এবং প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি আকর্ষণীয় শুল্কে রয়েছে, সমস্ত খাবার সহ। ভিলা তাঁবুর অতিথিরা অতিরিক্ত আরামদায়ক বসার জায়গা এবং টেলিভিশন উপভোগ করবেন। সিসিটিভি নজরদারি অতিথিদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। মহা কুম্ভ গ্রাম-এ প্রাথমিক চিকিসা সুবিধা এবং সার্বক্ষণিক জরুরী সহায়তাও থাকবে। আইআরসিটিসি ইতিমধ্যেই www.irctctourism.commahakumbhgram ওয়েবসাইটে তার কুম্ভ গ্রাম টেন্ট সিটির জন্য বুকিং খুলেছে। আইআরসিটিসি তার টিকিটিং ওয়েবসাইট www.irctc.co.in-এ ব্যানারের মাধ্যমে মহাকুম্ভ গ্রাম আইআরসিটিসি টেন্ট সিটির পাশাপাশি তার বিশাল গ্রাহকদের কাছে পুশ নোটিফিকেশন এবং মেইলারের মাধ্যমেও প্রচার করছে। টেন্ট সিটির প্রচার করা হবে পর্যটন মন্ত্রনালয় এবং ইউপির ওয়েবসাইটে। পর্যটন। মহাকুম্ভ গ্রামের আরও বুকিং শীঘ্রই আইআরসিটিসি-এর বুকিং অংশীদার MakeMyTrip এবং Golbibo-এর ওয়েবসাইটে খোলা হবে। প্রশ্ন এবং বুকিংয়ের জন্য, অনুগ্রহ করে ৮০৭৬০২৫২৩৬ নম্বরে আইআরসিটিসি-এর গ্রাহক সহায়তা দলের সাথে যোগাযোগ করুন বা mahakumbh@irctc.com-এ ইমেল করুন।

বক্সার পর্যটন নিয়ে জট কাটল না,বন দপ্তরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে পর্যটন ব্যবসায়ীদের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৪ ডিসেম্বর ঃ বক্সা টাইগার রিজার্ভে পর্যটকদের রাত কাটানোর বিষয় নিয়ে শুনানি শেষেও সমস্যার জট কাটল না। ঝুলেই রইল বক্সা টাইগার রিজার্ভে পর্যটনের সিদ্ধান্তটা। ফলে বক্সা টাইগার রিজার্ভ নিয়ে আগামী ১০ জানুয়ারি শুনানি না হওয়া পর্যন্ত বন দপ্তরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে পর্যটন ব্যবসায়ীদের। তবে সেখানেও রয়েছে অনেক প্রশ্ন। জানা গিয়েছে, শুনানি চলাকালীন বিচারক বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় থাকা সমস্ত হোমস্টেতে যে কোনও ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শুনানির পর লিখিত যে নির্দেশ আদালত দিয়েছে সেখানে আবার পর্যটকদের রাত্রিযাপন নিয়ে কোনও উল্লেখ না থাকায় বিপাকে পড়েছেন বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ এবং হোমস্টে, রিসর্ট, হোটেল মালিকরা। গত, ১৭ তারিখ শুনানির পর একইভাবে রায় দিয়েছিল আদালত। এরপরেই বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ গ্রিন ট্রাইবিউনালের রায়কে বলব রেখে পর্যটকদের রাত্রিযাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বক্সা টাইগার রিজার্ভে থাকা সমস্ত হোটেল, রিসর্ট মালিককে ব্যবসা বন্ধের নোটিশ ধরানো হয়। পাশাপাশি, বক্সার বিভিন্ন এলাকায় সেই নোটিশ সাঁটিয়ে দেওয়া হয়। ২০ তারিখ রাতে আচমকাই সমস্ত নোটিশ খুলে ফেলে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। এদিনের শুনানিতেও ফের একই ঘটনা ঘটায় বিপাকে পড়ে সকলেই। এদিকে, রবিবার শাসকদল তৃণমূলের সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক সহ অন্য নেতৃত্ব রাজাভাতখাওয়া গিয়ে বক্সার ট্যুর অপারেটরদের একাধিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেন। আইনি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, ' বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ভরা পর্যটন মরশুমে আমাদের মাথায় বাজ প।ছে। ১০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান নির্ভর করছে এই পর্যটনশিল্পের উপর। গোটা বছরে পুজোর মরশুম এবং ব।দিনের ছুটিতেই পর্যটকদের ঢল নামে বক্সা টাইগার রিজার্ভে। আমরা চোখে সর্ষেফুল দেখছি। তবে আদালতের লিখিত নির্দেশে পর্যটকদের রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ করার কোনও উল্লেখ নেই। তাই বন দপ্তর চাইলে আমরা হোমস্টেতে পর্যটকদের রাখতে পারব। গোটা বিষয়টি এখন বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর করছে।' রাজ্যের জমা দেওয়া সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরই বক্সায় হোমস্টে, হোটেল, রিসর্ট বন্ধের নির্দেশ দেয় ট্রাইবিউনাল। এরপর পর্যটন সংস্থাগুলি এনজিটি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। সেই মোতাবেক হাইকোর্ট এনজিটির রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে। বর্তমানে সেই মামলার শুনানি চলছে।

চার জাকাতকে গ্রেফতার করলো মাটিগাড়া পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া চার দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করলো মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সঞ্জীব দাস(২১), মহম্মদ বাপ্পা (২২), উত্তম সাহানী (২৮) এবং পরি দাস(৩৬)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে বেশকয়েকজন দুষ্কৃতি মাটিগাড়া থানা অন্তর্গত হিমূল সংলগ্ন একটি নির্জন জায়গায় জড়ো হয়েছিল। বড়সড় ডাকাতির পরিকল্পনা ছিল তাদের। এই খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করে। বেশকয়েকজন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ধৃত চারজন নামকরা অপরাধী। ধৃতদের হেফাজত থেকে বেশকিছু অস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে। আজ ধৃত চারজনকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

মণিপুর লাগোয়া চিন প্রদেশের দখল নিল মায়ানমারের বিদ্রোহীরা, অনুপ্রবেশের আশঙ্কা

২৫ ডিসেম্বর ঃ মণিপুর লাগোয়া চিন প্রদেশের দখল নিল মায়ানমারের বিদ্রোহীরা। এই প্রদেশে মায়ানমারের কুকি জনগোষ্ঠীর বসবাস। কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাখাইন দখল করেছিল বিদ্রোহীরা। এবার উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্য লাগোয়া চিন প্রদেশও দখল করল তারা। এতে মণিপুরে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মায়ানমারের সংবাদমাধ্যম 'দ্য ইরাবতী' জানিয়েছে, চিন প্রদেশের ৮৫ শতাংশই বিদ্রোহীদের দখলে। জুন্টা সরকারের সামরিক বাহিনীকে হটিয়ে থাইল্যান্ড এবং চিন সীমান্তবর্তী এলাকার বড় অংশ কয়েক মাস আগে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল তারা। চলতি মাসের শুরুর দিকে আরাকান আর্মির নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রোহিঙ্গা অধ্যুষিত রাখাইন প্রদেশ দখল করেছিল। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে আং সান সুচি'র দল ' লিগ ফর ডেমোক্রেসি'র নেতৃত্বাধীন সরকারকে উখাত করেছিল মায়ানমার সেনা। শুরু হয়েছিল সামরিক জুন্টার শাসন। ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে সেদেশের তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠী- 'তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি' (টিএনএলএ), 'আরাকান আর্মি' (এএ) এবং 'দ্য ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি' (এমএনডিএএ)-র নয়া জোট ' ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' জুন্টা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে।

বড়দিন উপলক্ষে গঙ্গারামপুরের ক্যাথলিক চার্চে ভিড় জেলাবাসি সহ স্থানীয়দের

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৫ ডিসেম্বর ঃ প্রতিবারের মতো এবারের ব।দিনের উৎসবে মেতে উঠেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের রাজিবপুর ক্যাথলিক চার্চ। বড়দিন উপলক্ষ্যে গির্জার পাশে বসেছে বিশাল এক মেলা। এদিন সকাল থেকে প্রার্থনা করতে চার্চে ভিড় জমায় খিষ্টান ধর্মাবলী মানুষজন। সেইসঙ্গে জেলার ঐতিহাসিক স্থান বানগরেও ভিড় জমান পর্যটকরা। প্রসঙ্গত, আজ ২৫শে ডিসেম্বর যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন বা বড়দিন। প্রতিবছর দিনটি সাড়ম্বরে পালন করে থাকে খ্রিস্টান ধর্মের মানুষজন। প্রতিবারের মতো এবারেও দিনটি পালনের উদ্যোগ নেয় গঙ্গারামপুরের ক্যাথলিক চার্চ। সেইমতো সাজিয়ে তোলা হয় রাজিবপুর ক্যাথলিক চার্চ। এদিন সকাল থেকে প্রার্থনা করতে চার্চে ভিড় জমান খ্রিস্টান ধর্মের মানুষজন। এদিকে ব।দিন উপলক্ষ্যে গঙ্গারামপুরের ঐতিহাসিক স্থান বানগরেও ভিড় জমান পর্যটকরা। এইদিন চার্চে গঙ্গারামপুর শহর সহ জেলা বাসীদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয়।

বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে রাজস্থানে নিহত ৫, আহত ১৫

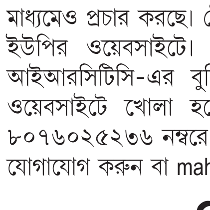

করৌলি, ২৫ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার রাতে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে রাজস্থানের সালেমপুর গ্রামের কাছে, করৌলি-গঙ্গাপুর সড়কে। জানা গেছে, একটি দ্রুতগামী বাস একটি গাড়িকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা ৫ জনই ঘটনাস্থলে মারা যান। এছাড়া আহত হয়েছেন ১৫ জন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গেছে, গাড়িটি গঙ্গাপুর থেকে করৌলির দিকে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি বাস গাড়িটিকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার জেরে গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। গাড়িতে থাকা ৫ জনই ঘটনাস্থলে মারা যান। তাঁরা সকলেই মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা। কিছুকাল যাবত গুজরাটের ভাদোদরায় বসবাস করছিলেন। পুলিশ বাসচালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হিমাচল প্রদেশজুড়ে ভারী তুষারপাত মৃত ৪, অবরুদ্ধ বহু সড়ক

শিমলা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ ভারী তুষারপাতের জেরে বিপত্তি হিমাচল প্রদেশে। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। বরফে ঢাকা প।ছে বহু রাস্তা। সেই বরফ সরাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। যার জেরে মন্থর ট্রাফিক। রাস্তায় বাড়ছে গাড়ির ভিড়। তুষারপাতের জেরে তিনটি জাতীয় সড়ক বন্ধ। ওই একই কারণে বন্ধ রয়েছে হিমাচল প্রদেশের একাধিক জেলার ২২৩টি রাস্তাও। বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষ পালনের জন্য প্রচুর পর্যটক এসেছেন শিমলায়। কার্যত পর্যটকদের ঢল নেমেছে শিমলা, কুলু, মানালিতে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারী তুষারপাত চলছে হিমাচল প্রদেশজু।ে। জাঁকিয়ে পড়েছে শীতও। মনোরম পরিবেশে খুশি পর্যটকরা।

কাজাখস্তানে ভেঙে পড়ল যাত্রিবাহী বিমান! অনেকের মৃত্যুর আশঙ্কা

আকতু, ২৫ ডিসেম্বর ঃ কাজাখস্তানের আকতুতে ভেঙে পড়ল যাত্রিবাহী একটি বিমান। কাজাখস্তান সরকারের তরফে এই দুর্ঘটনার কথা জানানো হয়েছে। বুধবার সকালের এই দুর্ঘটনায় অনেকের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বিমানটি আজারবাইজান এয়ারলাইন্সের। বাকু থেকে রাশিয়ার চেচনিয়া প্রদেশের গ্রনজি যাচ্ছিল বিমানটি। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে সেটির পথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ভেঙে পড়ার আগে বিমানবঃদরের উপর বেশ কয়েক বার চক্কর কাটতে দেখা গিয়েছে বিমানটিকে। তার পর সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নীচে পড়ে গিয়ে ভেঙে পড়ে।

৪ দিনে প্রায় ৫০,০০০ জন দর্শক জেজেএস ২০২৪-এ অংশগ্রহণ করেছে

জয়পুর, ২৫ ডিসেম্বর ঃ চার দিনব্যাপী 'দ্য ডিসেম্বর শো'- জয়পুর জুয়েলারি শো (জেজেএস) সোমবার সমস্ত উপস্থিতদের মধ্যে একটি স্থায়ী ছাপ রেখে একটি গ্র্যান্ড ফিনালে দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। জেইসিসি -তে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি প্রায় ৫০,০০০ দর্শক ও ব্যবসায়ীদের স্বাগত জানিয়েছে। প্রতি বছরের মতো, আয়োজক এবং প্রদর্শক উভয়ই তাদের প্রাপ্ত উৎসাহী এবং ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েছিল, যা শোটির আরেকটি সফল সংস্করণ চিহ্নিত করেছে। ইভেন্টটি একটি সমাপ্তি অধিবেশনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় যা এর উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলি উদযাপন করে। ওয়েলকাম এড্রেসে দেওয়ার সময়, জেজেএস-এর চেয়ারম্যান, বিমল চাঁদ সুরানা বলেছেন, জয়পুর জুয়েলারী শো এই বছর সত্যিই নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বুথ এবং ক্রেতাদের একটি রেকর্ড ভোটের মাধ্যমে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হতে চলেছে, জড়িত প্রত্যেকের জন্য দুর্দান্ত ব্যবসার সুযোগ নিশ্চিত করছে। তিনি আরও জানান যে জেজেএস এর আসন্ন সংস্করণ ১৯ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে, জেজেএস-এর সম্মানিত সেক্রেটারি, রাজীব জৈন বলেছেন যে এই বছর, জয়পুর জুয়েলারী শো, ৭,৯১৫ আউটস্টেশন রেজিস্ট্রেশনস এবং ৫৯৩ জন আন্তর্জাতিক উপস্থিতি সহ চারদিন ধরে প্রায় ৫০,০০০ জনের চিত্তাকর্ষক উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছে। হংকং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাজাখস্তান, তুরস্ক এবং উজবেকিস্তান সহ সারা বিশ্ব থেকে হোস্ট করা ক্রেতারা ইভেন্টটিকে আরও বড় এবং আরও ভাল করে তুলেছে, যা জয়পুর কে সেরা গহনাগুলির কেন্দ্র হিসাবে শক্তিশালী করেছে। তিনি আরও জানান যে এই বছর জেজেএসের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল রাশিয়ান এবং থাইল্যান্ডের প্রতিনিধিদের সফর। জেজেএস অ্যাওয়ার্ডে বাণী কাপুর গেস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, এবং নন্দিনী গুপ্তা নেটওয়ার্কিং ডিনারে অংশ নেন। এর সাথে স্বরাগ ব্যান্ডের একটি অসাধারণ পারফরম্যান্স এই সন্ধ্যায় একটি আনন্দদায়ক স্পর্শ যোগ করেছে।জেজেএসের মুখপাত্র, অজয় কালা ভ্যালেডিক্টোরি সেরেমনি পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, ব্যবসার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার দিক থেকে এবার জেজেএস এখন পর্যন্ত সেরা শো হয়েছে। ব্যবসার দিক থেকে এটি ছিল সবচেয়ে ব্যাপক এবং দরকারী শো। তিনি শো এর সাফল্যের জন্য সকল প্রদর্শক, বিক্রেতা এবং দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।পার্ল একাডেমি সেরা ইনস্টিটিউট ডিসপ্লের ট্রফি জিতেছে। অন্যান্য পুরস্কারগুলির মধ্যে রয়েছে বেস্ট বুথ অ্যাওয়ার্ডস এবং বেস্ট ইয়ং ওমেন এচিভারস অ্যাওয়ার্ডস। উপরন্তু, রুবি রিডিফাইন্ড একটি অনন্য ডিজাইনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, অংশগ্রহণকারীদের রুবি রত্নপাথর ব্যবহার করে আনকোনভেনশনাল কাট বা ট্রেন্ডি এবং ভবিষ্যত স্টাইল গহনা তৈরি করতে চ্যালেঞ্জ করে। মানবী গুপ্তা প্রথম স্থান অধিকার করেন, দ্বিতীয় স্থানে সোনাল লাখেরা এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন হ্যাপি শ্যামসুখা এবং কার্তি খাবিয়া।ইভেন্টে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ সেমিনারগুলির একটি সিরিজও রয়েছিল, যার মধ্যে ছিল, লার্নিং এন্ড উনলেয়ারনিং তো সাকসিড - এ ক্রস জেনেরাশনাল টেক ওন ইন্ডাস্ট্রি নর্মস্, কফি উইথ ডাঃ চেতন কুমার মেহতার সাথে অতিথি প্রমোদ ডেরেওয়ালা, জুয়েলারি ট্রেন্ডস, স্টাইলিং হ্যাকস, এবং মহিলারা আসলেই রুবিস-এর বিশ্ব উন্মোচন করতে চান - জিয়া, ফাইন্ডিং ইওর ওয়েঃ সাফল্য এবং সত্য থাকার বিষয়ে নবরত্ন কোঠারির সাথে একটি ক্যান্ডিড চ্যাট, জুয়েলারি ডিজাইনে বিপ্লব ঘটাতে মাস্টারিং প্রক্রিয়েট, দ্য জয়পুরের অ্যাডভান্টেজঃ কি এই জুয়েলারি হাবকে আলাদা করে এবং রেভোলুশনাইসিং জেবেলেরি দ্য পাওয়ার অফ এআই।সমাপনী অনুষ্ঠানে ইভেন্টের সাথে জড়িত বিক্রেতাদের তাদের সহযোগিতার জন্য স্মারক প্রদান করা হয়। তাদের বেশিরভাগই ২০০৩ সালে শুরু হওয়ার পর থেকে জেজেএস -এর সাথে যুক্ত। ভোট অফ থাঙ্কস এ রাজীব জৈন অনুষ্ঠানের সমস্ত স্পনসর এবং সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান।

হাতির হানা, ঘরের বেড়া ভেঙে মজুত ধান সাবাড় করল হাতি

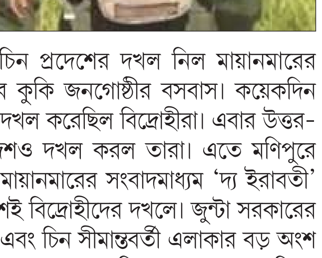

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ২৪ ডিসেম্বর ঃ লোকালয়ে ফের হাতির হানা। বাড়িতে ঢুকে ঘরের বেড়া ভেঙে মজুত ধান সাবা। করল হাতি। ঘর থেকে পালিযে. প্রাণে বাঁচলেন বাড়ির লোকজন। মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরা স্কুল পাড়া এলাকার ঘাটনা। বুধবার ভোর প্রায় ৪টা। বাড়ির সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সেইসময় একটি হাতি ওই এলাকায় এসে স্থানীয় পূর্ণিমা রাযের ঘরের বাঁশের বেড়া ভেঙে মজুত ধান সাবা। করে। বাড়ির লোকজন ঘর থেকে পালিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন। স্থানীয়দের চিৎকারে হাতিটি ওই এলাকা থেকে মূর্তি নদী পেরিয়ে পানঝোরা জঙ্গলে চলে যায়। এলাকায় হাতির হানা রুখতে রাতে বনকর্মীদের টহলদারির দাবি জানান বাসিন্দরা। ঘটনার পর ওই এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বন দপ্তরের তরফে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগায় দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৪ জন

লোহারদাগা, ২৫ ডিসেম্বর ঃ লোহারদাগায় দুটি পৃথক জায়গায় পথ দুর্ঘটনার জেরে ৪ জনের মৃত্যু হয়। প্রথম ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার গভীর রাতে। ভান্দ্রা থানার অন্তর্গত কোটার কাছে। গাড়ি খাদে পড়ে মারা যান ৩ জন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে, লোহারদাগা থানার অন্তর্গত হেসোল চকের কাছে। একটি ট্রাক এবং স্করপিওর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় স্করপিওর চালকের। এছাড়াও কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদেহগুলি বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাবার কাছে কোচিং নিয়েই দেশের সেরা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

নবি মুম্বইয়ের সন্দীপ ঘোষ আর রাজারহাটের অংশুমান ভট্টাচার্য এখন একই মেরুতে। এঁরা দু'জনেই টেবল টেনিসের কোচ। আর এঁদের ছাত্র-ছাত্রীরা বছর শেষে দেশের এক ও দু'নম্বরে উঠে এসেছেন। ছাত্র-ছাত্রী আর কেউ নন, তাঁদেরই সন্তান। সন্দীপের মেয়ে ২১ বছরে পা রাখা স্বস্তিকা ঘোষ দেশের মেয়েদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে। আর কাল বৃহস্পতিবার, উনিশে পা রাখতে যাওয়া অঙ্কুর ভট্টাচার্য ছেলেদের মধ্যে দুইয়ে। অঙ্কুরের কথায়, ''বাবার কোচিংয়েই আমার এই সাফল্য।'' চলতি বছরে দেশের সবকটা জাতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে টুর্নামেন্টের সাফল্যে সংগৃহীত পয়েন্টে ছেলেদের শীর্ষে জ্ঞানশেখরণ সাতিয়ান (৩৪৫)। তাঁর পরেই অঙ্কুর (৩৩০)। বাংলার এই প্যাডলার গত তিন বছর ধরে ইউথ পর্যায়ে অবিশ্বাস্য সাফল্যের মধ্যে এগোনোর সঙ্গে সিনিয়র বিভাগেও দাপট দেখাচ্ছেন। চলতি বছরে অঙ্কুর তিনটে জাতীয় র‍্যাঙ্কিং মিটে

নেমেছিলেন। তিন জায়গাতেই ইউথ বিভাগে পান সোনা। আর সিনিয়র বিভাগে পেয়েছেন সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ। উঠে আসেন দুইয়ে। আর এই র‍্যাঙ্কিংয়েই অঙ্কুর ১৯ জানুয়ারি থেকে সুরাটে জাতীয় সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে নামবেন। তার আগে ভদোদারায় তিনি নামবেন জাতীয় ইউথ মিটে টানা তিন বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে। মঙ্গলবার অঙ্কুর বলছিলেন, ''নতুন বছরে যুব বিভাগের সঙ্গে সিনিয়রেও চ্যাম্পিয়ন হতে চাই। তার জন্য বাবার কাছেই পুরোদমে ট্রেনিং চালাচ্ছি।'' স্বস্তিকার বাবা সন্দীপ এক সময় কলকাতা লিগে ফুটবল খেলতেন। পরে মুম্বইয়ে যান চাকরির জন্য। কিন্তু পরে টিটি কোচ হন মেয়েকে আন্তর্জাতিক তারকা বানানোর লক্ষ্যে। চলতি বছরের শুরুতে মেয়েদের সিনিয়র বিভাগে স্বস্তিকা ছিলেন ১৮ নম্বরে। সেখান থেকে বছর শেষে তিনি এক নম্বরে (২৮৫) উঠে এসেছেন র‍্যাঙ্কিং মিটগুলোর সাফল্যের সঙ্গে ইন্টার ইনস্টিটিউশনাল মিটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে। তাঁর পিছনে আছেন যশোস্বিনী ঘোড়পাড়ে (২৮০)। স্বস্তিকার কথায়, ''ববাবা ছাড়া আমার টেকনিক আর ট্যাকটিক্সের উন্নতি আর কেউ করতে পারবে না। আমি ওঁর কোচিংয়েই স্বচ্ছন্দবোধ করি। লক্ষ্য, এক নম্বর জায়গা ধরে রেখেই এবার জাতীয় সেরা হওয়া।'' নতুন বছরে এই দুই বঙ্গসন্তানের দিকে তাকিয়ে থাকবেন বাংলার টিটি প্রেমীরা।

ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছেন বুমরা, বছর শেষে পেলেন 'বড়' গিফ্‌ট

দুবাই, ২৫ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরার শ্রেষ্টত্ব যেন সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। ২০১৮ সালে টেস্টে অভিষেক হয়েছিল বুমরার। এখনও অবধি ভারতের হয়ে ৪৩টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন তারকা পেসার। তাঁর টেস্টে ছোট্ট কেরিয়ার। তাতেই অভাবনীয় সাফল্য। বিশ্বের এক নম্বর বোলার তিনি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে চলতি বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে ভারতীয় বোলিং বিভাগের নেতৃত্বে তিনি। আগামিকাল মেলবোর্নে শুরু হবে বক্সিং ডে টেস্ট। তার আগে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়ে ফেললেন বুমরা। বড়দিনে বড় উপহার পেলেন বুমরা। আইসিসি টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন তিনি। ৯০০ রেটিং পয়েন্ট পাওয়া দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার হয়েছেন তিনি। চলতি বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে তিন টেস্টে এখনও অবধি ২১টি উইকেট নিয়েছেন বুমরা। এই পারফরম্যান্সের সুবাদে আইসিসির রেটিং পয়েন্টে ১৪ পয়েন্ট যোগ হয়েছে। বুমরার বর্তমান অর্জিত রেটিং পয়েন্ট ৯০৪। জসপ্রীত বুমরার আগে ভারতের তারকা বোলার রবিচন্দ্রন অশ্বিন আইসিসি টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় ৯০০-র বেশি পয়েন্ট পেয়েছিলেন। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মুম্বইতে হওয়া চতুর্থ টেস্টের পর ৯০৪ রেটিং পয়েন্ট পেয়েছিলেন। এ বার বুমরাও পৌঁছে গিয়েছেন সেই রেটিং পয়েন্টে। ৯০৪, এটি বুমরার কেরিয়ারের সর্বাধিক রেটিং পয়েন্ট। আইসিসি টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কাগিসো রাবাডা। তাঁর অর্জিত রেটিং পয়েন্ট ৮৫৬। এই তালিকায় শীর্ষে থাকা বুমরার সঙ্গে রাবাডার ব্যবধান ৪৮ পয়েন্টের। এই তালিকায় তিনে রয়েছেন জস হ্যাজলউড (৮৫২)। চারে অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন প্যাট কামিন্স (৮২২)। ৭৮৯ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে রয়েছেন সদ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

ওদের জন্য জটিলতা তৈরি করতে চাই না

যশস্বী-শুভমনের পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা রোহিতের

মেলবোর্ন, ২৫ ডিসেম্বরঃ যশস্বী জসওয়াল এবং শুভমন গিল, দু'জনেই ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যত তারকা। দু'জনেই ব্যাট হাতে বিগত কয়েক বছরে বেশ নজর কেড়েছেন। অস্ট্রেলিয়া সফরেও দলে সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা। প্রথম টেস্টে অসাধারণ ব্যাটিং করেছিলেন যশস্বী। পার্থে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯৭ বলে ১৬১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেছিলেন তিনি, যা ভারতের ২৯৫ রানে টেস্ট জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তবে এর পর থেকে বাকি টেস্টে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। শুভমন গিলও এখনও পর্যন্ত এই সিরিজে রান পাননি। যদিও এই দুই তরুণ ক্রিকেটারের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তিনি মনে করছেন ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে যশস্বী এবং শুভমনের টেকনিক নিয়ে মন্তব্য করা বোকামি হবে। রোহিত শর্মা বলেন, ''শুভমন এবং যশস্বী, দু'জনই একই পথের পথিক। আপনি জসওয়ালকে তার ব্যাটিং নিয়ে বেশি কিছু বলতে পারেন না। সে প্রথমবার এখানে এসেছে এবং প্রমাণ করেছে ও কী করতে পারে। আমরা তার মানসিকতার সঙ্গে খুব বেশি কাটাছেঁা করতে পারব না। আমরা তাকে যতটা সম্ভব খোলা পরিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করব এবং লক্ষ্য রাখব ব্যাটিং নিয়ে যাতে তার উপর বাড়তি চাপ না তৈরি হয়।'' তিনি আরও যোগ করেন, ''এখানে প্রতিটি ভেন্যুতে আলাদা আলাদা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এখানে কীভাবে মানিয়ে নেব সেটাই বড় বিষয়। বোলাররা একই থাকে, ৪ পেসার এবং ১ অফ-স্পিনার। আমাদের

কাজ এটা বোঝা যে তারা ঠিক কী করতে চাইছে এবং তাদের কিছু ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে কী বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে।'' গিল সম্পর্কে রোহিত শর্মা বলেন, ''অ্যাডিলেডে দুই ইনিংসেই তাকে ব্যাট হাতে বেশ ভালো দেখাচ্ছিল। আমার মনে হয় সে নিজের স্টার্টটাকে বড় রানে রূপান্তরিত করতে পারেনি। ব্রিসবেন নিয়ে কিছু বলব না, কারণ ও তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গিয়েছিল। এই সফরটা খুবই চ্যালেঞ্জিং। এটা মোটেও সহজ নয় যে সবসময় সামনে এগিয়ে এসে বড় রান করবে। গিলের মধ্যে সব রকমের গুন রয়েছে। একটু সময় দিতে হবে। ঠিক যশস্বীর মতো, ওর ক্ষেত্রেও আমরা চাইনা বিষয়গুলি জটিল করতে।'' উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে ৩টি টেস্ট খেলা হয়েছে। পার্থে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে ২৯৫ রানে জয় পেয়েছিল ভারত। অ্যাডিলেডে ১০ উইকেটে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। গাব্বা টেস্ট ড্র ঘোষিত হয়ে যাওয়ার কারণে এখন সিরিজের ফলাফল ১-১। সেই কারণে মেলবোর্নে জিতে লিড নিতে মরিয়া দুই পক্ষই। আগামী বছর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলতে হলে দুই দলকেই এই সিরিজ জিততে হবে।

কাম্বলির জ্বর, তবে স্থিতিশীল

মুম্বই, ২৫ ডিসেম্বরঃ মহারাষ্ট্রের ঠাণে জেলার একটি হাসপাতালের আইসিইউয়ে ভর্তি রয়েছেন বিনোদ কাম্বলি। মঙ্গলবার রাতে আচমকাই প্রাক্তন ক্রিকেটারের জ্বর এসেছে। ফলে তাঁর জন্য নির্ধারিত যে চিকিসার কথা ছিল তা পিছিয়ে গিয়েছে। কাম্বলির চিকিৎসার জন্য ৫ লাখ টাকা দিচ্ছেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের ছেলে তথা কল্যাণের সাংসদ শ্রীকান্ত। মূত্রনালিতে সংক্রমণ হয়েছে কাম্বলির। পাশাপাশি মস্তিষ্কেও রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছে। তার জন্য এমআরআই করার কথা ছিল। তবে কাম্বলির জ্বর আসায় সেই প্রক্রিয়া পিছিয়ে গিয়েছে। কাম্বলির চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা বিবেক ত্রিবেদী এ কথা জানিয়েছেন। আগামী দু'-এক দিনের মধ্যে কাম্বলিকে আইসিইউ থেকে বার করে সাধারণ বেডে দেওয়া হবে। ত্রিবেদী জানিয়েছেন, চার দিন আগেও কাম্বলির অবস্থা সঙ্কটজনক ছিল। মূত্রনালিতে সংক্রমণ হয়ে গিয়েছিল। তবে সেই সংক্রমণ আপাতত সেরে গিয়েছে। কাম্বলি যদি বাড়িতেই থাকতেন তা হলে তাঁর অবস্থা আরও খারাপ হত। সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কারণেই আপাতত তিনি স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন ত্রিবেদী। আগামী ২৪ ঘণ্টা তাঁকে পর্যবেক্ষণ করে আইসিইউ থেকে বার করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দল ছাড়তে পারেন এই তারকা ডিফেন্ডার, নজরে একাধিক ক্লাব

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দুরন্ত পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে এবারের আইএসএল শুরু করেছে পাঞ্জাব এফসি। প্রথমেই তাঁরা পরাজিত করেছিল শক্তিশালী কেরালা ব্লাস্টার্সকে। যা নিঃসন্দেহে চমকে দিয়েছিল সকলকে। তবে সেখানেই শেষ নয়। পরবর্তীতে সময় যত এগিয়েছে ততই বজায় থেকেছে সেই জয়ের ধারা। অনায়াসেই তারা হারিয়ে দিয়েছিল হায়দরাবাদ এফসিকে। পরবর্তীতে বেঙ্গালুরু এফসির কাছে ধাক্কা খেতে হলেও সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাবের। যারফলে অনায়াসেই টুর্নামেন্টের শিল্ড জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল পাঞ্জাব। কিন্তু ম্যাচ এগোনোর সাথে সাথেই পিছিয়ে পড়তে হয় লুকা মাজসেনদের। বর্তমানে ১১ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ৭ নম্বরে নেমে এসেছে বিনীত রাইদের দল। শেষ দুইটি ম্যাচেও আসেনি জয়। গত দুইটি ম্যাচে তাঁরা পরাজিত হয়েছে জামশেদপুর এবং ইমামি ইস্টবেঙ্গলের কাছে। যা নিয়ে কিছুটা হলেও হতাশ সকলে। সেখান থেকেই এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। সূচি অনুযায়ী আগামী বৃহস্পতিবার হোম ম্যাচ খেলতে নামবে পাঞ্জাব ফুটবল দল। এই ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ডিলমপেরিসরা। তবে এক্ষেত্রে সকলকে চিন্তায় রাখছে খেলোয়াড়দের চোট সমস্যা। এবার চোটের সমস্যায় পড়েছেন দলের বিদেশি ডিফেন্ডার ইভান নোভোসোলেক। বর্তমানে যথেষ্ট গুরুতর সেই সমস্যা। যারফলে আসন্ন ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না তিনি। সেক্ষেত্রে যথেষ্ট চাপে পড়তে পারেন পাঞ্জাব এফসির কোচ। এসবের মাঝেই উঠে আসতে শুরু করেছে আরেক তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, বর্তমানে পাঞ্জাব এফসিতে খুব একটা

খুশি নন মেলরয় অ্যাসিসি। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। এখনও পর্যন্ত ইন্ডিয়ান সুপার লিগে মোট দুইটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন এই ডিফেন্ডার। যা নিয়ে হতাশ মেলরয়। শোনা যাচ্ছে মরসুম শেষেই পাঞ্জাব এফসি ছাড়তে পারেন এই ফুটবলার। এক্ষেত্রে তাঁর দিকে নাকি নজর রয়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড থেকে শুরু করে জামশেদপুর এফসি এবং কেরালার মতো ফুটবল দলের। সেক্ষেত্রে আদৌ তিনি কোথায় যান সেটাই দেখার বিষয়।

মেলবোর্ন টেস্টের একাদশ ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার, অভিষেক হচ্ছে ১৯-এর তরুণের

মেলবোর্ন, ২৫ ডিসেম্বরঃ মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের উন্মাদনা শুরু হয়ে গিয়েছে। গত কয়েক টেস্টের মতোই ম্যাচ শুরুর একদিন আগে একাদশও ঘোষণা করে দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের শুরু থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাথা ব্যথা ছিল ওপেনিং জুটি। ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পর থেকেই এই সমস্যা চলছে অজি শিবিরে। মেকশিফ্‌ট ওপেনার হিসেবে ভরসা দিতে পারেননি স্টিভ স্মিথ। ভারত সিরিজের আগেই জানিয়ে দেওয়া হয় স্মিথ তাঁর পছন্দের চার নম্বরেই ব্যাট করবেন। ওপেনারের দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন ১৯ বছরের স্যাম কন্টাস। যদিও শেষ মুহূর্তে বাজিমাত করেছিলেন অস্ট্রেলিয়া এ দলের ক্যাপ্টেন নাথান ম্যাকসোয়েনি। তিন টেস্টে ব্যর্থতার পর বাদ পড়েছেন। বক্সিং ডে-তে নতুন মুখ। সিরিজের শুরুতে হয়নি। অবশেষে বক্সিং ডে টেস্টের জন্য স্কোয়াডে যোগ করা হয়েছিল তরুণ ওপেনার স্যাম কন্টাসকে। মেলবোর্ন টেস্টেই অভিষেক হচ্ছে। উসমান খোয়াজার সঙ্গে জুটি

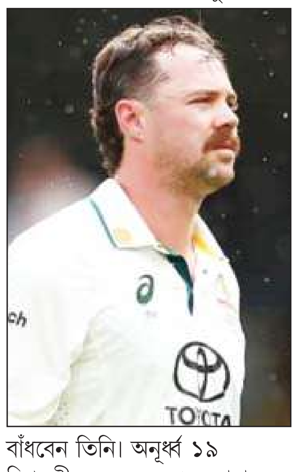

বাঁধবেন তিনি। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বজয়ী দলের সদস্য। ঘরোয়া ক্রিকেটে খুব বেশি অভিজ্ঞতা নেই। সীমিত সুযোগে নজর কেড়েছেন। এ বার অ্যাসিড টেস্ট। নতুন বলে জসপ্রীত বুমরার মতো পেসারকে সামলাতে হবে। মেলবোর্ন টেস্টের আগে অজি শিবিরে আরও একটা চিন্তা ছিল ট্রাভিস হেডের ফিটনেস। ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে রান নেওয়ার সময় অস্বস্তিতে দেখায় ট্রাভিস হেডকে। ম্যাচের দু-দিন আগে অবধিও অস্ট্রেলিয়া শিবির ধোঁয়াশায় ছিল ছন্দে থাকা ট্রাভিসকে খেলানোর ঝুঁকি নেওয়া হবে কি না। প্যাট কামিন্স একাদশ ঘোষণা করতেই চিত্রটা পরিষ্কার। ফিটনেস টেস্টে পাশ করেছেন হেড। একাদশেও রয়েছেন। তেমনই ছিটকে যাওয়া জশ হ্যাজলউডের জায়গায় প্রত্যাশিত ভাবেই ফিরছেন স্কট বোল্যান্ড।

বক্সিং ডে টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ঘোষিত একাদশঃ উসমান খোয়াজা, স্যাম কন্টাস, মার্নাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ, ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ, অ্যালেক্স ক্যারি, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, নাথান লিয়ঁ, স্কট বোল্যান্ড।

মেসির জায়গা নিতে চাননি বলেই বার্সা ছেড়েছিলেন নেইমার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০১৭ সালে ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরোতে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যান নেইমার জুনিয়র। এখন পর্যন্ত সেটিই দলবদলের ইতিহাসে বিশ্ব রেকর্ড। লম্বা সময় ধরে নেইমারের এই দলবদল খবরের শিরোনাম হয়ে ছিল। কেন বার্সার মতো সফল ও তারকাবহুল ক্লাব ছেড়ে নেইমার পিএসজিতে গেলেন, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে অনেক। অনেকের ধারণা ছিল, বার্সায় লিওনেল মেসির ছায়ায় না থেকে পিএসজিতে গিয়ে এককভাবে তারকা হতে চেয়েছিলেন নেইমার। কিন্তু সাত বছর পর এসে নেইমারের সেই দলবদল নিয়ে ভিন্ন কথা বলছেন তাঁর বাবা নেইমার সিনিয়র। তিনি বলেছেন, তাঁর ছেলে মেসির কারণে বার্সা ছাড়লেও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। নেইমার বড় তারকা হতে বার্সা ছাড়েননি বরং বার্সায় মেসির জায়গা না নিতেই ক্লাব ছেড়েছিলেন। সেই সময় বার্সার প্রতি ছেলের ভালোবাসা কেমন ছিল, তা-ও তুলে ধরেন নেইমার সিনিয়র। 'জোতা জোতা' পডকাস্টে নেইমারের বাবা বলেছেন, ''পিএসজিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল তার। সে ক্লাব বদলাতে চেয়েছিল। ওই সময় বার্সায় আমরা খুব জটিল পরিস্থিতিতে ছিলাম। কারণ, আমরা জানতাম না ক্লাব ম্যানেজমেন্ট কী ভাবছে। মনে হচ্ছিল, ক্লাব তাকে (নেইমার) মেসির জায়গায় চাইছিল। কিন্তু সে সেটা চায়নি। সে ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং অন্য কোথাও চলে যেতে চাইছিল।'' নেইমার সিনিয়র আরও যোগ করেন, ''আমি চেয়েছিলাম আমার ছেলে বার্সাতেই থাকুক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তার ক্লাব ছাড়া আটকাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে ছেড়ে গিয়েছিল। কারণ, সে মেসির জায়গা নিতে চায়নি এবং বার্সার সবচেয়ে বড় তারকা

হতে চায়নি।'' বার্সার প্রতি নেইমারের ভালোবাসা কেমন ছিল, তা ব্যাখ্যা করে ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ডের বাবা আরও বলেছেন, ''বার্সায় যোগ দেওয়া ছিল পুরোপুরি তার সিদ্ধান্ত। আমার হাতে বার্সা ও মাদ্রিদ (রিয়াল)-দুই দলেরই প্রস্তাব ছিল। মাদ্রিদের প্রস্তাব তিন গুণ বেশি ছিল। কিন্তু সে এই মানুষগুলোর (মেসি ও সুয়ারেজ) সঙ্গেই খেলতে চেয়েছিল। তার স্বপ্ন ছিল বার্সার হয়ে খেলা।''

মেলবোর্নের ক্যাফেতে ব্রেকফাস্ট, একান্তে ক্রিসমাস পালন বিরুষ্কার

মেলবোর্ন, ২৫ ডিসেম্বরঃ ক্রিকেট ও বলিউডের পাওয়ার কাপল বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা। বর্তমানে কোহলি পরিবার রয়েছে মেলবোর্নে। আজ ২৫ ডিসেম্বর। ক্রিসমাস। আর এই ক্রিসমাসের দিন মেলবোর্নের রাস্তায় বিরাট কোহলি, অনুষ্কার শর্মার একসঙ্গে হাঁটার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। আগামিকাল ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে বক্সিং ডে টেস্ট। তার আগে কোহলি রয়েছেন ফুরফুরে মেজাজে। শুধু অনুষ্কার সঙ্গেই নয়, পরিবারের সকলকে নিয়ে মেলবোর্নের এক বিশেষ জায়গায় গিয়েছিলেন বিরাট। এ বার বিরাট, অনুষ্কার ছোট ছেলে অকায়ের প্রথম ক্রিসমাস। ভামিকা ও অকায়কে নিয়ে বিরাট এবং অনুষ্কা ক্রিসমাসের দিন সকাল সকাল পৌঁছে যান মেলবোর্নের এক লোকাল ক্যাফেতে। সেখানেই

কোহলি পরিবার ব্রেকফাস্ট সারে। @_cafe-court_ এই ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টে বিরাট কোহলির সঙ্গে সেই ক্যাফের কয়েকজনের ছবি শেয়ার করা হয়েছে। @_cafecourt_ এর পক্ষ থেকে সেই পোস্টের ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'আজ সকালে যখন আমরা সরকারী ছুটিতে আমাদের ক্যাফে খোলা রাখব কিনা তা নিয়ে বিতর্কে ব্যস্ত ছিলাম, সেই সময় আমরা জানতাম না যে আমরা বিরাট কোহলি, অনুষ্কা শর্মা এবং আমাদের তাঁর পরিবারকে আমাদের ছোট্ট ক্যাফেতে খাবার পরিবেশন করার এই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা লাভ করতে চলেছি।' সেই ক্যাফেতে খাবার খাওয়ার পর বিরাট কোহলি সেখানকার শেফদের সঙ্গে ছবি তোলেন। তাঁদের ধন্যবাদও জানান। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোহলির এই সকল ছবি ভাইরাল হয়েছে। এ বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মার ছেলে অকায় কোহলির জন্ম লন্ডনে। এটাই বিরুষ্কার ছেলে অকায়ের প্রথম ক্রিসমাস। দিদি ভামিকার সঙ্গে ভালো সময় কাটাচ্ছে খুদে অকায়।

হায়দরাবাদ ম্যাচের আগে একী বললেন! লাল-হলুদ অধিনায়ক ক্লেন্টন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ ইস্টবেঙ্গল এফসি বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের পারফরম্যান্সে পরিবর্তন এসেছে এবং ক্লেন্টন সিলভার মতো খেলোয়াড়রা দলের সাফল্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চেষ্টায় লিপ্ত। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার পরই শিবিরে শান্তির ছায়া ফিরে এসেছে, তবে জামশেদপুরের বিপক্ষে সুযোগ নষ্টের কারণে কিছুটা উদ্বেগও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেই উদ্বেগকে সঙ্গী না করে, ইস্টবেঙ্গল আপাতত নিজের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে, যা হল একের পর এক ম্যাচ জয় পেয়ে লিগে শক্ত অবস্থান তৈরি করা। তবে দলের নতুন স্প্যানিশ কোচ অস্কার ব্রুজোর আগমনের পর থেকেই নতুন করে স্বপ্ন দেখছে মশাল ব্রিগেড। জামশেদপুর ম্যাচে জয়ী হওয়ার পর দলের মধ্যে এক ধরণের আত্মবিশ্বাস এসেছে। যদিও সেই ম্যাচে বেশ কিছু সহজ সুযোগ নষ্ট হয়েছে, তবে তা দলকে মোটেও হতাশ করেনি। ক্লেন্টন সিলভা বলেন, ''দলের প্রত্যেকেই তাঁদের সেরাটা দিচ্ছে। আমরা একটি করে ধাপ এগোতে চাইছি।'' ক্লেন্টনের এই বক্তব্যে দলের মনোবল এবং অগ্রগতির পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর মতে, আপাতত ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবেঙ্গল এগারোয় অবস্থান করলেও, তেমন কোনো বড় ব্যবধান নেই আট এবং নয় নম্বর দলের সঙ্গে, তাই এবার লক্ষ্য হচ্ছে প্রথম ছয়ে ঢুকে পড়া। বর্তমানে ৩৭ বছর বয়সী ক্লেন্টন সিলভা তৃতীয় বছরে ইস্টবেঙ্গলে খেলছেন এবং তার খেলার ধরনে

এসেছে এক নতুনত্ব। গোল করার চেয়ে এখন গোল করানোর ক্ষেত্রে তার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার এই পরিবর্তন দলের খেলার গতিতে নতুন ছন্দ এনে দিয়েছে। ক্লেন্টন নিজে গোল করার পাশাপাশি, তাঁর অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতায় তরুণ খেলোয়াড়দের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছেন। এই পরিবর্তনটি দলের খেলার ধরন এবং ফলাফলেও প্রভাব ফেলছে, যেখানে দল শুধু জয় অর্জনই করছে না, পাশাপাশি তাদের খেলাও উন্নত হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজো এই দলের উন্নতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর অধীনে খেলোয়াড়রা একে অপরের সঙ্গে আরও বেশি সমন্বয় রেখে খেলছে। কোচের নেতৃত্বে, ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেন্টন সিলভা সহ অন্যান্য খেলোয়াড়রা নিজেদের দক্ষতা এবং দলগত খেলার মাধ্যমে পারফরম্যান্স উন্নত করার চেষ্টা করছে। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ১-০ ব্যবধানে জয় পাওয়ার পর অস্কার বলেছেন, ''আমরা তিন পয়েন্ট পাওয়ার জন্য ভালো খেলেছিলাম। তবে দুর্ভাগ্যবশত, অনেক সুযোগ তৈরি করেও তা কাজে লাগাতে পারিনি। তবে, আমাদের মধ্যে যে দলগত প্রচেষ্টা রয়েছে, তা খুবই মূল্যবান।''

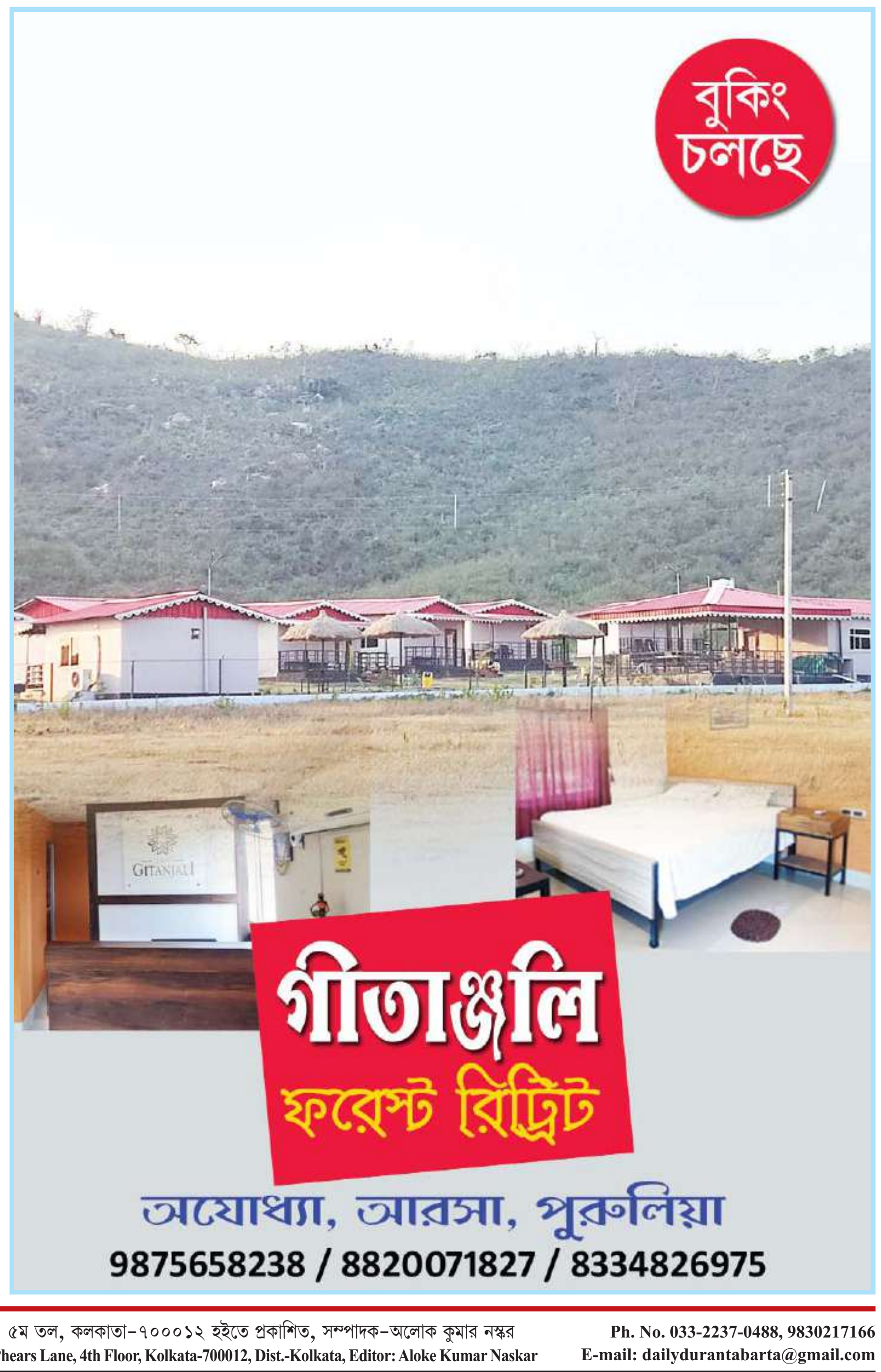

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com